সূচি

বন্ধুত্ব

১। লেখকের—

শ্রী-হীন কাঞ্চন জন্য আমাকে রকম-বেরকম সাহায্য ক'রেছে অনেকেই —বিশেষ ক'রে—'বিদ্বান্' ভবানী, 'বক্তা' অশোক, 'পাদ্রী' কালা-দা, 'পন্টন্' পোল্টে, 'ইংরিজী' অখিল, 'থিয়েটারী' ননী, 'আমোদের' গৌরী 'আনন্দের' টুনু। তা' ব'লে আমি এদের কা'রো কাছে কোন রকম কৃতজ্ঞ নই, কারণ এরা যে বন্ধু সবাই আমার বন্ধু।

'ভাঁড়ুং'

২। পাঠকের—

.... কে

বন্ধু,

এই নে 'শ্রী-হীন কাঞ্চন'—পড়্। অনেক কারণে তোকে প'ড়তে দিলাম; বিশেষ ক'রে—

(১) এ নাটকটা যৌবন জাগিয়ে—চিন্তা চালিয়ে, আনন্দ দেয়।

(২)

পাঠক নম্বর·

ঠিকুজী

দ্বিতীয় নাটক—এটি আমার দ্বিতীয় নাটক। প্রথম নাটকের পূর্ব্বেই কেন যে এটি প্রকাশিত হ'ল, তার কারণ ব'লব সেই-দিন, যদি কখনও প্রথমটা আত্ম-প্রকাশ করবার সুযোগ পায়।

জন্ম—শ্রী-হীন কৃষ্ণ প্রথম সৃষ্ট হয়—১৯২৪-২৫ সালে। অবশ্য তার-পরে অনেক রকমে এ'কে মার্জ্জিত ক'রেছি।

শ্রোতা—আন্‌কোরা অবস্থাতেই এই আদরের সামগ্রী হ'য়েছিল আমার অনেক বন্ধুরই কাছে। তাদের মধ্যে একজন আজ্‌কেকার অমর যতীন-দাস। যতীন প্রথম শ্রোতা হ'য়েছিল বোধ-হয় ১৯২৬-২৭ সালে।

'নবশক্তি'—বন্ধুদের অনুরোধে ও সম্পাদক-মশাইদের সহৃদয়তায় শ্রী-হীন কৃষ্ণ 'কালি-ঝুলি' মেখে 'নবশক্তি'তে আত্ম প্রকাশ ক'রেছিল ১৯২৯-৩০ সালে। [illegible] সম্পাদক-মশাই বাধ্য হ'য়ে প'ড়েছিলেন যে শ্রী-হীন কৃষ্ণকে 'শ্রী-হীন অবস্থায় প্রকাশ করাটা এক-রকমের সামঞ্জস্য'। সে যাই হো'ক, 'নবশক্তি'তে শ্রী-হীন কৃষ্ণের অনেক শক্তি অনেক রকমে, লুপ্ত না-হ'লেও, সুপ্ত হ'য়েছিল।

উদ্যোগী—তবুও এই নাটকখানি পুস্তক-আকারে দেখবার জন্য অনেকেই আমায় বারংবার অনুরোধ করেছে। কিন্তু বন্ধু নলীর সহৃদয়তা ও অধ্যাপক অবনী বাবুর উদ্যোগ না-থাকলে এখন এ-বই ছাপা হ'ত কি-না সন্দেহ।

ছাপা—বইটা ছাপতে লাগল 'কমসে-কম দশ-মাস দশ-দিন'।

ভূমিকা—ভূমিকা লেখা শেষ হ'ল জন্মাষ্টমী, ১৩৩৮।

প্রকাশ—পুস্তক আকারে প্রকাশিত হ'ল—শারদীয় বোধন, ১৩৩৮।

প্রকাশক—অধ্যাপক অবনীকুমার বসু 'গুরুকুল' ১৬১ রসা রোড্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—ক্ষিতিশচন্দ্র সান্যাল, সুশীল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৪৮ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

লেখক—তড়িৎ কুমার বসু, 'গিরীন্দ্র-গৃহ', ৪৯।৩ মুদিয়ালী রোড্, কলিকাতা।

অনুৎসর্গ

অমর যতীন্ দাস—কে,

যতীন্-ভাই,

চিরজিবী হ'ক্ আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষরা। আরে, তাদেরই ত' উর্ব্বর মস্তিষ্ক থেকে একদিন বেরিয়েছিল—মানুষ মরে না: তার 'স্ব'টী অমর:—আর সেইটেই নাকি ভারতের সেরা দর্শন।—!

—বহুত-আচ্ছা, সেই জন্যেই ত' আজও তোর সঙ্গে তেমনি হেসে কথা ব'লে এত আনন্দ পাচ্ছি যে এখন আর নিজের কাছেও মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা কর্‌বার্ এতটুকু ইচ্ছে পর্য্যন্তও হ'চ্চে না—'বাংলার মানুষ ম'রে বাঁচে, না বেঁচে মরে'!

স্বর্গ ও বাংলা

সে যাই হ'ক্, তুই ছিলি পুরুষ। পৌরষত্বের সেরা পরিচয় তোর অবাক্ করা সেই শেষের অশেষ-শক্তি। স্তম্ভিত ভারত আর্ত্তনাদে সান্ত্বনা পাবার আশায় সমস্বরে ব'লে উঠ্‌ল—'যতীন্ মহাপুরুষ'। শুধু কি তাই, সবার সম্মিলিত অশ্রুর তর্পনের শ্রোত আন্তরিকতার দাবীতে তোর অমর আত্মাটীকে স্বর্গের সপ্তম পর্য্যায়ে পৌছে দিয়ে, সবাই নিজের বুকের সাহারার-হাহাকারে 'শান্তি-বারি' সেচন ক'রে সাম্‌নের অশান্তি দুর ক'র্‌তে ব্যস্ত হ'ল।

নিষ্কর্ম্মা হ'লেও, আমি ত' তোদের চিনি ভাই ; আর অন্তত 'মনসা' বার্-কয়েক্ স্বর্গে ঢোকন্ ক'রে সেখানকার অবস্থাটা কতক জান্‌বার্ সৌভাগ্যও হ'য়েছে ! সত্যি কথা, একে ত' সেকেলে স্বর্গ, তা'তে আবার 'সুরের-দল' সদাই সুরাপানে মত্ত : কালে-ভদ্রে নন্দন-কানন 'নিংড়ে' যা' এক-আধ টুক্‌রো 'কবিতার' সন্ধান মেলে, তা'ও আবার উর্ব্বশী-ম্যানকার 'লাস্যের' আলস্য-দূষিত ।—

—কর্ম্মীর এসব কি ক'রে ভাল লাগ্‌তে পারে, বল্ ?—তাই তোদের মন এত 'উড়্-উড়্' : পোড়া স্বর্গে বাস ক'রেও সোনার বাংলার মিলন-পিয়াসী !

আবার আস্‌বে

আচ্ছা, আ-জীবন 'আগুন' নিয়ে খেলাই যাদের নিছক্ আনন্দ, মরণের পর তারা কি এতই বদ্‌লায় যে 'নির্ব্বাণ' হ'য়ে দাঁড়ায় তাদের চরম সুখ ?—

—সে পর্য্যায়ের 'মহাপুরুষ' অন্তত তুই ন'স । যদি অমর হ'স্, আমি জানি, স্বর্গ ছেড়ে তুই আবার বাংলায় ফিরে এসে, তোর অসমাপ্ত কাজের ভার নিয়ে আবার ভুগে ম'রে আনন্দ পাবি । তাই ত' আজ নিতান্ত বিশ্বাসে, তোকে আমার নাটকের পাঠক ক'রে, আর একবার সামান্য একটু 'বাংলার-বাণী' শোনাতে তোর স্বর্গবাসে স্ব-শরীরে এসে হাজির !

শ্রী-হীন কৃষ্ণ

হাঁ-রে, এ সেই শ্রী-হীন কৃষ্ণ,—যা' আমার 'শ্রী হস্তের-দাবাক্ষরে' 'পাঠোদ্ধার' ক'রে, তুই একদিন তোর ডাগর-কাল-আহ্লাদী চোখে কেমন-কেমন' চাউনীর চমক্ মেরে, আমার প্রাণে পুলকের সঞ্চার ক'রেছিলি !

শ্রী-হীন বাংলা

'নাটকটা এত ভাল লাগে কেন?'—এমন 'মাথা-ওয়ালা' প্রশ্নের সোজা উত্তর দেবার ভার ত' তোর নিজের। আর যদি নিতান্তই আমার অন্তত একটা 'সদুত্তরের' প্রত্যাশা ক'রে থাকিস, তবে ব'লতে বাধ্য হব যে তুই 'শ্রী-হারা' হবার 'বিরহ' আ-জীবন হাড়ে-হাড়ে অনুভব ক'রেছিলি কি-না', তাই তোর এ 'শ্রী হীন' ভাল লাগে!

—কি ব'ললি, বাংলার সবাই 'শ্রী-হারা'!—শুধু আজ নয়, আট্-শ' বছর ধ'রে!—

জমকাল জেদী

—ঠাট্টা কি-রে, এমন 'বেদ-বাক্যটা' তোর কাছে ঠাট্টার মত ঠেকল!

কিন্তু ভেবে দেখ্, এমনও ত' একদিন হ'তে পারে যে আমার 'শতেক' না-হ'ক্ 'একেক' ভক্ত সরল-প্রাণে এ নাটকটার একটা 'মিষ্টি'-মানে 'অদ্ভুত'-রকমে টেনে এনে আমায় 'কলা'-চুপ্ ক'রিয়ে রাখ্‌বে!—আমার এত বড় একটা 'বিরাট-ভবিষ্যৎ' তুই বন্ধু হ'য়ে জলাঞ্জলী দিতে চাস্!

—তবু ব'লতে হবে!—নাঃ, এই জন্যেই ত' 'সদাশয় শত্রু' পর্য্যন্তও 'সুখ্যাতি' ক'রে তোকে আখ্যা দেয় যে তুই একটা 'জমকাল-জেদী'!

—ও কি-রে, তোর মুখে হাসি, হাতে ঘুসি!—তাহ'লে দেখ্‌ছি, আমাদের 'পরম-পরোপকারী-গার্জ্জেন-সাহেব' তোদের যে ভয় ক'র্‌তে শেখায়—তাতে এমন কিছু অন্যায় করে না, বল্!

—রক্ষে কর্ ভাই, তোর 'ওঁচান' হাত নামিয়ে ফেল্! দেহ-তত্ত্বের আইন অনুসারে 'বান্ধব-ঘুসির'ও কাজ এতটুকুও কম হয় না!

আশ্চর্য্য, 'বান্দা'-দলের মুক্তি-প্রয়াসী হ'য়ে তুই এত না-ছোড়্-বান্দা!— বেশ ত', তোর মত কর্ম্মীরও সময় স্বর্গে যদি এত সস্তা হয়, তবে না-হয় আমার 'কথামৃত' শুনে খানিকটা 'বাজারে-বাণিজ্য' ক'রে নে'!

সুন্দর

দেখ্, শুধু 'পারুলী-নারী' নয়, জগতে এমন আরও অনেক কিছু আছে যাদের সৌন্দর্য্য—রূপে, গুণে এবং গন্ধেও।

গন্ধ

সৃষ্টিকে গন্ধে ভরিয়ে রাখা স্রষ্টার একটা বড় শিল্প, আর সাহিত্য কলারও একটা কায়েমী কসরৎ। তাই যুগে-যুগে কথা-শিল্পী অভিনব পন্থার আশ্রয় নিয়েছে তার 'কথা'র অন্তর এই গন্ধে ভরিয়ে রাখ্বার নেশায়। কৃতকার্য্য হ'য়েছে অনেকেই অনেক রকমে, কিন্তু সবার সেরা কৌশলের আনন্দ দিয়েছে বোধ-হয় 'মিষ্টিক্' বা 'মরমী' লেখক-দল।

দর্শনে মর্ম্মবাদ

দার্শনিক 'মরমী' মরণ-বাঁচন কসরৎ ক'রে অনেকদিন আগেই এই অমূল্য তথ্য আবিষ্কার ক'রে ব'সলেন্ যে আমাদের এই বাস্তব জগতের বাইরে, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সংসারের অতিরিক্ত আর একটা জগত আছে!

দুঃখের কথা বলি শোন্, সেই অতীন্দ্রিয় বা মনো-জগতে, 'রবি'-কবি কোন্ ছার, আমি যে 'তাড়িৎ' আমারও দীপ্তি বিকাশ করবার না-কি ক্ষমতা নেই,—কেবল 'আত্মা'ই সেখানকার একচ্ছত্র দীপ্তিমান্ সম্রাট !—

"নতত্র সূর্যো ভাতি
ন চন্দ্র তারকঃ।
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি
কুতোঽয়ম অগ্নিঃ।"

সভয়ে সন্তর্পণে একদল 'বাছাই চর' পাঠিয়ে সন্ধান নিলাম—সেই 'আত্মা'-মহারাজ শুধু সেরা শক্তিশালী নন, সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আবার অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, অবক্ত, অচিন্ত্য, অবিকারী, (চুপ্, হাসি নয় !), আর নিত্য সর্বব্যাপী, স্থির, অচল, ও সনাতন।—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।"

প্রকাণ্ড আদপ্ ক'রে ব'ল্লাম—বন্দেগী মহারাজ, মানুষের মানস-কুসুম দেবতার বর-পুত্রের চাইতেও যে অনেক শক্তি-শালী হয়—তার চাক্ষুষ প্রমাণ তুমিই !

থাক্, এমন শক্তি-সেরা যে রাজর্ষি—তার জ্ঞানের যিনি অধিকারী তিনিই 'মরমী' বা 'মিষ্টিক্'। সে-জ্ঞান কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লাভ করা যায় না,—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দ দিয়ে আয়ত্ত করবার চিজ্ তিনি নন্,—তার সম্যক্ সন্ধান মেলা সম্ভব বোধ-হয় কেবল-মাত্র 'অনুভূতির' মেহেরবানীতে।

সাহিত্যে মর্ম্মবাদ

সাহিত্যের সহায়তায় এই বিরাট-শক্তির সন্ধান দেবার লোভ হওয়াটাই স্বাভাবিক। আর তার জন্য উপায় উদ্ভাবন হ'লও অনেক রকমের।

কিন্তু অতীন্দ্রিয়ের কথাটা সোজা ভাষায় ব্যক্ত ক'রে নিছক্ দার্শনিকত্বের পরিচয় দেওয়াটা কবি বা সাহিত্যিকের কাছে সম্পূর্ণ সম্মানীয় ব'লে বোধ হ'ল না। তাই কবি কষ্টের সৃষ্টি ক'রে শুধু রংয়ে, শুধু গন্ধে, শুধু সঙ্কেতে এই অতীন্দ্রিয়ের সন্ধান দেওয়া কতক সামঞ্জস্য মনে ক'রে তৃপ্তিতে কসরৎ ক'রতে লাগল।—

এমনি ক'রে দর্শনের অতীন্দ্রিয়-বাদ কবিতায় কতক ইন্দ্রিয়-বাদে পরিণত হ'ল।—

সে যা' হ'ক্, এদেশে 'ওস্তাদ' আখ্যা পেল সে-যুগের বৈষ্ণবের জন-কয়েক 'মহাজন', ও এ-যুগের 'বৈষ্ণবের বংশোধর' ব্রাহ্ম-রবীন্দ্রনাথ। এ দু'-যুগের লেখকদের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ এই যে ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য বৈষ্ণবেরা সাহিত্যের আশ্রয় নিয়েছিল, আর সাহিত্য-প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্মের আশ্রয় নিয়েছে। তাই রবীন্দ্রনাথ 'কবি', আর বৈষ্ণবেরা 'মহাজন'।

দর্শন ও সাহিত্য

সুতরাং এখন বেশ ধারণা ক'রতে পাচ্ছিস যে— যে ভাবের ওপর দর্শন এতদিন ধ'রে এত আস্থা ক'রে এসেছে—তার সম্যক্ খোঁজ দেবার ক্ষমতা ইন্দ্রিয়ের নেই। তাই অতীন্দ্রিয়-বাদ দর্শনের এত পেয়ারের 'ভাব'।

সাহিত্যিক কিন্তু অতীন্দ্রিয়বাদকে দর্শনের সম্মান দেয় না. এবং দেওয়াও দরকার বিবেচনা করে না। সাহিত্যিক যখন দেখে, কোন কবি তার কোন কবিতাকে এমন গন্ধে, এমন রংয়ে, এমন সঙ্কেতে ভ'রিয়ে রাখ্তে সক্ষম হ'য়েছে যে সেই কবিতা একটা কোন-কিছু স্ব-'ভাবের' সন্ধান দেয়,—তখনই সে তাব—সেই কবিতাকে সুখ্যাতি করে।

সত্যি, দর্শনের প্রিয় এই 'ভাবটা', কিন্তু—সাহিত্যের প্রিয়—এই ভাব নয়—এই ভাবের সঙ্কেত্ করবার পন্থা। শুধু ভাষায়, রংয়ে, গন্ধে, বা সঙ্কেতে একটা ভাবের সন্ধান দেওয়া যে সম্ভব— এইটেই সাহিত্যের একটা ক্যারদানি কসরৎ।

বিশ্ব-প্রেম ও স্বদেশ-প্রেম

আচ্ছা, রকম-বেরকম ভাবের অভাব ত' জগতে নেই, তবু 'মরমী'-সাহিত্যিক তার সৃষ্টির মধ্যে কেবলমাত্র স্রষ্টার ভাবের সঙ্কেত দিতে ব্যস্ত হ'য়েছিল,—কেন জানিস্?—তার প্রথম কারণ, 'মর্ম্মবাদ'টাই দর্শনের কাছে সাহিত্যের কৃতজ্ঞতা; আর তার দ্বিতীয় কারণ, পুরাণো সেই ধর্ম্মের যুগে ধর্ম্মটাই ছিল সেরা ভাব।

আজ কিন্তু কর্ম্মের যুগে দরদী 'ধর্ম্ম-বিবি' আর তেমন তোয়াজ্ পান না। কর্ম্মী আজ চায় কর্ম্ম। তাই আজ কর্ম্মীর কাছে কি বিশ্ব-প্রেম কি বিশ্বনাথ-প্রেম—দু'টোই সমান নিস্তেজ। সত্যই ত', কর্ম্মের প্রশস্ততা কম্পিটিসনে। কম্পিটিসনের বেশী প্রিয় বিশ্ব-প্রেম হ'তে স্বদেশ-প্রেম। তাই আজ কর্ম্মীর সেরা জ্যান্ত ভাব—তার কর্ম্ম-সহায়ক স্বদেশ-প্রেম!

এ ত' গেল সাধারণ বুক্তি, এ ছাড়াও একটা দার্শনিক যুক্তি শুনাব ?—

—দেখ্, দর্শনের বিভিন্ন 'মত্' ত' আছেই, এবং একের দৃষ্টিতে অন্যের মতের গলদও যথেষ্ট। তাই না-কি, একবার জন-কয়েক দার্শনিক মিলে

ভাল দর্শন

সবার চেয়ে ভাল-'মতে'র সন্ধান ক'র্তে লাগ্ল। তাদের সিদ্ধান্তই হ'ল শ্রীকৃষ্ণের দর্শনের অনুরূপ।

সে-যাই-হ'ক্, কৃষ্ণের দর্শন খৃষ্টের বা অন্যের চেয়ে যে বড় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কৃষ্ণ ওদের মত ইন্দ্রিয়কে একেবারে নষ্ট ক'রে জগতে অনাসৃষ্টি ঘটাতে চায়নি—সে চেয়েছে জীবন্ত ইন্দ্রিয়ে সংযম।

এখন দেখ্, পশু-ক্ষমতা ও বিবেকতায় মিলিয়ে ত' মনুষ্যত্ব। সুতরাং মানুষের মধ্যের পশু-ক্ষমতাকে একেবারে নষ্ট ক'র্তে যাওয়া ছোট-দরের

মনুষ্যত্ব

দর্শন, আর সেই পশু-ক্ষমতাকে হ'ত্যা না-ক'রে তা'তে সংযম বিস্তার করাই—বড়-দরের দর্শন।

এখন একটু ভাব্লেই বুঝ্তে পার্বি, বিশ্ব-প্রেমের উদ্দেশ্য মানুষের পশু-ক্ষমতা ধ্বংশ করা,—অর্থাৎ মনুষ্যত্বকে অঙ্গহানী করা।

বিশ্বপ্রেম মনুষ্যত্ব হানীকর

তাই এই মনুষ্যত্ব-হানীকর বিশ্বপ্রেমকে যতই-না-কেন রঙ্গিন তুলিকায় চিক্-চিকে কুট্-কুটে করা হ'ক্, মানুষের মত মানুষের কাছে তা' সর্বদাই ভেসে ওড়াবার কথা মাত্র।

আর একদিকে চেয়ে দেখ,—স্বদেশ-প্রেম। এ প্রেম মানুষের পশু-ক্ষমতাকে ধ্বংশ করে না,—সংযত করে; কারণ স্বদেশ-প্রেমের

স্বদেশ প্রেম মনুষ্যত্ব সহায়ক

সংগ্রামও একের ঔদ্ধত্য নয়, সত্য-বিচারের অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত। তাই এই মানবতাময় স্বদেশ-প্রেমে বিকার-গ্রস্থ বিশ্বাস-ঘাতকের-দল যতই-না-কেন কালিমা লেপন ক'রুক্, এ-প্রেম মানুষের মত মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশিত কর্বার্ চরম পন্থা।

সত্যই, বিশ্বের ও বিশ্বনাথের পূত পূজার প্রধান ডালি তার স্বদেশ-প্রেমের পবিত্র অঞ্জলী,—এ কেবল তার অন্তরের বিশ্বাস নয়, তার জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশও।

তাই ত' আমি অত' আদর ক'রে বরণ ক'রে নিলাম এই স্বদেশ-প্রেমের ভাবটী। মরমী-কবিরা যেমন তাদের সৃষ্টিকে স্রষ্টার শুধু সঙ্কেতে ভরিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছে, আমিও তেমনি আমার সৃষ্টিকে স্বদেশ-প্রেমের গন্ধে ভরিয়ে রেখেছি;—হাঁ, ভরিয়ে রেখেছি কিন্তু শুধু গন্ধে নয়, ভাবে—ভাষায়—সব-রকমেই। তাই ত' আমার সৃষ্টি তোদের এত আনন্দ দেয়।

এই গন্ধের-আর্ট বিশ্লেষণ করা সবার কাজ নয় সত্য,—তা' ব'লে এ গন্ধ অনুভব কর্‌বার ক্ষমতা অনেকেরই আছে। তাই ত' জন-কয়েক পাঠক এর মধ্যেই 'রায়' দিয়েছে—"শ্রী-হীন কৃষ্ণ কেমন এক রকম বেশ চমৎকার লাগে"!

নাটকে নূতন রূপ

এই, শুধু স্বদেশ-প্রেমের নামেই তোর মুখ-ময় যে অপূর্ব্ব জ্যোতি বিকশিত হ'চ্চে,—তা'তে আমি সব ভুলে শুধু চেয়েই আছি ঐ মধুর মুখ-খানির পানে, আর মনে-প্রাণে অনুভব ক'র্‌ছি—সত্যই আমার নাটকের ভাব অমৃতের উৎস।

তার ওপর দেখ্, নূতনই শুধু গন্ধে, ঢংয়ে, ভাষায় পর্য্যবসিত ক'রে আমি স্বস্তি পাই নি,—আমি অনেক সন্ধান করেছি রূপেরও!—

ও-কিরে, উর্ঠিস্ নি, পালাস নি,-- ওরে, এ সে রূপ নয়, নারীর রূপ নয়,—এ নাটকের রূপ ;—এরূপে তোর মত 'আজন্ম সন্ন্যাসীর 'সতীত্ব' এতটুকুও টুট্‌বে না !

মন দিয়ে শোন্ তবে নাটকীয় রূপের এক-নিশ্বাসী ইতিহাস—

বিশ্ব-সাহিত্যের সব জায়গাতেই সাধারণ 'কথোপকথন' যখন 'নাটক' নামে উন্নত হ'ল, লেখকদের তখন লক্ষ্য হ'ল তাদের ভাব ফুটিয়ে তোলা শুধু 'চরিত্রের' মধ্য দিয়ে। কত-দেশে কত-যুগ ধ'রে কত-লেখকই না এই চরিত্র-অঙ্কনের চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ ক'রেছে। এদের মধ্যে কৃতকার্য্যতার পূর্ণ-বিকাশ উপলব্ধি করা যায় প্রাচ্যে কালিদাসে ও পাশ্চাত্যে সেক্‌ষ্‌পিয়রে। সেই যাই হ'ক্, 'রূঢ়' (Crude) বিষয় নির্ব্বাচন করা চরিত্র-নাটকের প্রথা ছিল।

কালিদাস ও সেক্‌ষ্‌পিয়র

এই 'রূঢ়' বিষয় নির্ব্বাচনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে, ইব্‌সেন্ প্রথম জগতে দেখিয়ে দিলে যে সাধারণ জীবনের নিত্য-নৈমিত্তিক সুখ-দুঃখ নাটকের পক্ষে অন্তরায় ত' নয়ই, বরং বেশ সহায়ক। সুতরাং এই নবীন-নাট্য-স্রষ্টা তার নাটকে একটা সাধারণ ভাব বা সমস্যা (Problem) ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্য, স্বাভাবিকতার (Realism) সাহায্য নিয়েছিল। তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এই সাধারণ ভাব বা সমস্যাটী ফুটিয়ে তোলা, আর সে বুঝেছিল যে তার এই উদ্দেশ্য সফল হবে স্বাভাবিকতার মধ্যে দিয়ে। তাই সে স্বাভাবিকতার মায়া রচনা ক'রেছিল তার ভাব বা সমস্যা বিকাশের সুবিধার জন্য; নতুবা নিছক স্বাভাবিকতায় তার কোন সাতন্ত্র লোভ ছিল না।

ইব্‌সেন্

সে যাই হ'ক্, ভাব-ফোটানো যখন নাট্য-শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন শুধু "চরিত্রের" মধ্য দিয়ে সেই ভাব ফুটিয়ে তোলার চাইতে, "ঘটনা-সৃষ্টির" দ্বারায় সেই মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পন্ন করা, নবীন-নাট্য-গুরুর কাছে ঢের বেশী কার্য্যকারী প্রতিপন্ন হ'ল। কাজে কাজেই ইব্‌সেন্ হ'লেন 'ঘটনা-সৃষ্টি-মূলক' নাটকের প্রবর্ত্তক ও নাটকে 'স্বাভাবিকতা'র প্রদর্শক।

এই ধরণের নাটকের একটা মস্ত-বড় গুণ এই যে এরা মানুষের মনের-ক্ষুধা মেটানোর সঙ্গে-সঙ্গে অলক্ষে 'মস্তিষ্ক চালনা' ক'রিয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করে; আর-একটা মস্ত-বড় সুবিধা এই যে এরা

সিচুয়েসন্ নাটক

অল্প সময়ের মধ্যে পাঠক বা দর্শকের মস্তিষ্কে ভাবের চালনা ক'রিয়ে দিতে সক্ষম হয়,— তার প্রধান কারণ এই-ধরণের নাটক গঠনে অঙ্গ-রূপের মত 'চরিত্র'-বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যে সমস্ত 'হাবি-জাবি' কথার প্রয়োজন, সে-সব উত্থাপনার প্রয়োজন এখানে একেবারেই হয় না।

কর্ম্মী ইয়োরোপের পক্ষে সময়ের পানে নজর রাখাই স্বাভাবিক। তাই সারা ইয়োরোপ এই ধরণের নাটকের নেশায় ভোর্ হ'য়ে উঠ্‌ল। দেশে দেশে কত শত লেখক ইব্‌সেনের মুক্ত-ধারায় অনুপ্রাণিত হ'য়ে আরও অনেক নব-নব রূপের সৃষ্টি ক'রতে ব্যস্ত হ'ল।

মুক্ত-ধারায় ইউরোপ্

ফরাসী নাট্যকারেরা চরিত্র-নাটকের সব 'চক্রান্ত' দূর ক'রে দিয়ে তাদের গল্পে ও প্লটে 'সরলতা' সৃজন ক'রল; কিন্তু কথোপকথনে সম-পরিমিততার (Symmetrical-Diologue) কায়দাটাই না কি তাদের 'বাই' হ'য়ে দাঁড়াল।

ফরাসী

ষ্ট্রাইণ্ড্বার্গ

পর্টুগালের ষ্ট্রাইণ্ড্বার্গ এই কথোপকথনের সম-পরিমিততায় অপ্রাকৃতিকতার উচ্ছেদ ক'রে, তাঁর চরিত্র-গুলোকে আরও স্বাভাবিক করবার চেষ্টা ক'রল।

মেটারলিঙ্ক্

কিন্তু এই 'চরিত্র'-গুলোকেই একেবারে 'হাওয়া' ক'রে ছাড়ল মেটারলিঙ্ক্। 'ভাব'টাই তার কাছে সর্ব্বস্ব। আর সব উপেক্ষা ক'রে, সে সেই-ভাব ফুটিয়ে তুলতে গেল—শুধু সঙ্কেতে, শুধু প্রতীক্‌য়ে বা 'সিম্বলে' (Symbol); সত্যই মেটারলিঙ্ক্ ভাবের 'এক্‌স্‌ট্রিমিষ্ট্' (Extremist) পূজারী,—তাই সম্বন্ধে 'শিল্পী' অবনীন্দ্র-নাথের 'ভায়রা-ভাই', আর 'বক্র-করবী'-লেখকের বোধ-হয় নিকট আত্মীয়! সে যাই হ'ক্, সব-চেয়ে অল্প 'স্থানে'র (Space) মধ্যে ভাবের-উৎস নিবদ্ধ ক'রে রাখাটাই চিত্র-শিল্পের আকাঙ্খা। তাই প্রতীক্ বা সিম্বল্ চিত্র-শিল্পের একটা মস্ত বড় শক্তিশালী অবলম্বন। কিন্তু নাট্য-শিল্পের 'স্থান' (Space) ত' বেশ-কিছু প্রশস্ত। তাই তা'তেও এই প্রতীক্‌টাই যদি মুখ্য হ'য়ে দাঁড়ায়, তবে হয়ত' সেটা 'নাট্য-রূপ-সাহিত্য' হওয়া সম্ভব, কিন্তু 'সত্যিকারের নাটক' কখনই হয় না।

বার্ণাড্-শ'

সবার ওপরে টেক্কা-তুরুপ্ ক'রলে কিন্তু আইরিসের বার্ণাড্-শ',—শুধু তার বুদ্ধির প্রমাণে নয়, শুধু তার 'সোসিয়ালিসম্‌য়ের' (Socialism) জোরে নয়; তার নাটক-গুলো হাস্য-রসে পরিপূর্ণ ক'রে রাখার জন্যেও। তাই তার পাঠক আমোদ পায়, আনন্দও পায়।

সবার চেয়ে বেশী 'বিদ্রোহের চমক্' মারলে কিন্তু জার্ম্মাণীর হপ্‌ম্যান্। সে প্রমান ক'র্‌তে ব্যস্ত হ'ল, নাটকে কোন দ্বন্দ্ব, কোন চটক্, কোন আড়ম্বর, কোন কৃত্রিমতা ত' থাক্‌বেই না,—এমন কি, নাটক মার্জ্জিত করা দোষ,—নাটকের 'বিষয়' (theme) নির্ব্বাচন করা অনুচিত,—কারণ এ সব প্রকৃতি-বিরুদ্ধ—এ সবে নাটকের মধ্যে নাট্যকারের ব্যক্তিত্বের বিকাশ পায়। তাই ভাব, সমস্যা, বা বিষয়-নির্ব্বাচন একেবারে অনাদরে দূরে সরিয়ে হপ্‌ম্যান্ 'প্রাকৃতিকতা'র (Naturalism)

হপ্‌ম্যান

পূজায় আত্ম-নিয়োগ ক'র্‌ল,—সাধারণ জীবনের সরল দৃশ্য পর্যায় পর পর্যায় সে দেখাতে ব্যস্ত হ'ল। এই 'প্রাকৃতিক-পূজারী'র চিন্তা-ধারা চিক্‌মিকিয়ে উঠ্‌ল—"কই, মানুষের জন্ম ত' আর্টের মুখ-চায় না, মানুষের মৃত্যু ত' আর্টের তোয়াকা করে না,—তবে কি দুঃখে নাটক আর্ট-মুখাপেক্ষী হবে?"—সে যাই হ'ক্, ইব্‌সেনের কাছে ভাব বা সমস্যা ছিল মুখ্য, হপ্‌ম্যানের কাছে 'প্রাকৃতিকতা' হ'য়ে দাঁড়াল মুখ্য। ইব্‌সেন্ 'স্বাভাবিকতা' বেছে নিয়েছিল ভাব সমস্যা ফোটাবার সুবিধার জন্য, হপ্‌ম্যান্ 'প্রাকৃতিকতা' বরণ ক'রেছিল কারণ এইটেই তার মূর্ত্ত-শিল্প।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী,—তাই হপ্‌ম্যানের নাটক হ'ল বড় স্বাভাবিক, বড় 'আপন-কথা,' আর তার কথা গুলো নাকি জীবন্ত।

তবুও এই 'প্রাকৃতিক-পূজারী'কে ব'ল্‌তে ইচ্ছা করে—"ধীরে, রজনী ধীরে" !—নাট্য-পূজারী, তুমি কি জান-না, 'ম্যাডোনা'র মাতৃত্ব-ভাব বাদ দিলে প'ড়ে থাকে শুধু কালি-ঝুলির কসরৎ, 'তাজমহলে'র মোম্‌তাজ-ভাব ছেড়ে দিলে প'ড়ে থাকে শুধু সাহাজানের ইঁট-পাথর ?

সত্যই 'ফটো' আর 'পেন্‌টিংয়ে' আস্‌মান্—জমীন্ ফরাক্। বিশেষত আমরা ভারতবাসী, ভাবের উপাসক,—তাই জার্ম্মাণ লেখকের এই 'প্রাকৃতিক' বেয়াদপী বরদাস্ত ক'র্‌তে নিতান্তই নারাজ।

রঙ্গমঞ্চের উপেক্ষা

সে যাই হ'ক্, নব-যুগের এই 'মুক্ত' নাট্য-শিল্পীদের হাজার গুণের মধ্যে অনেকেরই একটা মস্ত-বড় দোষ এই ছিল যে, এরা রঙ্গমঞ্চ প্রায় উপেক্ষা ক'রে এদের প্রতিভার পথে এগিয়ে চ'ল্‌তে চেয়েছিল। ফলে দাঁড়াল রঙ্গমঞ্চ-টেক্‌নিকের অনাদর, ও নাটক-রূপী এক সাহিত্যের উদ্ভব। সত্যিই এই 'নাট্য-সাহিত্যে'র কয়েক-খানা জগত-সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন,—এই 'নাট্য-সাহিত্যিকে'র কয়েক-জন সকল দেশের গর্ব : তবুও একথা ধ্রুব সত্য যে রঙ্গমঞ্চ এদের দ্বারা সাহায্য পেয়েছে খুব কম। তাই এদের দ্বারা এদের স্বদেশের রঙ্গমঞ্চের উন্নতি একেবারে একটুও হ'য়েছে কি-না তা'ও ভেবে ব'লতে হয়।

রুশ্

এদের চেয়ে কিন্তু ঢের কম প্রতিভা নিয়ে, নব-জাগ্রত রুশিয়ার লেখকদল, একদিকে যেমন রুশ্-রঙ্গমঞ্চকে জগতের শীর্ষস্থান অধিকার ক'রতে অকাতরে সহায়তা ক'রেছে, অন্যদিকে তেমনি 'রুশ্-সাহিত্য'কে নব-নব রূপে পরিপুষ্ট করবার সাধ্যমত চেষ্টাও ক'রেছে।

সত্যিকারের নাটক

সত্য কথা ব'লতে কি, নাটকের উদ্ভব ও স্থিতি প্রথম 'বাচ্যাভিনয়ে'র উপাদান হিসাবে, তারপর সাহিত্যের সম্পদ হিসাবে।

সাহিত্যের পরিপুষ্টতার জন্য হাজার গঠন-প্রনালী; বর্ত্তমান, নাট্যাভিনয়ের পরিপুষ্টতার জন্য কিন্তু কেবল মাত্র নাটক ভিন্ন অন্য কোন উপাদান নেই। সুতরাং নাটককে শুধু নাট্য-রূপী সাহিত্যে রূপান্তরিত করবার প্রচেষ্টা নাট্যাভিনয়ের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট পরিপন্থী। তাই প্রত্যেক নটরাজ-ভক্তের এই সব রঙ্গমঞ্চ-উপেক্ষা-কারী নাট্য-সাহিত্যকে নেক্ নজরে দেখা উচিত কি-না ভাব্‌বার কথা।

সে যাই হ'ক্, সত্যিকারের নাটক একদিকে যেমন রস-সৃষ্টি ক'র্‌বে অন্যদিকে তেমনি অভিনয়ের উৎকর্ষ সাধনে সম্যক্ সাহায্য ক'রবে। শুধু 'রঙ্গমঞ্চ-চালু' কেতাব (Stage-Success) যেমন নাটক নয়, শুধু 'নাট্যরূপী-সাহিত্য'ও তেম্‌নি নাটক নয়।

টেক্‌নিক্ বা গঠন-প্রণালী

সুতরাং প্রকৃত নাটক সৃজনের গঠন-প্রণালীর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার অন্ততঃ দু'টী বিভিন্ন দিক দিয়ে—প্রথম—(১) রস, দ্বিতীয়—(২) অভিনয়।

ছোট খাট আরও অনেক গুণের মধ্যে এই দু'টো মুখ্য গুণের সমন্বয় থাকলে—তবে সত্যিকারের নাটকের সৃষ্টি হয়, আর সেই নাটকের স্রষ্টা সত্যিকারের নাট্যকারের সম্মান পায়। কিন্তু মুস্কিল কি জানিস, এই দুই মুখ্য গুণের প্রত্যেকটাতেই যদি কোন শিল্পী জন্মগত অধিকারী না-হয়, তবে তার পক্ষে নাটকের চরম পরিণতির পানে অগ্রসর হ'তে যাওয়া বিড়ম্বনা। কারণ, কি লেখক, কি অভিনেতা প্রত্যেকেই 'জন্মগত-অধিকারী' "(born)"। তাই ব'লে এই জন্মগত অধিকারীত্বের

সঙ্গে উৎকর্ষণার (Culture) সংযোগও না-হ'লে আজকের দিনে চরিত্রাকারের নাট্যকার হ'য়ে দাঁড়ান' দুষ্কর। সত্যই, বর্ত্তমান যুগের নাট্যকারকে হ'তে হবে 'born and made',—'born and not-made' নয়: তার অন্তরে পূর্ণ থাকা চাই জন্ম-গত নাট্য-উৎস, বাহিরে বিশ্ব-ব্যাপ্ত শিক্ষা।

সে যাই হ'ক্, প্রকৃত নাট্যকারের মধ্যে রস-সৃষ্টি গুণের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান থাকা চাই অভিনয়ের গুণ,—তা' সে গুণ ব্যক্ত বা অব্যক্ত যাই কেন হ'ক্ না। এই শেষোক্ত গুণের অভাবেই বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ কবি আমাদের রবীন্দ্রনাথও নাট্যকার হিসাবে খুব বড় নন।

এখন এই দুই গুণের মাপকাটীর বিচারে যে টেক্‌নিক্ বেশ সুন্দর ও সুবিধা-জনক প্রতিপন্ন হ'বে, সেই টেক্‌নিক্‌ই ভাল,—তা' হয় হ'ক্ সেটি সেক্‌স্‌পিয়ার-ইব্‌সেনের টেক্‌নিক্ কিম্বা একেবারে নূতন অন্য কিছু। আসল কথা কি জানিস্, নাট্যকার যে রস সৃষ্টি ক'রতে চায়, তার লক্ষ্য থাকা উচিত, তার নিজের ব্যবহৃত বা পরিকল্পিত টেক্‌নিকের মধ্যে সেই রস-সৃষ্টির সুবর্ণ সুযোগ আছে কি-না; আর সঙ্গে-সঙ্গে সেই টেক্‌নিকে অভিনেতৃবর্গ সেই রস-সৃষ্টি ক'র্‌তে সুযোগ পায় কি-না।

এখন দেশ-কাল-পাত্র ভেদে, বিজ্ঞান ও ভাষার উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে অভিনয়ের টেক্‌নিকের পরিবর্ত্তন হওয়াই স্বাভাবিক ও সমীচিন। তাই সঙ্গে-সঙ্গে নাটকের টেক্‌নিকেরও পরিবর্ত্তন হওয়াটাই যুক্তি। সুতরাং কালিদাস—ভবভূতি—সেক্‌স্‌পিয়ার—ইব্‌সেন কিম্বা বর্ত্তমান বার্ণাড্-শ' বা রুসের নাটকের টেক্‌নিকে একেবারে নিজেকে পর্য্যবসিত ক'রে রাখাটা কোন নবীন নাট্য-স্রষ্টার গৌরব বা আকাঙ্খার বস্তু হওয়া উচিত ত' নয়ই, বরং দাসত্ব-রূপী মনের পরিচায়ক হওয়াই সম্ভাবনা।

শিক্ষার-দাসত্ব (Cultural Slavery)

এত সোজা কথাগুলো বার্-বার্ কেন ব'লছি?—এই তুই আমায় শুধালি!

ওরে দেখ্, রাজনৈতিক দাসত্বের (Political Slavery) মুক্তির জন্ম তোরা অনেকেই প্রাণ উৎসর্গ ক'রে অনেক-কিছু কাজের-কাজ ক'রেছিস্; কিন্তু জানিস্ কি, শিক্ষার দাসত্ব (Cultural Slavery) সারা বাংলা জুড়ে কত অঘটনই-না ঘটাচ্ছে:—জানি না কবে কোন্ শুভক্ষণে কে-যে তার প্রাণ উৎসর্গ ক'রে এই শিক্ষার দাসত্বের 'মুক্তির' পথ প্রশস্ত ক'রে রাজনৈতিক দাসত্বের মুক্তি পূর্ণ-অর্জন করবার সহায়তা ক'রবে!

দুঃখের কথা বলি শোন্,—আজকের দিনেও আমাদের রঙ্গমঞ্চ পুরোমাত্রায় সেক্‌স্‌পিয়ার-কালিদাসের পুণ্য নামের শ্রাদ্ধ-অপমান 'সুসম্পন্ন' ক'রেই বেশ সুখ অনুভব ক'রে, কলেজের কর্তারা ত' শুধু সেক্‌স্‌পিয়ারের চমৎকারিত্ব দেখানই নাট্য-শিক্ষার-চরমতা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছে ব'সে আছেন; বিধাতার হাত ফ'স্‌কে যাও-বা দু'-চারটে পাঠক বা লেখক নবীনতার নেশায় (?) ক্ষণেকের জন্য ভরপুর হ'য়ে ওঠেন, তারাও আবার চেয়ে বসেন, হয় শ'—ইব্‌সেন্ টেক্‌নিক্, নয় ত' একেবারে রুসিয়ার টেক্‌নিক্। কাউকে কিন্তু কখনও নিমেষের জন্য ব'লতে শুনিনি—"আর আর দেশের নাটক 'এতটা' এগিয়েছে,—আমরা আমাদের নাটকে চাই, এ নূতনত্বের চেয়ে আরও নূতন ভাব, আরও নূতন রূপ"!

নাটকের অভাব

সে-কথা সত্য ভাই, দুঃখের কথা হ'লেও আমি মান্‌তে বাধ্য যে আমাদের ভাল নাটক খুব কম। নাটকের এই অভাবের কারণও অনেক ঃ তার মধ্যে প্রধান দুইটী—(১) আমাদের রঙ্গমঞ্চ (২) রঙ্গমঞ্চকে-উপেক্ষা।

রঙ্গমঞ্চ

সত্যই গিরীশের যুগের পর হ'তে আজ পর্য্যন্ত আমাদের রঙ্গমঞ্চ নবীন নাট্যকারদের শুধু সাধ্য-মত অনাদর ক'রে ক্ষান্ত হয়-নি, আবার মাঝে মাঝে ক্ষমতা প্রাপ্ত রঙ্গমঞ্চ-লেখক-দল (Play-wrights, এই সব নবীন নাট্যকারদের প্রতিভার উন্মেষের পরিচায়ক স্থানগুলি, 'না-ব'লে-নিয়ে' তাদের প্রতিভাকে "মুকুলে-ঝরিয়ে" দিয়েছিল। রঙ্গমঞ্চ-ইতিহাসের এই অধ্যায়ে কত নবীন লেখকের অশ্রুরাশির ও দীর্ঘনিশ্বাসের অজানা ইতিহাস যে মিশিয়ে আছে—তার ইয়ত্তা কে রাখে? —তাই বুঝি নাটকের এই দুর্দ্দশা!

সে-দিন,—এই বছর কয়েক আগে,—এক "শিক্ষিত-সম্প্রদায়" রঙ্গমঞ্চের উন্নতির জন্য নবীন নেশায় ভরপুর হ'য়ে নটরাজের নৈবেদ্য সাজিয়ে নিজেদের বিলিয়ে দিতে ব্যস্ত হ'য়েছিল;—তখন সবাই কত-না রঙিন আশা নিয়ে তাদের পানে তাকিয়েছিল। সত্যই তাদের কারও বিদ্যা ছিল, কারও বুদ্ধি ছিল, কারও ক্ষমতা ছিল, কারও রূপও ছিল। উন্নতিও যে তারা কিছু করেনি—এমন নয়। তবু তারা কাজের-কাজ ক'রেছে খুব কম। তার প্রথম কারণ তাদের অনেকেরই মধ্যে

"ব্যক্তিত্ব-বিকাশের" উন্মাদনা এসে প্রতিপত্তি ক'রেছিল। এই "ব্যক্তিত্ব-বিকাশের উন্মাদনার" বশেই তারা ভুলে ব'সেছিল যে অভিনয় "সঙ্ঘ-সাধনা" (team-work),—নাটকেরও চরম উদ্দেশ্যের সাফল্য এই "সঙ্ঘ-সাধনাতে"ই। আচ্ছা এখন বল্‌ত' ভাই, সেদিন যখন বর্ত্তমান বাংলার শ্রেষ্ঠ-নট শিশির কুমার, নবীনতার নামে ও ধাপ্পাবাজীতে, নটগুরু গিরিশচন্দ্রের বুকে "চাকু"-চালিয়ে তাঁর 'জনা'র "বিশ্বাসী" 'বিদূষক'কে প্রায় "নাস্তিক" প্রতিপন্ন ক'রে ছেড়ে ছিলেন, সেদিন গিরিশ স্বর্গে ব'সেও সজল চোখে ব্যথিত মুখে দীর্ঘ

শিশির ঘোষ

নিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে কেঁদে উঠেছিলেন কিনা—"উঃ—"! সত্যি কথা ব'লতে কি ভাই, শিশিরের সবার বড় দোষ নবীনতার নাম নিয়ে এই "চাকু-চালানো"। নূতন নাটকের সৃষ্টির সাহায্য ত' তিনি এতটুকুও করেন নি, বরং পুরাতনের ওপর এই "চাকু-চালিয়ে" বেশ অমর্য্যাদাই ক'রেছেন। আরে তাও কি কখনও হয়,—লেখায় সৃষ্টি করার ক্ষমতা যার নেই, সে কি শুধু পুরাতনের ওপর "চাকু-চালিয়ে" নবীনতার সৃষ্টি ক'রতে পারে? নব-যুগের রঙ্গমঞ্চের উপযোগী টেক্‌নিকের সৃষ্টি ক'রতে হ'লে তাকে অভিনেতা হ'তে হবে—লেখকও হ'তে হবে। নতুবা পুরাতনের ওপর "কলম চালাতে" যাওয়া শুধু বিড়ম্বনা। সে যাই হ'ক্‌, দুঃখ এই যে এই নবীন সম্প্রদায় বেশ শিক্ষিত হ'য়েও পুরাতন নাটকের যথেষ্ট অমর্য্যদা ক'রেছেন ও নতুন নাটকের সম্যক্‌ আদর করেন নি। সত্যি কথা ব'লতে কি, গিরিশের পর এল 'গাঁজার-যুগ'! তারপর এল 'মদের-যুগ':—এই হ'চ্চে রঙ্গমঞ্চের দুঃখের ছোট্ট ইতিহাস।

উপন্যাসী নাটক

দেখ, পূজারীকে যখন পূজার ঠাট্ বজায় রাখতে হয়, অথচ পূজায় তার মন-প্রাণ লেগে থাকে না, তখন তাকে পূজা ক'রতে হয়, দেবতার স্থানে, হয় উপদেবতা, না-হয় প্রাণ-হীন কোন পাথর। আমাদের 'শিক্ষিত' নটরাজ পূজারীদেরও হ'য়ে দাড়ায় ঠিক সেই অবস্থা। 'পেট-কা-ওয়াস্তে' হ'ক্ বা অন্য কোন কারণেই হ'ক্, তাদের অভিনয়ের ঠাট্টা ঠিক বজায় রাখতে হ'ল,— অথচ তারা নূতন-নাটক-সৃষ্টিতে যথেষ্ট অনাদর ও ঔদাসিন্য দেখায় : কাজে কাজেই 'উপদেবতা' এসে জুটল,—উপন্যাসকে রূপান্তরিত ক'রে অভিনয়ের ঠাট্ বজায় রাখতে হ'ল। অর্থাৎ এই 'শিক্ষিত' অভিনেতারাও, 'আত্ম-বিশ্বাস' হারিয়ে নটরাজের অপমান ক'রে, নিজেদের অন্নের সংস্থান ক'রতে লাগ্‌ল এই-সব ঔপন্যাসিকের "নাম" বিক্রয় ক'রে। এই সব উপন্যাস-উপদেবতায় এত নজর প'ড়লে নট-দেবেরও দুর্ভিক্ষে-অনাদরে কাহিল হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং উপন্যাস—উপদেবতার সেবা যে কোন নটরাজ-পূজারীর লজ্জার বিষয়,—তার প্রধান কারণ, এই প্রথা উপযুক্ত নাটক-উদ্ভবের পক্ষে প্রকৃষ্ট অন্তরায়। এমনি ধারা রূপান্তরিত উপন্যাসের অভিনয় যতই কৃতকার্য্য হবে, সত্যিকারের নাটক উদ্ভবের পথ ততই দুর্গম হ'য়ে দাঁড়াবে। সত্যিই দুঃখের কথা, এই অন্তরায়ের পোষক বাংলার 'শিক্ষিত' নট-সঙ্ঘ,—কিন্তু কান্নার কথা এই অন্তরায়ের সহায়ক বাংলার 'শিল্পী' ঔপন্যাসিক-সঙ্ঘও। অন্তত শিল্পী 'প্রবরের' এ ধারনা থাকা উচিৎ যে

উপন্যাসের উদ্দেশ্য বা ধারা এক, নাটকের একেবারে স্বতন্ত্র। সুতরাং ভাল উপন্যাস ভাল নাটক না হওয়াটাই যুক্তি; সুতরাং উপন্যাসকে রূপান্তরিত ক'রে নাটক সৃষ্টি ক'রতে যাওয়ার প্রথাটাই নাটকের উন্নতির পক্ষে অন্তরায়। এ সব জেনেও, শরৎ "শিল্পী" হ'য়েও, স্বেচ্ছায়,—শুধু 'ম্যামন্ (Mammon) সাহেব'র অনুরোধে,—নাট্য-শিল্পের অবনতির জন্য তাঁর নাম এগিয়ে দেওয়াটাকেই আমি অ-শিল্পীর কাজ মনে ক'রি ও দুঃখ পাই। এর চেয়ে শরৎ যদি তাঁর সাধ্য মত একটা নাটক রচনা ক'রে নটরাজের নৈবেদ্য সাজাতে ব'সে অকৃত-কার্য্য হ'তেন,—তবুও শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক 'শরৎচন্দ্র' শিল্পীর অভাব ভাববার মত দুর্ভাগ্য আমার একেবারেই হ'ত না।

শরৎচন্দ্র

রঙ্গমঞ্চকে উপেক্ষা

আর একদিকে চেয়ে দেখ,—ঐ বিশ্বের কবি বাংলার 'রবি', নটরাজের কিন্তু হাসি-কান্নার "রাম-পদ্ম"!

সাধারণের একটা স্বভাব এই যে তারা কারোর মধ্যে একটা গুণের চরমতা দেখলে, ভুল ক'রে অন্য অনেক গুণ তাঁর মধ্যে আরোপ ক'রে কেমন একটা আমোদ পায়। মিষ্টিক-কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের স্থান কেবল মাত্র বৈষ্ণব-সুফী-দের ঠিক পাশে, কিন্তু তা' ব'লে নাট্যকা'র তিনি নন,—নাটকের টেক্‌নিক্, নাটকের ভাষা, নাটকের ঘটনা-সৃষ্টি—তাঁর মধ্যে বিকাশ পেয়েছে খুব কম। 'রক্ত-করবী'র মত দুই-একখানা সাহিত্যের সম্পদ, তবু নাটক তারা কখনই নয়। রঙ্গমঞ্চ টেক্‌নিক্‌কে এত উপেক্ষা এত অনাদর ক'রলে সত্যিকারের নাটক কখনও সৃষ্ট হয় না।

রবীন্দ্রনাথ

—আরে না-না, আমাদের বর্তমান রঙ্গমঞ্চ' প্রচলিত' টেক্‌নিকের অনাদরের কথা আমি বলি নি। আরে সে ত' বুড়ী 'এলিজাবেত্-বিবি'র জার্ণা 'কাঁতার' টেক্‌নিক্। আহা,—একদিন বুড়ী বিবি-জানের ছিল একেবারে রূপ-কথার রূপ, 'তাঁর কাঁতার' ছিল রোমান্স্—এ সব 'কথামৃত' শুনে না-হয় বিরহের খানিকটা সময় কাটান সহজ, তা'ব'লে মিলনের রাতেও,—আরে ছি-ছি, সবাই তা' হ'লে ঐ বুড়ী-প্রেম-মুগ্ধ-কারীদের যৌবনে যে সন্ধিহান হবে! সত্যই যে-কোন ভদ্রলোকেরই আজকের দিনে তা' বরদাস্ত না-করাটাই রুচীর পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ রঙ্গমঞ্চের টেক্‌নিক্‌কে উপেক্ষা ক'রেছেন, অর্থাৎ তাঁর টেক্‌নিকে অভিনয় হ'লে অভিনয়ে 'ষ্টেজ্ এফেক্ট্' (Stage-effect) ভাল হয় না। তাই তাঁর 'চিরকুমার সভা' বা 'শেষরক্ষা'কেও রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করাবার জন্য আবার রঙ্গমঞ্চের টেক্‌নিকের সাহায্য নিতে হয়।

কথাটা জানিস কি, প্রতিভা ও কল্পনা রবীন্দ্রনাথকে ভুলিয়ে দেয় বাস্তবতা। কবিতার পক্ষে এটা একটা গুণ, উপন্যাসের পক্ষে এটা তত' দোষের নয়, কিন্তু নাটকে এটা অচল। এই বাস্তবতা নাটকের একটা প্রধান অঙ্গ। নাট্য-জগতে সবাইকে হ'তে হ'বে 'কন্‌সাচ্-আর্টিষ্ট্' (Conscious Artist): কল্পনা ও বাস্তবতা হবে তাদের সমান আদরের চিজ্।

এখন আমাদের দেশে একদল রবীন্দ্র-ভক্ত আছে—যারা আমাদের বর্তমান রঙ্গমঞ্চকে ঘৃণা করে, সঙ্গে সঙ্গে আবার রবীন্দ্রনাথের এই সব নাট্য-রূপী রচনা অভিনয়ের জন্য চীৎকার বা ব্যর্থ-চেষ্টা ক'রে এমন 'নাক-উঁচু' ভাব দেখায় যেন নাট্য-কলা একমাত্র তাদেরই 'পেটেণ্ট্' (patent)। অবশ্য এরা 'শিল্প-পুচ্ছ-ধারী'-সাধারণ,—'ম্যাসের' (mass) সঙ্গে তফাৎ,—এরা 'ষ্টাইলের' (style) দাস'!

রবীন্দ্র-ভক্ত

শ্রী-হীন কৃষ্ণ নাটক

শ্রী-হীন কৃষ্ণ যে 'চরিত্র-নাটক' নয়— তার প্রমাণ আমি বারবার দিয়েছি। প্রথম দৃশ্যেই নবীন কোন্ ক'র্‌ছে 'বিষ্ণুলোক', আবার শেষদৃশ্যে সময় বা স্থান একেবারে উপেক্ষা ক'রে আমি আমার গন্তব্য-পথে চলেছি। সুতরাং 'চরিত্র-নাটকের সমালোচনা-মাপ্‌কাঠি দিয়ে যদি কেউ শ্রী-হীন কৃষ্ণ ওজন ক'রতে আসে—তোরা দেখিস্ ভাই, তার মাথায় যেন থাকে গাধার টুপী'!

হাস্য-রস

শ্রী-হীন কৃষ্ণ 'হাস্যরসে' পূর্ণ,—শুধু হাসির হাসিতে নয়! এর ভাষায় হাসি,—ভাবে কিন্তু 'অশ্রু-মাখা 'আনন্দ'।

সভাই, আমোদ-আহ্লাদের মধ্য দিয়ে শ্রী-হীন কৃষ্ণ সবার মধ্যে জাগিয়ে দিতে চায়, তার অন্ত-প্রবাহিত একটা 'মুখ্য-সমস্যা' (Central Problem), আরও আনুসঙ্গিক ছোট-বড় অনেকগুলো 'সমস্যা'।

এখন হাসির-রাশির ভাষার মাঝে "পাঠক" বা "দর্শক" চ'মকে উঠে, সেই অশ্রু-মেশানো ভাব ভাব্‌তে-ভাব্‌তে, আপন-ভোলা হ'য়ে উঠ্‌বে,—সেইত' আমার সার্থকতা!

আমার মুখ্য 'সমস্যা'টী সবারই সঙ্গোপনের সুখ স্বদেশ-প্রীতি। স্বদেশ-প্রীতিতে আনন্দ পায় না এমন "মানুষ" আজ্‌কে কে আছে রে?

তাই বলি, শ্রী-হীন কৃষ্ণের ভাবে আনন্দ, ভাষায় আমোদ!

ঘটনা-সৃষ্টি

'রস-সৃষ্টি' করা,—ভাবকে সুন্দর ক'রে "ভাষা"র, "ঘটনা"র ও "চরিত্রে"র মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলাই নাটাকারের আকাঙ্খা। আগেকার যুগে "চরিত্র"-সৃষ্টি করাই ছিল নাটাকারের প্রধান অবলম্বন, বর্ত্তমান যুগে কিন্তু "ঘটনা"-সৃষ্টি পাঠক ও লেখকের কাছে অধিক আদরণীয়। তার কারণ আমি পূর্ব্বেই ব'লেছি। সত্যই, ভাব সুন্দর ক'রে ফুটিয়ে তোলা যখন নাটাকারের উদ্দেশ্য, আর "ঘটনা"-সৃষ্টির দ্বারা সেই উদ্দেশ্য, অল্প সময় ও স্থানের মধ্যে সাধিত হয়, তখন বর্ত্তমান যুগেও "চরিত্র"-সৃষ্টির জন্য অনেক অযথা বিষয়ের অবতারণা, আধুনিক নাটাকারের কাছে সমীচিন ব'লে মনে হয় না।

চরিত্র

সে যাই হ'ক্, 'ঘটনা-সৃষ্টি'র মধ্যেও 'চরিত্রে'র দরকার,—মুখ্য ভাবে নয়, গৌণ ভাবে। শ্রী-হীন কৃষ্ণে ছয়টি অপেক্ষাকৃত বড় "চরিত্র" বর্ত্তমান,—কৃষ্ণ নন্দন, সাধনা, চঞ্চল, বিদ্যু ও জীবন। সবাই দেশ-ভক্ত, অথচ সবারই দেশ-ভক্তির ধারা ঠিক এক নয়; ওর ছটা যেন একটা রাগের ছ'টা রাগিনী।

নাম-কল্পনা

এই সব 'চরিত্রের' নাম-কল্পনের দিকেও একটু লক্ষ্য ক'রে দেখ,—বুঝবি এদেরও ভেতরে-ভেতরে একটা 'মানে' আছে।

তা' ব'লে তারা শুধু আদর্শবাদী 'চরিত্রবান' নয়। নবীন নবীনতা চায় সত্য, তা'ব'লে পুরাতনের ভালতে তার একেবারেই কুসংস্কার (prejudice) নেই। সাধনা ঐ নাম নিয়েছে ব'লে, হিমালয়ের কোন শিখর-দেশে, আসন-গেড়ে ব'সে, চক্ষু বুঁজে ঊর্দ্ধ বাহুতে, শুধু বিড়্-বিড়্ ক'রে মন্তর আউড়ে যায় না। প্রথম কথা এরা মানুষ,—তবে নামের গুণ-গুলো এদের মধ্যে বেশী—এই পর্য্যন্ত।

কৃষ্ণ ও "শ্রী"

কৃষ্ণ নাকি স্বয়ং খৃষ্ট, কিম্বা উভয়ের সম্বন্ধ "চোরে-চোরে"—এসব নিয়ে "লাঠা-লাঠী" ক'রুকগে যত সব প্রত্নতাত্ত্বিকের দল। আমাদের কাছে,—কৃষ্ণ নামে রক্ত-মাংসের কোন কিছুর আবির্ভাব কখনও কিছু হ'য়ে থাকে ভালই : আর যদি না-হ'য়েও থাকে, কৃষ্ণ যদি শুধু কল্পনা ও বিচার-বুদ্ধির চরমতা হয়—তা'তেও ত' দুঃখ কর্‌বার কিছুই নেই।

সাদা কথায় আমরা বুঝি কর্ম্মীর ভাবই কৃষ্ণ। এই ভাব হয় হাজার রকমের। তাই কৃষ্ণও হাজার রূপের।

এই রূপের অনৈক্যই কৃষ্ণের "মার্কামারা"-পূজারী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কেও অন্তত চারটি বড় দলে ও অনেক ছোট-খাট দলে বিভক্ত ক'রে রেখেছে ; তা'ছাড়া আবার হিন্দু, দার্শনিক, সবাই ত' আছেই।

আর সব ভাবকে তেমন আমল না-দিয়ে বাংলার বৈষ্ণব-বাবাজীরা কৃষ্ণের "মাধুর্য্যে" মগ্ন হ'য়েছিল। "শ্রী" টাইটেলে কৃষ্ণকে তারা ভ'রে রাখ্‌ল। ফল হ'ল কিন্তু বড় দুঃখের,—কৃষ্ণ-ভক্ত হ'য়েও হাজার হাজার বাঙ্গালীর কর্ম্মের নেশা নষ্ট হ'ল, তারা হ'তে চাইল "নারী-মনা", তারা চেয়ে ব'স্‌ল শুধু "মিলন"।

এই কর্ম্ম-হীন কৃষ্ণ বঙ্কিম-দ্বিজেন্দ্রের বাংলার কারণ হ'ল, "ছন্নছাড়া"(?) দলের উপেক্ষার মূল হ'ল। তাই আধুনিক যুগের বাংলায় অ-বৈষ্ণব কর্ম্মীদল "গীতার" কৃষ্ণের আবার উদ্বোধন ক'রে আনন্দ পেলো।

আমার কৃষ্ণ শুধু কর্ম্মীর ভাব নয়, সে নিজেও কর্ম্মী, আর সঙ্গে-সঙ্গে সে সব কর্ম্মীর 'সখা'; সব নিষ্কর্ম্মার মধ্যে কর্ম্মীর ভাব জাগিয়ে তুলে সে সবাইকে সখা ক'রে নেবার জন্য ব্যস্ত।

বর্ত্তমান বাংলায় কর্ম্মীর মাপ-কাঠী তার দেশ-ভক্তি, তাই আমার কৃষ্ণ নিজেও দেশ-ভক্ত। সে শুধু মুখে দেশ ভক্তির 'দর্শন' আউড়ে সুখী হয় না, সে নিজেকে সব রকমে তৈরী ক'রে রেখেছে, দরকারের সময় দেশের কাজে একেবারে কায়মনোবাক্যে ভাবে উৎসর্গ করবার জন্য।

কৃষ্ণের বেশ

আমার কৃষ্ণ কর্ম্মঠ,—সে সৈনিক। তাই ব'লে সে 'পৌরাণিক যুগের' সৈনিকের সাজ-সজ্জা ভালবাসে না। সে যে সত্যিকারের দেশ-ভক্ত,—দেশ-ভক্তির নামের অন্ধতায় পুরাতন-ভক্তির প্রশ্রয় তার মধ্যে স্থান পায় না। সে জানে এ কোন্ যুগ,—সে জানে এ যুগের সৈনিকের কোন্ বেশে কাজ করা সুবিধা। সে পুরাতনে শুধু প'চ্‌তে চায় না; নবীনতার উপকারিতার সন্ধান পেলে, সে তা' মাথায় বরণ ক'রে নেয়। তাই, কি ভাবে, কি বেশে, আমার কৃষ্ণ পুরাতন থেকে উদ্ভূত হ'লেও, ঠিক পৌরাণিক নয়।

কৃষ্ণের বেশের রং

ওঃ, রংয়ের কথা,—তার সার্ট-প্যান্টের রং 'খাকী' না-হ'য়ে 'সবুজ' হ'ল কেন?—আর সব ছেড়ে তার একটা কারণ ব'লি শোন্ঃ—

'খাকী'-রংটা কেন সৈনিকদের জন্য মনোনীত হ'য়েছিল জানিস্?—'খাকী' হ'চ্ছে পাশ্চাত্যের ঘাসের রং; সুতরাং মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে প'ড়লে ঘাসের রংয়ে ও সৈনিকের সাজের রংয়ে কোন প্রভেদ থাকে না,—তাই শত্রুর চোখ এড়িয়ে কাজ ক'রতে সুবিধা হয়। বাংলার ঘাসের রং কিন্তু সবুজ। তাই সৈনিকের সাজও সবুজ হওয়া উচিত। সত্যই যে প্রিন্সিপ্‌লে (Principle) পাশ্চাত্য সৈনিকের মধ্যে ঘাসের রং প্রচলিত, সেই প্রিন্সিপ্‌লেই (Principle) আমি কৃষ্ণের বেশ 'সবুজ' ক'রেছি।

শ্রী-হীনত্ব

এখন 'মাধুর্য্য'-পিয়াসী 'বৈষ্ণব-ভাব'-প্রভাবান্বিত বাংলার অকর্ম্মীর দল কৃষ্ণের প্রথম দর্শনে তাকে মানতে নারাজ হ'য়ে ব'লে উঠ্‌ল—"তুমি শ্রী-হীন"। কিন্তু বল্‌ত' ভাই; এ 'শ্রী-হীনত্ব' কৃষ্ণে,—না—এ 'শ্রী-হীনত্ব' তাদের 'মনে'? হ্যাঁ তুইত' সে-কথা ব'লবি, নিজে শ্রী-হীন কি-না। যাক্, তাদের মনের ভুল যখন কাটল, তারাও হ'ল কর্ম্মী কৃষ্ণের অনুগামী সখা।

চঞ্চল ও নর্ত্তকী

দোষে-গুণে চঞ্চল বাংলার যুবক। দোষ হয়ত' তার গুরুতর, তবু তার মস্ত বড় একটা গুণ এই যে সে সত্যিকারের দেশ-ভক্ত,—সে 'সর্দ্দার'কে স্বরেই চিনে ফেলে, সে বাংলার হাতছানিতে নিমেষে সব-ফেলে ছুটে যায়।

ওপরে-ওপরে 'নর্ত্তকী' চঞ্চলের প্রিয়। কিন্তু নর্ত্তকী কে?—চঞ্চলই ত' নিজেই ব'লছে নর্ত্তকীর নাম 'মনা' : তবে 'নর্ত্তকী' কি চঞ্চলের 'মন'?—বাংলার যুবকের 'মন'-'প্রাণ'?

'বিদেশী'-দল সময় বুঝে দুর্ব্বলতা দেখে সেই যৌবন-মনকে কাম-কলায় ডুবিয়ে রাখতে চায়,—অকর্ম্মণ্য ক'রে দাবিয়ে রাখতে চায়। যৌবন কিন্তু আজ বদ্ধ ক'রছে, 'বিদেশী'র সব অনাসৃষ্টি প্রভাব এড়িয়ে তার মনকে তাজা ক'রে তুলে দেশের কাজে নিয়োগ ক'রতে। দুর্ব্বলতা তাকে বার্ বার্ বাধা দেয়। তবু শেষ পর্য্যন্ত সে 'লাস্যের' মায়া কাটিয়ে 'তাণ্ডবে' এগিয়ে চলে।

অন্তর

এখন একটু চিন্তা ক'রলে অনেক রকমেই স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে নাটক-লেখকের উদ্দেশ্য—বাইরের সব কিছুরই নীচে আর একটা অন্তর্নিহিত ভাব সঙ্গোপনে প্রবাহিত করানো। তাই ব'লে প্রত্যেক কথায় প্রত্যেক ইঙ্গিতে, সেই ভাবের সঙ্কেত বজায় রাখাটা আমি 'টেক্‌নিকের দাসত্ব' মনে ক'রি,—তাই তার চেষ্টাও ক'রিনি। আমার সেই অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে বাহ্যিক ভাষা প্রভৃতি সম্বন্ধ হ'চ্ছে, ঠিক যেন একটা প্রশস্ত প্রবাহিণী ও তার আশ্‌-পাশ্‌ দিয়ে এগিয়ে-যাওয়া একটা উপভোগ্য পথ :—মাঝে-মাঝে বন-জঙ্গলে প্রবাহিণী যখন একটু অন্তরালে পড়ে, সেই সব প্রকৃতির দৃশ্যও উপভোগ করার মাঝেও পরিব্রাজকের 'অনুভূতি'তে বর্ত্তমান থাকে সেই প্রবাহিণী।

অতুলনীয় শ্রী-হীন কৃষ্ণ

তাহ'লে এখন বুঝ্‌তেই ত' পারছিস্‌, যে, শ্রী-হীন কৃষ্ণের রূপে-গন্ধে ভ'রে, আছে সেই স্বদেশ-প্রীতির অনন্ত প্রবাহিনীর অফুরন্ত সেরা ভাব: আর সেই বাংলার প্রাণের ভাব আমোদ-আহ্লাদের ভাষা, ঘটনা, ও চরিত্রের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ অভিনয় উপযোগী হ'য়ে নাটকের নাম সার্থক ক'রছে,—তাই শ্রী-হীন কৃষ্ণ এত চমৎকার,—এর তুলনা নেই, বাংলা ভাষার আর কোথাও না।

অনুৎসর্গ ও উৎসর্গ

আরে-আরে ক'রিস কি!—দোহাই ভাই, ক্ষ্যামা দে' এমন টানা-টানী ক'রিস্‌ নি! একে ত' তোর সবার সেরা আধ্যাত্মিক শক্তি, তার সঙ্গে মিলেছে আবার স্বর্গীয় শক্তি,—এই 'ডবল' শক্তির সঙ্গে, আমি কি ছাই যুজে উঠ্‌তে পারি!

শ্রী-হীন কৃষ্ণ তুই চাস,—বেশ ত'!—

—কিন্তু ভাই, সেটী আমি হ'তে দিচ্ছি না। তুই তোর স্বর্গীয় সোফায় শুয়ে আরামে শ্রী-হীন কৃষ্ণ উপভোগ ক'র্‌বি, আর আমরা এখানে বসে-বসে শুধু 'হায়'-ই শুন্‌ব—সেটী হ'চ্ছে না, বন্ধু!

তার চেয়ে শ্রী-হীন কৃষ্ণ তুলে দিলাম সেই সব কর্ম্মীদের হাতে, যারা তোর-আমার সবারই সেরা "আনন্দ"কে এগিয়ে আনবার জন্য মন-প্রাণের ডালি দিয়ে অক্লান্ত 'পূজার'-কাজ ক'রছে। যদি ইচ্ছে হয়,-- আয় আবার ফিরে আয়, স্বর্গ ছেড়ে ফিরে আয় আবার আমাদের এই বাংলায়, --আবার এখানে এসে কাজ ক'রে ভুগে-ম'রে আনন্দ পা, —আবার অবসর সময়ে আমার শ্রী-হীন কৃষ্ণ হাতে তুলে নে'—

জন্মাষ্টমী, ১৩২৯ }
নাগরাকুপুর }

তোদের
ভাই

অভিনয়

শ্রী-গান কৃষ্ণ সম্পূর্ণ অভিনয় উপযোগী।

জানি, এখনকার থিয়েটার-ওয়ালারা প্রায় 'চরিত্র-নাটক' অভিনয় ক'রতেই পটু। তার 'ভোগান্তিও' তারা পাচ্ছে হাতে-হাতে। তবু

ম্যাসের দোহাই

তাদের স্বভাব যায় না জীবন্তে ম'লেও। তারা সব সময় নিজের মূর্খতা ঢাকতে চায় 'ম্যাসের' (Mass) বা জন-সাধারণের দোহাইতে।

আমার কিন্তু ধারণা, সব দেশেরই 'ম্যাস্' (Mass) প্রায় সমান :—কোথাও তারা ফ্যাক্টারীতে (factory) হাতুড়ী-পিটে আসে, কোথাও

ম্যাস্

বা আপিসে কলম-পিসে আসে ;—কেউ 'বাপের' নাম ব'লতে 'মামার' নাম ব'লে ফেলে, কেউ-বা আবার 'দাদা' ব'লতে 'শালা' ব'লে ফেলে। সত্যি কথা ব'লতে কি, সব দেশে সব যুগে আর্ট প্রথম উপভোগ করে মাত্র জন-কয়েক রসজ্ঞ। 'ম্যাস' তাদের মুখ চেয়ে থাকে।—তাদের চোখ-ইসারায় 'হাঁ'-কি-'না' ব'লে খালাস পায়—এই মাত্র।

আর্টিষ্ট্

সুতরাং যে আর্টিষ্ট্ হ'বে, সে আর্টের চর্চ্চা ক'রবেই যাবে—তা' কালি-কলমে হ'ক্ বা অভিনয়ে হ'ক্। সে কখনও 'ম্যাসের' দোহাই দিয়ে চোখ ঠারবে না।

তবে এ-কথা সত্য, যে সেই আর্টে যদি এমন একটা 'ভাব' থাকে যার ঝঙ্কার 'ম্যাসের' ও প্রাণের 'তারে' স্পন্দন তোলে, তা'হ'লে রঙ্গমঞ্চের চোখ-ইসারায় প্রাণ খুলে সেই আর্টে ম্যাস্ সায় দেয়। শ্রী-হীন কৃষ্ণে মজুত্ আছে দেশ-ভক্তির ঝঙ্কার। আজ বাংলায় এমন কোন্ ম্যাস্ আছে যার প্রাণে দেশ-ভক্তির ঝঙ্কার স্পন্দন তোলে না?

আর্ট ও ম্যাস

তাই আমার বিশ্বাস শ্রী-হীন কৃষ্ণের অভিনয়ে কার্যকারীতা অনিবার্য। তবে অনেক কারণে আস্‌ছে-বারের 'নবাগত' সত্যিকারের আর্টিষ্ট্-দলের দ্বারা এ নাটকের অভিনয় বাঞ্ছনীয়। সত্যিকারের 'শিল্পী' হ'তে হ'লে, এই 'নবাগত'-দের অনেক গুণ নিয়ে আস্‌তে হবে। নিম্নে আমি 'বিশেষ' কয়েকটা মাত্র উল্লেখ ক'র্‌লাম :—

অভিনেতার গুণ

(১) প্রথমেই ব'লে রাখি অভিনয় সঙ্ঘ-সাধনা (Team-Work) : ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি অভিনয়ের অন্তরায়ক। সুতরাং কোন অভিনেতা, অভিনয়ের সময়ে, তার হাব্-ভাব্ চাল্-চলন্ কথা-বার্ত্তা প্রভৃতি, এমন কোন নূতন রকমে দেখাতে চেষ্টা ক'র্‌বে না, যা' সে 'রিহার্সালে' সকলের সঙ্গে অভ্যাস করে-নি,—এমন-কি ভাব-প্রবনতার (inspiration) দোহাইতেও নয়। কারণ এমনি-ধারা অজানা নূতনত্বে অন্য অভিনেতার অসুবিধা হ'য়ই, সঙ্গে-সঙ্গে আবার অভিনয়ের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হ'তে পারে। এই সোজা কথা-গুলো এমন ভাবে বল্‌বার্ দুর্ভাগ্য আমার হ'ত না, যদি-না আমি দেখ্‌তাম যে আমাদের সাম্নের 'রথী-মহারথী' অভিনেতারা এই 'ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির নেশায়' উন্মাদ হ'য়েসত্যিকারের অভিনয়ে জলাঞ্জলি না-দিত।

সঙ্ঘ-সাধনা

(২) অভিনয় যখন সত্য-সাধনা, অভিনেতাকে হ'তে হ'বে ত্যাগী

ত্যাগ (Sacrificing.)।

না-না, তা' ব'লে অভিনেতাকে নিত্য-স্নায়ী নিরামিষাশী লোটা-কম্বল-ধারী হ'তে হবে না : কিন্তু তবুও অভিনয়ে 'ত্যাগী' হওয়া শুধু কথার-কথাও নয়।

একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে বলি,—৪৪ পৃষ্ঠার শেষ দিকটা। এখানে কৃষ্ণের অভিনয় সাধনার চেয়ে শক্তিশালী হওয়াটাই নাটকের ও অভিনয়ের দরকার। এখন হয়ত' এখানে সাধনা-অভিনেত্রী কৃষ্ণ-অভিনেতার চেয়ে সহজেই এত শক্তির পরিচয় দেয়, যে তার ওপরে ওঠা কৃষ্ণ-অভিনেতার ক্ষমতার বাইরে। সুতরাং তখনই সাধনা-অভিনেত্রীকে স্ব-ইচ্ছায় এমন অভিনয় ক'রতে হবে, যা'র কার্য্যকারীতা (effect) কৃষ্ণ-অভিনেতার চেয়ে কম প্রতিপন্ন হয়।—এ একটা অভিনয়ে 'ত্যাগে'র দৃষ্টান্ত, আর এমনি-ধারা জায়গায় 'ত্যাগী' হওয়াটাই শিল্পীর শিল্পত্ব।

(৩) ত্যাগী হ'তে হ'লে 'চরিত্রে'র দরকার : তাই অভিনেতাকে ততটা ও সেই রকমের 'চরিত্রবান' হ'তে হ'বে, যা'তে সে কার্য্যকালে নামের

চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তির লোভে জলাঞ্জলি দিয়ে, ত্যাগী হ'য়ে, সত্যিকারের শিল্পত্বের পরিচয় দেয়।

(৪) অভিনেতার নিতান্তই দরকার 'জ্ঞান-শিল্পী' ('Conscious Artist') হওয়া : অর্থাৎ তার মধ্যে কোন ভাব জাগিয়ে তোলা

সংযম

যেমন দরকার, সেই ভাবে 'সংযমী' হওয়াটাও তেমনি দরকার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি,—দ্বিতীয় দৃশ্যের প্রথম দিকটায় কৃষ্ণের ২ ফোঁটা চোখের জল গণ্ড পর্যন্ত পৌঁছান দরকার : কৃষ্ণের চোখের জল না-আসাটাও যেমন অভিনয় নয়,—কৃষ্ণের ধারায়-ধারায় চোখের জল পড়াটাও তেমনি অভিনয় নয়। অতি-ভাব বা অল্প-ভাব দুটোই অভিনয়ের দোষ।

(৫) শ্রী-শ্রীন কৃষ্ণের অভিনেতাদের মধ্যে, ভাব-ভাব-অভিব্যক্তি 'ক্ষিপ্র-পরিবর্তন' ('Quick Change') করবার গুণ বিশেষ ক'রে

ক্ষিপ্র-পরিবর্তন

বর্তমান থাকা দরকার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, ৩ পৃষ্ঠায় চঞ্চলের কথার মধ্যে—"আধুনিক বাংলার যে কোন যুবককেই দেশ-ভক্ত নব-ব'ললেই তাকে অপমান করা হয়" —এখন হাসি-ঠাট্টার মধ্যে চঞ্চল যদি ক্ষিপ্র-পরিবর্তনে এ কথা-কটা না-বলে, তবে নাটকের বা অভিনয়ের কার্যকারীতা (effect) নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

(৬) মোটা-মটি ব'লতে গেলে শ্রী-শ্রীন কৃষ্ণের অভিনয় হবে একটু 'জলদে'। সুতরাং প্রত্যেক অভিনেতারই মুখস্ত

মুখস্ত

থাকা দরকার শুধু তার নিজের ভূমিকার কথা নয়, তার সঙ্গে আর-আর সব নট নটীর কথা-বার্তাও।

প্রযোজনা

অনেক কারণে,—বিশেষ ক'রে 'গুপ্তের' 'দৃশ্য-গুলো' যা'তে সম্যক্ পরিস্ফুট হয়, তা' লক্ষ্য রাখার জন্য,—একজন প্রযোজকের (Director) দরকার।

সত্যই, শ্রী-হীন কৃষ্ণের অভিনয়ের যখন প্রধান উদ্দেশ্য সঙ্ঘ-সাধনায় 'সিচুয়েসনে'র মধ্য দিয়ে ভাব ফুটিয়ে তোলা, তখন একজন প্রযোজকের নিতান্তই আবশ্যক।

এই প্রযোজকের পক্ষে কোন 'পার্টি' না-নেওয়াই মঙ্গল। প্রত্যেক 'আর্টিষ্ট' এই প্রযোজকের,—বাঞ্ছিত হ'ক্ বা না-হ'ক্,—সর্দারকে 'মিলিটারীর' মত মান্য ক'রে কাজ ক'রতে বাধ্য। আর এমনি ধারা সমবেত ভাবে মান্য ক'রতে শিখলে শেষ পর্যন্ত সুফলই ফ'লবে।

প্রযোজকের বিনা-অনুমতিতে, যদি কোন 'আর্টিষ্ট', একেবারে রঙ্গমঞ্চে, অন্যের-অজানা কোন-কিছু নূতনত্ব দেখাতে গিয়ে, আর সব 'আর্টিষ্টে'র অসুবিধার কারণ হ'য়ে দাঁড়ায়, প্রযোজক তখনই তার 'কৈফিয়ৎ' তলব্ ক'রবে, এবং দরকার হ'লে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেবে।

শ্রী-হীন কৃষ্ণের অভিনয়ে, প্রযোজককে সাহায্য ক'রতে, দরকার,—(১) একজন আলো-ছায়ার বিশেষজ্ঞ (Light-Expert), (২) একজন নির্ব্বাচন ও রূপ-সজ্জার (Make-Up) বিশেষজ্ঞ (৩) একজন কর্ম্মঠ ষ্টেজ্-ম্যানেজার (Stage-Manager) (৪) একজন নৃত্য বিশেষজ্ঞ (Dancing-Master)—তা' ছাড়া আর-আর সব ত' আছেই।

(১) আলো-ছায়ার বিশেষজ্ঞ

বিশেষজ্ঞের সর্বদাই লক্ষ্য রাখা দরকার, যে তার আলো-ছায়ার মায়ার সামঞ্জস্য যেন সব রকমেই 'ভাব' পরিস্ফুট হবার সহায়ক হয়।

এ নাটকের অভিনয়ের আরম্ভ বোধ-হয় এমনি ভাবে হ'লেই ভাল হয় :—

আরম্ভ

সন্ধ্যার আঁধার নবীনের ঘর (রঙ্গমঞ্চ) ছেয়ে ফেলেছে। রঙ্গমঞ্চের পেছনের ('Deep') দরজা-জানলা দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের শেষ আভাস (reflection) সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেই আভাসে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ঘরের মধ্যে চারটে চেহারা তর্ক-যুদ্ধে হৈ-চৈ ক'রছে। ঘরের আলো জ্ব'লল,—সবাইকে ভাল ক'রে দেখা গেল।

বাংলার রূপ

দ্বিতীয় দৃশ্যে 'বাংলার সাধারণ রূপ', হয় 'সিমবলিক্-সিনে' (Symbolic Scene), না-হয় সবাক বা নির্বাক চিত্রাভিনয়ের সাহায্যে সম্যক্ কার্যকারী (effective) হবে ব'লে মনে হয়। সে যাই হ'ক্, বাংলার সব-কটা 'রূপ'ই ফুটিয়ে তোল্‌বার জন্য আলো-ছায়ার সামঞ্জস্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার।

শেষ

তা' ছাড়া একেবারে শেষের 'উষার স্বপ্নে' আলোর পরিবর্তন ও ক্রম-বৃদ্ধি (Change of light and its gradation) দেখাতে পারলে 'এফেক্ট্'টা (effect) খুবই ভাল হয়।

অভিনয়ে রং

বিভিন্ন রং বিভিন্ন ভাব ফুটিয়ে তোল্‌বার পক্ষে সহায়ক।

তাই বিশেষজ্ঞ সর্ব্বদাই নজর রাখ্‌বেন্ যেন তাঁর মনোনীত রং অভিনয়ের ভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলে।

অভিনয়ের সুবিধার জন্য, নিম্নে আমি রস-সৃষ্টি করবার সহায়ক রং ও সেই রংয়ের সামঞ্জস্যক অন্য রংয়ের একটা তালিকা দিলাম। এই তালিকা সঙ্কলনের জন্য আমি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বর্ণ-বিশেষজ্ঞদের সম্পূর্ণ সাহায্য নিয়েছি।

রস		রং (প্রাচীন হিন্দু)		সামঞ্জস্যক রং (পাশ্চাত্য)
শৃঙ্গার	...	কাল	...	কমলালেবু, পিঙ্গল (Auburn), এবং পিঙ্গল (Brown)।
হাস্য	...	সাদা	...	যে কোন রং।
রুদ্র	...	লাল	...	সবুজ, অলিভ্ (Olive)।
বীর	...	লাল	...	সবুজ, অলিভ্।
করুণ	...	ধূসর	...	কমলালেবু, পিঙ্গল, এবং পিঙ্গল।
ভয়ানক	...	কাল	...	কমলালেবু, পিঙ্গল, এবং পিঙ্গল।
বীভৎস	...	সবুজ	...	লাল, পাটল (Russet), চকোলেট্।
অদ্ভুত	...	হলদে	...	ভায়োলেট্, ল্যাভেণ্ডার্, বচ্।
শান্ত	...	..	...	... ...

এই তালিকা, আলো, সাজ-সজ্জা প্রভৃতির রং' বিষয়ে, সনাতন হিন্দু ও
পাশ্চাত্য মতের ফল ও অভিনয়ের নির্দেশক। তাই ব'লে আজ,
বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে, পুরাতনের এই চিন্তা-ধারায় যে নিজেকে
সম্পূর্ণ পর্যাবসিত ক'রে রাখ্‌তে হ'বে তার কোন মানে নেই। আমিও
তা' ক'রিনি,—কৃষ্ণকে আমি সবুজে সাজিয়েছি—তার সবুজ-প্রাণের
আভাস দিতে,—বীভৎস-রস সৃষ্টি ক'র্‌তে কখনই নয়। তা'ছাড়া
হিন্দু-রস ও তার পাশে লিখিত রংগুলো সব-সময়েই যে
সামঞ্জস্যক—এ কথা আমার মনে হয় না। 'আদি'-রসে 'অভিসারিকা'
বা 'পরকীয়া'কে কাল-রংয়ে ভূষিতা করার বেশ একটা যুক্তি পাওয়া যায়
সত্যি, কিন্তু 'মুগ্ধা' বা 'নবোঢ়া'কে 'বাসন্তী' রংয়ের সাজে, আর 'মধ্যা'
বা 'অনূঢ়া'কে লীলাক (Lilac) রংয়ে ভূষিতা দেখ্‌তে আমার ভাল লাগে।
তাই ব'লছি যদি বিশেষ কোন যুক্তি থাকে, তবে অসঙ্কোচে এ
তালিকা অমান্য ক'রে নিজের মনোমত রং বেছে নেবেন : আর
তা' যদি না-থাকে তবে এই তালিকার নির্দেশ মেনে চলাই ভাল।

(২) নির্ব্বাচন ও রূপ-সজ্জা (Make-up)

পুরানো সেই যাত্রার যুগে আমাদের অভিনয় ছিল শুধু বাচ্যাভিনয়। বর্ত্তমান যুগে আমাদের 'থিয়েটারী' অভিনয় কিন্তু মুখ্য ভাবে বাচ্যাভিনয় হ'লেও, গৌণভাবে দৃশ্যাভিনয়ও বটে। তাই চ'লতি কথায় আমরা যাত্রা শুনি, কিন্তু থিয়েটার দেখি-ও-শুনি। সুতরাং এখন থেকে চেহারা ও রূপসজ্জার দিকে আমাদের বেশ নজর রাখা দরকার,—যদিও আমাদের রঙ্গমঞ্চে এ বিভাগটা বহুদিন ধ'রে প্রায় অনাদৃত হ'য়েই আছে। নিম্নে আমি দুই-একটা 'চরিত্রে' এ-বিষয়ে সঙ্কেত দিলাম—

কৃষ্ণ—

মুখ—মুখটা লম্বা ধাঁচ-ছাঁদা বিশেষ ধরনে অসাধারণ নয়
নই; কপাল উঁচু নয়, দু-আঙুল চওড়া মাত্র।
বেশ-চওড়া কপালের নিচে নাকটা যেন একটু উন্নত।
কপালের দু-পাশ উঁচু। দুই জোড়া মোটা ভুরু, একটু
বেঁকেছে মত ক'রে, দু পাশে কানপাশে এসে মিলেছে।
ভুরু-জোড়া চোখের পাতার কিনারার কাছেই বেশ
নামিয়ে আনে হয়। নাকের গোড়ার ঠিক
উপর দু-পাশ জুড়ে গালটা আড় ভাবে পড়া দেয়।
চোখ—টানা-টানা-আকর্ণ বড় চোখ।
চুল—বাবরি কোঁকড়া ঘন কচকচে সমান।
নাক—বেশ বড়, নাকের উঁচু হাড়-টা মধ্যে অবস্থিত।
নাকের ছিদ্র বেশ বড়।
চোয়াল—আড়াআড়ি-দাঁতের নিচের দিকটা চোয়াল বেশ চওড়া,
আর সামনের দিকটা যেন চার্-কোনা।
ঠোঁট—ঠোঁটের বাইরে জায়গাটা একটু যেন বেশী।
রং—যেন বন্দ রোদ-পোড়া তামাটে-কাল।

সাধনা—

সাধনা 'পদ্মিনী'। ভারতচন্দ্রের ভাষায় 'পদ্মিনী-নারী'র বর্ণনা এইরূপ :—

"নয়ন নলিন শাঙ্কিত কুন্তল
ঘন কচগুল মৃদু হাসিনী ;
ক্ষুদ্র রন্ধ্র নাসা মৃদুমন্দ ভাষা
নিদ্রা-শীতে আশা সম্ভাষিণী ॥
দেব দ্বিজে ভক্তি পতি অনুরক্তি
অতি ধৃতভক্তি নিদ্রা ভোগিনী।
পুলকিত কায় লোম নাহি গায়
পদ্ম গন্ধ কায় সেই পদ্মিনী ॥"

মুখ - কিছু মাংসল।
কপাল — একটু উঁচু।
নাক—লম্বা উন্নত।
দাঁত — যেন কুন্দফুল।
ঠোঁট—পাতলা, লালের আভা।
রং—যেন স্বর্ণের আভা।

প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর রূপ বা রূপ-সজ্জা এমনি ধারা প্রাচীন হিন্দু 'লক্ষণ' অনুমোদিত, বা আধুনিক 'বিজ্ঞান' সম্মত, হওয়াই সর্বদাই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ ক'রে, বিশেষজ্ঞের নজর থাকা উচিৎ ছোট 'রোল্'-গুলোর পানে, কারণ ছোট রোলে 'কথা' কম, তাই রূপ ও রূপ-সজ্জার দরকার বেশী।

(৩) ষ্টেজ্-ম্যানেজার্

এই পদের উপকারিতা বাংলার ষ্টেজ্ কিছু-কিছু মানে। তাই এ পদের সব দায়িত্ব নির্দেশ না-ক'রে, এখানে আমি শুধু এইটুকুই ব'লব যে ষ্টেজ্-ম্যানেজারের ক্ষিপ্রতা ও কর্ম্মঠতার অভাবে অভিনেতার অসুবিধার কারণ হবে, ও সঙ্গে-সঙ্গে অভিনয়ের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা।

বিশেষ ক'রে এই গুণটা বড-গুণের খুব বেশী দরকার শ্রী-হীন কৃষ্ণের দ্বিতীয়-দৃশ্যে। দ্বিতীয়-দৃশ্যের 'পর্য্যায়'-গুলো ঠিক সময়-মত পরিবর্ত্তিত না-হ'লে অভিনয়ের অঙ্গহানি হবে।

যদি 'রিভল্ভিং ষ্টেজে'র (Revolving Stage) সুবিধা থাকে, অবশ্য ম্যানেজারের কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ হ'য়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু তা' যদি না-থাকে, সময় ও গুরুত্বের পানে নজর রেখে, কিঞ্চিৎ ঝুঁকি খরচ ক'রে ম্যানেজারকে ষ্টেজ সাজাতে হবে।

'সাধারণ রঙ্গমঞ্চে' দ্বিতীয়-দৃশ্য সাজাবার একটা 'প্রস্তাব' আমি এখানে ক'রলাম।

ষ্টেজের বাঁ-দিক্‌কার গেট্-উইংসের (Gate-Wings) সামনে 'কম্মী-কুঞ্জে'র রকের খানিকটা বেরিয়ে আছে।। এখানেই কৃষ্ণ-নবীন-সাধনার 'স্থান' (Position)। এই বাঁ-দিকেই, 'কম্মী-কুঞ্জে'র পেছনে প্রায় মিড্-উইংসের (Mid-Wings) কাছে একটা কাল-ক্লথের অন্তরালে সাজানো থাক্‌বে—দ্বিতীয় পর্য্যায়।

ঠিক্ এর উল্টো দিকে, অর্থাৎ ডান্-দিকের প্রায় মিড্-উইংসের (Mid-Wings) কাছে, ঠিক্ দ্বিতীয় পর্য্যায়ের সাম্‌না সাম্‌নি, অমনি-ধারা কাল-স্ক্রীনের অন্তরালে সাজানো থাক্‌বে—প্রথম পর্য্যায়।

'ডিপে' (Deep) 'বাংলার সাধারণ রূপের' সামঞ্জস্যক স্ক্রীন্ঃ তার পেছনে সাজানো থাক্‌বে—তৃতীয় পর্য্যায়।

যেমন 'অভিসারিনী' দ্বিতীয় পর্য্যায় হ'তে প্রথম পর্য্যায়ের পানে পা বাড়াবে, অমনি দ্বিতীয় পর্য্যায় স্ক্রীনে আবৃত ক'রে যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতায় সেখানে চতুর্থ পর্য্যায় সাজাতে হবে। এখানে যদি ডিরেক্টর্-মশায় প্রথম পর্য্যায়ের প্রেমের 'বায়-প্লে'তে (Bye-Play) কিছু 'টেম্পো' (Tempo) বাড়াবার ও 'ল্যাণ্ডিং' (Landing) মন্থরে করবার ব্যবস্থা করেন তা হ'লে চতুর্থ পর্য্যায় সাজাতে কোন অসুবিধাই হবে না।

তার পর প্রথম পর্য্যায়ের স্থানে পঞ্চম পর্য্যায়, ও 'ডিপে' (Deep) তৃতীয় পর্য্যায়ের স্থানে ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্য্যায় সাজানো সুবিধা।

কিন্তু ছোট ষ্টেজে অভিনয় করা যদি কোন কারণে নিতান্তই দরকার হ'য়ে পড়ে, তবে কৃষ্ণ-নবীন-সাধনাকে 'অডিটোরিয়ামে'র (Auditorium) কোন সুবিধাজনক স্থানে দাড় করিয়ে কাজ চালিয়ে দেওয়া বোধ-হয় নিতান্তই মন্দ হবে না।

(৪) নৃত্যাভিনয়

প্রাচীন-হিন্দুরা সাধারণ নাচ্‌কে 'নৃত্ত' ব'ল্‌ত ; আর যে নাচের মধ্য দিয়ে একটা রস-সৃষ্টি বা ভাব-ফোটানো হ'ত, তাকে 'নৃত্য' ব'ল্‌ত। শ্রী-হীন কৃষ্ণের দ্বিতীয় দৃশ্য সপ্তম পর্য্যায়ে বর্ত্তমান আছে 'নৃত্য' : সত্যই, এ শুধু নাচ্‌ নয়—এ নৃত্যাভিনয়।

ভাল-মন্দে মিশিয়ে বাংলার যুবক—সে 'চঞ্চল'। বিদেশীর অত্যাচার-অনাচারে আজ বাঙ্গালী যুবকের 'প্রাণ' বড় অকর্ম্মণ্য, বড় জড়তাময় ক'রে ফেলেছে। যুবক চায়, এ সব অন্তরায় কাটিয়ে উঠে, সে আবার তার 'প্রাণ'কে পুন-সঞ্জীবিত ক'র্‌বে।

'বিদেশী'রা বাঙ্গালী যুবককে ভুলিয়ে রাখ্‌তে চায় তাদের 'আনন্দ-নাচে'। কিন্তু তা' কি হ'য় ?—যে উঠ্‌তে চায়, তাকে এত সহজে ভোলান' বড় দুষ্কর। তবু 'বিদেশী'রা না-ছোড়-বান্দা। তাই তারা যুবককে ভোলাতে আরও উদ্যমে 'কাম-কলার-নাচ' আরম্ভ ক'র্‌ল।

কিন্তু যুবক উঠ্‌বেই-বাঁচ্‌বেই : তাই বিদেশীদের একটু দূরে স'রে যেতে হ'ল।

তখন সে প্রাণ দিয়ে 'প্রাণ' জাগাতে ব্যস্ত হ'ল। তাই 'আশা' উদয় হ'ল। 'আশা' আশা দিয়ে, যুবককে তার 'অন্তর' জাগাতে পরামর্শ দিল।

যুবক আশায় উন্মাদ হ'ল। তার 'প্রাণের'-যৌবনের প্রতীক্ 'নর্ত্তকী' জাগার আভাস দিল।

কিন্তু কলঙ্ক-ভরা 'নর্ত্তকী' তার আনন্দের চেয়ে দুঃখের মাত্রা বাড়িয়ে তুল্‌ল। যুবক মূর্চ্ছিতের মত হ'ল।

'আশা' আবার আশা দিতে লাগল্। যে 'লাস্যো' জগন্মাতা নিদ্রিত-নটরাজকে জাগিয়ে তুলেছিলেন, সেই নাচে 'আশা' যুবককে ও তার 'প্রাণ'কেও জাগিয়ে তুল্‌তে সহায়তা ক'র্‌ল।

যুবকের 'প্রাণ' 'লাস্যো' নেচে উঠ্‌ল: যুবক আনন্দে আত্মহারা হ'ল।'

কিন্তু 'বিদেশী'রা কখনই ছাড়্‌নে-ওয়ালা নয়। তারা আবার তাদের পূর্ণ-প্রভাব বিস্তার ক'র্‌তে যথাসাধ্য চেষ্টা ক'র্‌ল।

'বিদেশী'র প্রভাবে আবার যুবকের মধ্যে দুর্ব্বলতা এসে দেখা দিল।

যুবক 'আত্ম-নিন্দা' ক'রে উঠ্‌ল। যুবককে প্রায় 'বিদেশী' জয় ক'র্‌ল। যুবক প্রায় জ্ঞান-হারা হ'য়ে দাঁড়াল।

সময়ে 'সর্দ্দারে'র ডাক্ এল। 'সর্দ্দার' যুবকের 'প্রাণকে' শুধু কলঙ্ক-মোছা ক'রে ছাড়্‌ল না, তাকে আবার 'তাণ্ডব' নাচিয়ে কাজের-কাজ ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

এমনি ধারা নাটকের সঙ্গে ওত-প্রোত ভাবে মিলিয়ে নৃত্যাভিনয় বাংলার এই প্রথম। তা' ছাড়া, বাংলার 'প্রাণে'র এই নাচে 'লাস্য'ও আছে—'তাণ্ডব'ও আছে। এ নাচ একদিন বাংলার প্রত্যেক নৃত্য-শিল্পীর আকাঙ্খার বস্তু হবে। সুতরাং প্রথম হ'তেই নৃত্য-শিক্ষক বাংলার 'প্রাণের' এই নাচ্ ফুটিয়ে তুল্‌তে সম্যক যত্নবান হ'লেই ভাল হয়।

শেষের কথা

সবার শেষে, সবার চেয়ে দরকারী কথা এই যে, অভিনয়ের উন্নতির মূলে প্রাচীন হিন্দুর ছিল 'ভক্তি' আর আধুনিক ইয়োরোপের আছে 'শৃঙ্খলায়-সম্মান' (Discipline)। হিন্দুর কাছে তার 'নাট্য-শাস্ত্র' ছিল 'পঞ্চম-বেদ',—তাই ভক্তির শ্রেষ্ঠ অর্ঘ: পাশ্চাত্যের কাছে তার অভিনয় হ'চ্চে 'জাতীয়-উন্নতি',—তাই 'শৃঙ্খলার' মূল মন্ত্র। সত্যই, আজ যে নিজে হ'তে চায় সত্যিকারের নটরাজ-পূজারী, যে উৎকর্ষ ক'র্‌তে চায় সত্যিকারের অভিনয়, যে দৃঢ় ক'র্‌তে চায় তার 'জাতীয়-উন্নতি' তার মধ্যে পূর্ণ-ভাবে বিকাশ করা উচিৎ,—হয় সেই সনাতন 'ভক্তি' নয়ত' ঐ আধুনিক 'শৃঙ্খলা'।

চরিত্র

বড়—

কৃষ্ণ	কশ্মীব ভ'ব	সবারই সখা।
নবীন	যার মধ্যে 'নবীনতা' মুখ্য	বাংলার নবীন।
সাধনা	যার মধ্যে 'সাধনা' মুখ্য	নবীনের স্ত্রী।
চঞ্চল	বাংলার 'চঞ্চল'-যুবক	নবীনের বন্ধু।
নর্ত্তকী	চঞ্চল-যুবকের 'প্রাণ'	চঞ্চলের প্রেয়সী।
বিজু	যে কালে-ভদ্রে চমক্ মারে	নবীন-চঞ্চলের বন্ধু।
ভোম্বল	সাদা-সিদে কংগ্রেস্-ভক্ত	নবীন-চঞ্চলের বন্ধু।

একজন আধুনিক ছাত্র	... দ্বিতীয় দৃশ্য,—প্রথম পর্য্যায়।
একজন আধুনিক যুবতী	.. দ্বিতীয় দৃশ্য,—দ্বিতীয় পর্য্যায়।
একজন 'আলোক-প্রাপ্তা' যুবতী তিনজন যুবতী চারজন যুবক	... দ্বিতীয় দৃশ্য,—তৃতীয় পর্য্যায়।
'বিবাহিতা' 'স্বামী'	... দ্বিতীয় দৃশ্য,—চতুর্থ পর্য্যায়।
'স্বাস্থ্যবান' যুবক 'কুমারী'	... দ্বিতীয় দৃশ্য,—পঞ্চম পর্য্যায়।
অন্তত চার-পাঁচজন 'বন্দী'	... দ্বিতীয় দৃশ্য,—ষষ্ঠ পর্য্যায়।
চারজন 'নাচ্ওয়ালী' (জাপ্সী সাজে) অন্তত ছ'জন 'নাচ্ওয়ালী' (মিশরী সাজে) 'আশা' ও অন্তত আট-ন'জন সঙ্গিনী	... দ্বিতীয় দৃশ্য,—সপ্তম পর্য্যায়।
বাহিনী	... অন্তত কুড়ি-পঁচিস্ জন যুবক।

শ্রী-হীন কৃষ্ণ

প্রথম দৃশ্য

নবীন-কুমারের সজ্জিত বৈঠকখানা।—

রঙ্গমঞ্চের একেবারে ভেতরের ('Deep') মাঝখানে খদ্দরের-চাদর-বিছান ছোট-পায়া-যুক্ত দুটো পাশাপাশি তক্তের উপর গোটা-দুয়েক তাকিয়া। তক্তের পেছনের একপাশে স্ক্রীন-ফেলা দরজা, আর একপাশে খোলা খড়খড়ি-জানালা। এক কোণের ষ্ট্যাণ্ডের ওপর 'চিত্তরঞ্জনে'র ছোট বাষ্ট্ (bust),—বাষ্টের নীচে খদ্দরের-কাপড়ে-জরির-লেখা বাঁধান মটো (motto)—'আর সহ্য হয় না, স্বরাজ চাইই চাই', আর এক কোণের ষ্ট্যাণ্ডের ওপর পেতলের টবে পাবরু গাছ।

তক্তের পেছনের দেওয়ালে 'ভারত-মাতা'র ছবি।

রঙ্গমঞ্চের মধ্যে দু'পাশে ('Mid-Wings') বই-ঠাসা দুটো মুখো-মুখি আলমারী। একদিকের আলমারীর পাশে পড়্‌বার টেবিল ও চেয়ার, আর একদিকের আলমারীর পাশে ড্রেসিং-টেবিল।

ঘরখানার সামনের একপাশে (near 'Gate-Wings') খদ্দরের-রুমাল-চাদর-মোড়া চায়ের টেবিলটার ওপর ট্রে-ভর্ত্তি চায়ের সরঞ্জাম ও তার দু'পাশে দুই চেয়ার; অন্যধারে ফোনের বাক্স ও বই, পাশে একটা ইজি-চেয়ার।

ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত নবীন-কুমার। তার বাবড়ি ও গিলে-কাটান-হাতা-ওয়ালা পাঞ্জাবী-জামা পরনে সাদা মিহি-খদ্দরের। তার পা দু'খানা চেয়ার উপর আরামে রক্ষিত। চেহারায় মালুম হয় যে তর্ক-যুদ্ধে শ্রান্ত হয়ে চা'য়ে চুমুক চালিয়েছে।

টি-টেবিলের সামনে চঞ্চল চা খেতে খেতে ঘড়িটার দিকে একবার চেয়ে নিচ্ছে। তার পায়ে [illegible], পরনে কালাপেড়ে আট-পৌরে পরিষ্কার কাপড়, গায়ে টুইল্-সার্ট্। চঞ্চলের চেহারায় তাকে চালাক ব'লে বলা যায়, বুদ্ধিমান ব'লে বোঝা যায়।

চায়ের টেবিলের পাশে, ভেতরের চেয়ারে ভোম্বল, পাশের চেয়ারে বিজু। ভোম্বলের খালি পা, মোটা খদ্দরের ছোট কাপড় ও বোতাম-শূন্য বেনিয়ান, তার শরীর চর্ব্বি-বহুল, মুখে বোকার ছাপ। বিজুর পায়ে স্যাণ্ডেল-স্যু, কাপড় খদ্দরের, জামা সিল্কের সাথে,—সে একটা মাঝামাঝি ভাবে সংযোগ দিয়েছে।

সকলেরই বয়স প্রায় সমান, ত্রিশের কাছাকাছি।

সময়,—সন্ধ্যার পর।

তব-সুদ্ধর এক অন্যায় শেষ হবার ছাপ পড়েছে অল্প-বিস্তর সকলেরই মুখের ওপর।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতার পর অনেকটা অনুযোগের স্বরে ভোম্বল আবার আরম্ভ করল—

ভোম্বল......আচ্ছা বিজু, সুরেন-দা' থেকে আরম্ভ ক'রে আমাদের সুভাষ পর্য্যন্ত হাজার হাজার লোক যার জন্যে প্রাণপাত করলে, তা কি সত্যিই একেবারে বৃথা যেতে পারে ?

চঞ্চল [illegible] পেয়ালাটা [illegible] টেবিলের ওপর [illegible] নামিয়ে উঠে থিয়েটারী ঢঙে বলতে লাগল-

চঞ্চল......বিজু ধর্, ওকে ধর,—বাঁচাবে আমায়, স্বদেশ-সমস্যায় ওর বুঝি সমাধি হয় !

এক সঙ্গে তিনজনে ব'লে উঠল

ভোম্বল...(রাগে) ননসেনস্ (non-sense) !
বিজু....(কৃত্রিম গাম্ভীর্যে) একটু সিরিয়াস্ (serious) হ'তে শেখ, চঞ্চল !

নবীন......আহা, (সুরে, হু'বার) 'মেষ তোমরা নহ ত মানুষ' ! —সুতরাং ভাই-ধন, দেশ-ভক্তি-টক্তি তোমার মগজে কি ক'রে ঢুকবে ?

সম্মিলিত আক্রমণে বেচারা একটু হতভম্ব হ'য়ে সকলের মুখের পানে চাইল। তার পর হঠাৎ কোথা থেকে যেন শক্তি সঞ্চয় ক'রে ওদের চেয়ে এক পর্দা উঁচু গলায় বলতে লাগল—

চঞ্চল......কী:, ডেফামেসন্ (defamation),—আমায় 'মেষ' বলা,—স্বরাজ-গভ্‌'মেণ্ট আসুক, তোমার নামে স্বরাজী-কোর্টে 'এক-ধারা' মেরে তবে আমি জল গ্রহণ করব !

এক সঙ্গে তিনজনে সায় করল—

বিজু......আহা বেশ !
নবীন......ব্রেভো, ব্রেভো (bravo) !
ভোম্বল......সাধু, সাধু !

চঞ্চল......আপাতত, আমি এই এক চুমুক চা খেয়ে তোদের আবার বলি,—ওরে বাসভের দল, (স্পষ্ট ও প্রাণ-ছোঁওয়া ভাবে) আধুনিক বাংলার যে কোন যুবককেই দেশ-ভক্ত নয়-বললেই তাকে অপমান করা হয়, এই সামান্য কথাটা তোদের মগজে ঢোকে ?

বিজু একটু চালাকি-হাসি-মাখা কণ্ঠে প্রশ্ন করলে—

বিজু......অর্থাৎ তুই আমাদের বোঝাতে চাস্, তোর মত 'চরিত্রবান' চঞ্চলও যতটা দেশ-ভক্ত,—তোর রসে-ভরা 'নর্ত্তকী'ও ঠিক ততটা দেশ-ভক্ত ?

নবীন .....আরে রাম রাম, তাহ'লে ত' স্বরাজ শুধু আমাদের ঘরে কেন, চঞ্চলের 'চিৎপুরে'ও বাসা বাঁধত !

ভোম্বল......স্বরাজ অত সোজা নয় দাদা !

নবীন......তা আর জানিনা ভায়া, 'স্বরাজ-শালা' সেকেলে জামাইয়ের চেয়েও বেইমান, একেলে বিয়ের বউয়ের চেয়েও দরদী, আর চিরকেলে পাথরের দেবতার চেয়েও নিস্পন্দ !

ভোম্বল......ঠাট্টা নয় দাদা, স্বরাজ পেতে হ'লে চরিত্র চাই, সাধনা চাই, শিক্ষা চাই, কাল্‌চার্‌ চাই—

বজ্র......(হাসতে হাসতে একই স্বরে)—কংগ্রেসে গ্রীষ্মে সরবৎ বিতরণ করা চাই, শীতে চায়ের ছত্র খোলা চাই,—চাই কি, লীডারদের মাথা কামিয়ে নামাবলী গায়ে দিয়ে 'বল্‌ হরি বোল্‌' বলা চাই—

চঞ্চল......(একই স্বরে)—চঞ্চলদের 'চিৎপুর' ছাড়া চাই, মাগীগুলোর 'মদ্দা'-সতী হওয়া চাই, আর মদ্দাগুলোর হিমালয় পর্ব্বতে জন্মান চাই !

নবীন......আঃ শালারা, তোরা বড় বে-সুরো, ভোম্বলের তাল ভেঙ্গে দিলি!—
(ভোম্বলকে সহজ কণ্ঠে) তুমি ব'লে যাও ত' ভাই, এরা সব কোন-কিছুরই সিরিয়াস্‌নেস্ (seriousness) বোঝে না,—একেবারে গাড়োল!

এক সঙ্গে দু'জনে একই রকম দমকে বলতে লাগল—

চঞ্চল......ডেফ্-আ-মে-সন্ (def'a-ma'tion)
বিজু......ডেফ্-আ-মে-সন্ (def'a-ma'tion)

নবীন......(মুখ ভেংচে) থাম্-থাম্-থাম্-থাম্!

ভোম্বল......ঠাট্টা নয় চঞ্চল, তুই যদি দেশের সত্যিকারের কিছু করতে চাস্, তবে তোর চরিত্র সংশোধন করতেই হবে।

বিজু......বাপ্‌রে, সে 'ও' পারবে না!

চঞ্চল ...... আর করতেও চাই না,—কারণ আন্‌সেক্‌স্‌ড্ (unsexed) হ'লে স্বরাজ লাভে একটুও সহায়তা করবে ব'লে আমার মনে হয় না।

নবীন……তা আর হবে কেন? আচ্ছা, সমাজের খাতিরে পাত্র-পাত্রীর ভেদাভেদ-জ্ঞান থাকাটার কিছু দরকার আছে ব'লে মনে হয় কি চঞ্চল?

চঞ্চল……নিশ্চয়ই মনে হয় কিন্তু সমাজের খাতিরে, কি কিসের খাতিরে তা বুঝি না। আর তুমিও বোধ হয় স্বীকার করবে সে জ্ঞানটা তোমার শ্রীমান চঞ্চল কুমারের খুবই টনটনে আছে!—তা না-হ'লে সে বৌদিকে প্রণাম করত না, আর নর্ত্তকীকে নিয়ে হুল্লোড় করত না।

বিজু……হরি হরি, তুই কি আমার পাদ্রী রে! পেটুক-শালা পেট-পুরে খাবার জন্যে ত বৌদির উপর অচলা ভক্তি!

সকলের উচ্চ হাস্য।

তোম্বল……কিন্তু আমি মানি না,—চরিত্র, ধর্ম্ম, এ সব না হ'লে—

চঞ্চল……—তাহ'লে বলতে হবে তুমি ইতিহাস মান না। শ্রীকৃষ্ণ, আকবর, নেলসন—সকলেরই আমার চেয়ে ঢের বেশী 'তোমাদের ঐ চরিত্রেরই' দোষ ছিল।

বিজু……উচ্ছন্ন যাবে, দেব-দ্বিজে একেবারে ভক্তি নেই!

নবীন……ওহে ইতিহাসে লেনিন্ আছে, গান্ধী আছে—

বিজু……—কামাল, স্যান্-ইয়াট্-সেন্—

চঞ্চল… .—শ্রীঅরবিন্দ থেকে রাসবিহারী-দা' পর্য্যন্ত সবাই আছেন। আমিও ত ঠিক তাই বলতে চাই 'তোমাদের ঐ সেকেলে-চরিত্র' দেশের-কাজ করবার একটুও মাপকাঠি নয়। যার শক্তি আছে সেই দেশের-কাজ করেছে ও করছে, তা' তার কামিনী-কাঞ্চনের মোহ থাক্ বা না-থাক্।

নবীন……কিন্তু চরিত্র জিনিষটা—

চঞ্চল……—থাক্ দাদা, তুমি আর চরিত্রের লেক্‌চার্ ঝেড়ো না, তোমার সে অধিকার নেই!—সাত বছর বিয়ে করেছ, সাত মিনিট্‌ও বৌদিকে চোখের আড়াল হ'তে দাওনি। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার চেয়ে আমিও বোধ-হয় বেশী চরিত্রবান!—আমি তবু সাত্-সাত্ দিন অন্তর নর্ত্তকীর সঙ্গে এ্যাপয়েণ্ট্‌মেণ্ট্ (appointment) করি!

বিজু······হিংসে দাদা, তোমার সুখের ওপর হিংসে! ওরে, তার চাইতে তুই নিজেই একটা বিয়ে ক'রে ফেল্ না, সাত্ সেকেণ্ড্ও তাকে চোখের আড়াল হ'তে দিস্‌নি!

চঞ্চল······আরে, বিয়ের সাধ ত ছিল ষোল আনা! কিন্তু বিয়ে করব কা'কে?—একটা বাঁদী স্লেভ্-গারল্‌কে (slave girl)!

ভাম্বল······(ঠাটার মত ক'রে) যোগ্যং যোগেন যোজয়েৎ!

নবীন······বালাই, ষাট্!—রূপসী হো'ক্ বা না-হো'ক্, বঙ্গবালার ওপর ত' বাংলার দুর্ভিক্ষ কোন দিনই নজর দেয় নি!

বিজু······একবার তুই শুধু হাঁ-বল্, দেখ্ আমি লট্‌কে-লট্ লাট্‌কে-লাট্ এনে হাজির করি।

চঞ্চল······তোবা, তোবা, তোর ক্ষমতার তারিফ যদি দাদাও না-করে, তবে তাকেও আমি ব'লে ফেলব—'আমার ভার্য্যা—ভামিনীর—ভ্রাতা'।

নবীন······আর তোর বৌদিকে বলবি—'মাইরি-মাইরি'?

চঞ্চল জিভ্ কামড়ে নাক-কাণ মোলার অভিনয় করল।

তারপর বিজুর পানে চেয়ে সে সহজ কণ্ঠে বললে

চঞ্চল··· দেখ্, বিজু, জগতের কোন দাগই হাজার চেষ্টাতেও একেবারে মুছে যায় না। দাসত্ব-প্রথা ৺স্বর্গ লাভ করল, কিন্তু তার বংশের বাতি জ্বালতে রেখে গেল বাংলার মেয়ে! এই দাসী-পনা অশ্রু-সম্বলা বেচারীদের সঙ্গে আমি করব প্রেম? আরে ছি ছি, তার চেয়ে মক্ষিকা ঢের ভাল,—তার অন্তত এটুকু ক্ষমতা আছে যে সে ইচ্ছে করলে আমায় তার ডেরা থেকে তাড়াতে পারে। এই বিংশ শতাব্দীতে বিয়ে করাটা আমি কি মনে করি জানিস্?—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম নষ্ট করা, ও সময়ের অপব্যবহার করা—

নবীন··· (সাট্টহাসে)—আর চরিত্র-হীনতার চরম পরিচয়!

চঞ্চল····· উইদাউট্ অফেন্স্ (without offence) একেবারে ঠিক ভাই দাদা।

ভোম্বল···(রেগে)·একেবারে 'ফুলে'র (fool) প্রতিমূর্ত্তি!

চঞ্চল······(হাসি চেপে) তাহ'লে মানতেই হবে খুব উগ্র-গন্ধ-ভরা ফুল! তা যদি না-হ'ত, আজ-কালকার বৈরাগী-সন্ন্যাসী কংগ্রেসের ছাপ-মারা অমন্ মাথাটাও ধ'রে উঠবে কেন?

নবীন····· আরে ম্লেচ্ছ, তুই এ মাথার মূল্য কি বুঝবি? সবুর কর, দেখবি কোনদিন এতে পদ্ম-ফুল ফুটে উঠেছে!

হাসলে সবাই—

ভোম্বলের কিন্তু বোকার হাসি।

বিজু……কিন্তু চঞ্চল এটা মানিস্ ত', যে কাউকে কাউকে 'নাই' দিলে মাথায় ওঠে—

চঞ্চল…(ধন্ কাব) যেমন স্ত্রীকে !

চঞ্চলের কথা যেন শুনেও না-শুনে, আপনার বেগে বিজু ব'লে চলেন—

বিজু……—তোকে আমরা লাইসেন্স্ (license) দিই ব'লে বিবাহ-প্রথাটাকে এত হেয়-জ্ঞান করা ?

চঞ্চল… হেয়-জ্ঞান নয় চাঁদ, বরং প্রথাটার আমি খুব তারিফ্ করি ! নভেল প'ড়ে যেমন আমার 'মোনা-ছুঁড়ী' নর্ত্তকী নাম ধারণ করলে, ইন্‌টেলিজেন্‌সিয়ার (Intelligentia) হাতে প'ড়ে তেমনি কামের নাম হ'ল প্রেম, আর কামের ইন্ধন যোগাবার পন্থা হ'ল বিবাহ-প্রথা।

নবীন ……কিন্তু এ প্রথাটারও ত' একটা ব্রাইট্ সাইড্ (bright side) আছে ?

চঞ্চল……সব জিনিসেরই আছে দাদা! মৃত্যুকামীর কাছে তীব্র বিষই বোধ-হয় সবার চেয়ে উপকারী!

নবীন……হয়-ত' সত্যি! কিন্তু তুই যখন কাম-জয়ী ন'স্, বা হবার ইচ্ছেও নেই, তখন তোর এই 'তারিফ-করা' সংস্কারের কাছে, একটু মাথা নীচু ক'রে একটা মেয়ে উদ্ধার করলে এমন কি ক্ষতি ভাই-জীবন?

চঞ্চল……ক্ষতি?—ক্ষতি একটু আছে বৈ-কি দাদা! আজ যদি দেশের সত্যিকারের ডাক আসে, হয়-ত' তখনই আমরা তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে পড়তে পারব,—কিন্তু তুমি?—

বিজু……তা ঠিক, দাদার আমার বৌদির কাছ থেকে সেণ্টিমেণ্টাল (sentimental) বিদায় নিতেই ঘণ্টা-খানেক কেটে যাবে!

ভোম্বল……(সহাস্যে) শেষ পর্য্যন্ত যাওয়াই হয়-কিনা কে জানে?

চঞ্চল……(লাফিয়ে উঠে) হুররে, ভোম্বলদাস!—

(স্পষ্ট ও প্রাণ-ছোঁওয়া ভাবে)—তাই স্বরাজের শুভদিন না-আসা পর্য্যন্ত আমরা শুভদৃষ্টি করব না, বন্ধনহীন হ'য়ে থাকব,—কেমন ত'?

ভোম্বল···(আশ্চর্য্যভাবে) আরে, তুইও তাহ'লে স্বরাজ চাস্ ?

চঞ্চল ···· কে না-চায় ভোম্বল !

নবীন······আরে, আমরা ত' স্বরাজ চাই দু'মুটো খেতে পাব ব'লে,—

বিজু· ···—কিম্বা হাটে-মাঠে হাজার অপমানের হাত এড়াব ব'লে,—

ভোম্বল······(মাতব্বরী চালে)—ও-সব বাজে কথা, স্বরাজ আমাদের বার্থ্ রাইট (birth right) ব'লে। কিন্তু মদ-মেয়ে-মানুষের ফাঁকে তোর আবার স্বরাজের সাধ হ'ল কেনরে চঞ্চল ?

চঞ্চল···· (সহাস্যে) কেন, স্বরাজ চিন্তা কি তোদেরই একচেটে 'কংগ্রেস-বীর' ?--

(ভাবের অভিনয়)—আহা, আমারও কি সাধ হয না, একপাশে নর্ত্তকীকে নিয়ে, আর একপাশে 'সুরা সুন্দরীর' সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে কখনও উড়ো-জাহাজে অমরার পথে তারকার মাঝে মিশে যাই, আবার কখনও-বা টর্পেডো কন্দরে মৎস্যদেশের 'সাইরেণ-সুন্দরী'দের আবাহন ক'রে বলি—'চ'লে এস কম্পিটিসন্ (competition)' ?

বিজু······(জোরে) জীতা রহ কবি-কলঙ্ক !

নবীন……ভাই-জীবন, আজ সুবিধামত দু'-একটা 'পেগ্' (peg) বাড়িয়ে দিও, দেখবে স্বরাজ না-পেয়েই—'মিটেছে সকল সাধ' (সুরে)।

চঞ্চল……অসম্মান ক'র না দাদা! তোমাদের আশীর্ব্বাদে আমার পান দর্শনে-নর্ত্তকী নমস্কার করে, পিপে ফুঁপিয়ে ওঠে, আর মাতাল মূর্চ্ছা যায়!

তিনজনে একসঙ্গে—

ভোম্বল…(বিরক্তিতে) আঃ, আবার!
বিজু……বলতেই হবে আশীর্ব্বাদের জোর আছে!
নবীন…… অতি গর্ব্বে হতা লঙ্কা!

চঞ্চল……লঙ্কা উচ্ছন্ন যাক্! আমি কিন্তু দাদা, স্বরাজ না-এলে মরছি না। বৌদির অনেক নিমক খেইছি,—এতোর বিনিময়ে তাঁকে এটুকু দেখাবার সাধ আছে যে তাঁর ছেলেদেরও যেন আমাদের মত এমন অপমানের বোঝা মাথায় ক'রে আর না-দাঁড়াতে হয়!

তিনজনে একসঙ্গে—

নবীন……আহো, আশীর্ব্বাদ করি—
বিজু…… (সুরে) "যে অনলে জ্বলছে রে প্রাণ—"
ভোম্বল…(গালে ও আন্তরিক রাগে) উঃ. তোর মধ্যে এত, তবে তুই মদ খাস কেন?

চঞ্চল......ওটা কিছু নয়, মাত্র একটু ভাব-প্রবণতা! মদ না-খেয়ে কি আর করবার আছে ভোম্বল? (আন্তরিকতায়) দেখ্ তোদের ঐ শাসকদের ওপর সবার চেয়ে সেরা অভিশাপ আমি কেন দিই জানিস্?—তারা আমাদের নিষ্কর্ম্মা করেছে ব'লে। বিংশ-শতাব্দীতে আমাদের জন্ম, আমাদের আরমী (army), নেভী (navy), ওয়ার (war) নেই, নেই, নেই,—যে দিকে চাইবি সব বন্ধ,—কিছুই নেই,—দেশের একটা বোল্ড্ বিউগল্ কল্ (bold bugle-call') পর্য্যন্ত নেই! (ভাবের আবেগে) স্বরাজ চাই কেন জানিস্? --কাজ করব ব'লে,---ওরে কাজ করব ব'লে,—নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে যে দেহে-মনে-প্রাণে বাত ধ'রে গেল!

নবীন.... শালা আজ ভাঁটাখানা মেরে এসেছে!

বিজু..... (ক্রোধে ও তাচ্ছিল্যে) দাও শালাকে কংগ্রেসে চড়িয়ে!

(ভোম্বল আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ক। মদের ধরবার জন্য চঞ্চলের দিকে এগিয়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল)

ভোম্বল......(আন্তরিকতায়) যাবি, চল্ কংগ্রেসে—

ততক্ষণে চঞ্চল পকেট হ'তে একটা সিগারেট বা'র ক'রে তার হাতে দিল। বিরক্তিতে ভোম্বল সেটাকে দূরে নিক্ষেপ করল।

চঞ্চল……(শান্ত স্বরে) ভোম্বল, দেশের এক নম্বর ভীরু মডারেট্‌রা, কিন্তু দ্বিতীয় নম্বর,—তোর ঐ কংগ্রেস্‌। মাপ করিস্‌ ভোম্বল, কিন্তু এটা নিছক সত্য কথা। মানি, এর মত বড় জাতীয় ইন্‌স্‌টিটিউসন্‌ (institution) আর নেই। কিন্তু আমাদের মত বিজিত সকল দেশেরই ওপন্‌ ইন্‌স্‌টিটিউসন্‌কে (open institution) ভীরু হ'তেই হবে। এদের না-নিয়ে কোনদিন চলবে না, কিন্তু এদের নিয়েও বিশেষ কোন কাজের কাজ হবে না। বিজিত দেশে মার্কা-মারা হওয়া মানে জানিস্‌?—সত্যিকারের কাজ করবার পথে অন্তরায়কে টেনে আনা,—সুতরাং কংগ্রেসে ঢুকে পাকামো করা মানে,—বোকামো—

তিনজনেই নিমেষে আগুন হ'য়ে উঠল, আর তাদের সম্মিলিত চিৎকার ও আস্ফালনে সারা ঘরখানা কাঁপতে লাগল

ভোম্বল…(রাগে কাঁপতে কাঁপতে বিকৃত স্বরে) কাঃ, কাঃ!

বিষ্ণু……(অভিনয়ে)—'আরে আরে দুরন্ত তাতার'!

নবীন……(দাঁড়িয়ে সজোরে)—সাধনা, সাধনা!

দরজা দিয়ে হাসিভরা মুখে সাধনা প্রবেশ করতে-করতে—

সাধনা……নন্‌-ভায়োলেন্স, নন্‌-ভায়োলেন্স (non violence)।

সাধনা 'সঙ্গিনী'।

তার পরণে খদ্দরের সবই শাড়ী ও সেমিজ,—পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। মাথার কালো-কুঞ্চিত কেশরাশির এলো-খোঁপার ওপর মিলে-আঁটা কাপড়ের পাড়টা ঘোমটার এক পাশ বেয়ে গিয়ে পড়ছে। তার সিঁথেয় সিঁদুর, কপালে সিঁদুরের টিপ, নাকের ছোট্ট নাক-চাবিতে লেখা- "মা", গলায় সরু-সূক্ষ্ম নেকলেস্‌ লিগে-মফ-চেনে লেখা—'সাধনা'। হাতে শুধু তিনগাছা ক'রে শঙ্খ-চুড়ি। এক আঙুলে আংটি, তাতে লেখা "দেশ"।

তার হাসিমাখা মুখখানির প্রথম দর্শনেই সবাই উৎফুল্ল, ভোম্বল কেবল যেখানে ব'সেই সভয়-সঙ্কোচে প্রণাম ক'রল।

নবীন……আরে, তোমার ঠাকুর পো-রত্নটাকে সামলাও! দেব-দানব-স্বর্গ-মর্ত্ত্য এমন কি কংগ্রেসকে পর্য্যন্ত হেয় করা? (নিজের-মনে চঞ্চলের প্রতি খুসি দেখিয়ে) "আর ধৈরজ না-মানে।"

হাস্য-রত দুই 'সম্মুখ-যোদ্ধা'র মাঝে শান্তি-মূর্ত্তিতে সাধনা এগিয়ে এল।

তার ফুটন্ত হাসি চাপ্‌বার বৃথা-চেষ্টা ক'রতে-ক'রতে
সে কৃত্রিম শাসনের স্বরে নবীনকে ব'ল্‌ল—

সাধনা……তুমি থাম দেখি! দোষ ত' তোমারই ! বাংলায় বাড়ী—
ঘরে স্ত্রী রয়েছে,—যত পার তার কাছে বীরত্ব ফলাও!
—তা-নয়, লাগতে গেছ এক—(হাসির রাশি ছিটিয়ে)
—এক 'বিয়ে-না-করা বীরের' সঙ্গে ? ধন্য সাহস !
হাড়-ক'খানা সে গুঁড়িয়ে দেবে !

নবীন……(কৃত্রিম গাম্ভীর্যে) আহো নারী, একদিন ছিলে তুমি শক্তি,
আজ তুমি হ'য়েছ শক্তি-হারী !

সাধনা……(একই স্বরে) চমৎকার পুরুষ, একদিন ছিলে তুমি
ক্ষমতার আধার, আজ তুমি হ'য়েছ অক্ষমতার
ভাণ্ডার !

চঞ্চল……(চীৎকারে) লং লিভ্‌ আওয়ার্‌ (Long live our) বৌদি !
(বিষ্ণু ও গোবলাকে) এই, বল্‌-না সব,—হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে,
হিপ্‌ হিপ্‌ হুররে !—
(সাধনার পানে চেয়ে) এস দাদা বিজয়িনী—
(হাত বাড়িয়ে দিয়ে) শেক্‌ (shake) !

নবীন……(বাধা দিয়ে) পর-স্ত্রী অস্পৃশ্য !

মাত্র মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল নবীনের পানে তাকাল।

সাধনা……(চঞ্চলকে) ও লোকগুলোর কথা ছেড়ে দাও! ওরা অন্তরে-বাইরে ডিস্‌পেপ্‌টিক্ (dyspeptic)। তুমি খাওয়ায় সাঁচ্চা, বলায় সাঁচ্চা,—তাইত' তুমি আমার ভাই। আমরা কিন্তু আজ ভাই-বোনে এক সঙ্গে খাব,—কেমন ত' ?

চঞ্চল ছট-ফট ক'রে নবীনের পাশে গিয়ে তার কানে-কানে ব'ল্ল—

চঞ্চল…… ফর্ হেভ্‌ন্‌স্ সেক্ (For heaven's sake) দাদা, মাইরি বাঁচাও!

নবীন……কেন রে ?

চঞ্চল……আজ নর্ত্তকীর সঙ্গে এপয়েণ্টেড্ ডে (appointed day)।

সাধনা……(হেসে) এর মধ্যে এত বড় শত্রুর সঙ্গে শুধু মিলন নয়, আবার পরামর্শ!

চঞ্চল……সত্যি বৌদি, যারা ছোট মেয়েদের টাকার আগুল নিয়ে বিয়ে করে, তারা শুধু আমাদের শত্রু নয়, তোমাদেরও!

নবীন……(ভয় দেখানোর স্বরে) চঞ্চল!

চঞ্চল……(সবল অনুনয়ে) দাদা, "ক্ষমাহি পরমো ধর্ম্মঃ"!

নবীন……(কাজের-কথা বলার ভাবে) যাক্, তা'হ'লে সেই ভাল। তুই এখনই যা'। বোকা লোকটা আর্টের নামে অনেক টাকার অপব্যয় করছে। বায়স্কোপ খোলবার 'চার্'টা এমন চালাকি ক'রে ছাড়বি ; যেন সে অনায়াসে চক্রে পড়ে। দেখিস্, আমার মাথা খেতে যেন তার যুবতী মেয়েটার চক্রে প'ড়ে নিজেই শেষকালে—

চঞ্চল……—বৌদি, দেখ্‌চ-দেখ্‌চ—

নবীনের প্রতি অনুনয়-প্রতিবাদের ঘটে—

সাধনা……নাঃ, 'ও' খেয়ে যাবে !

নবীন……(বিরক্তির ভাবে) আঃ, কাজের সময় নাকী-কান্না ! একে ত' স্টুপিডটাকে (stupid) কাজ দিলে বৌদিদের সঙ্গে সদালাপে ভুলে ব'সে থাকেন : —গর্দ্দভ, রাস্কেল (rascal), মিথ্যে-কথার-ঝুড়ি ! যা' বলচি এখনও—

চঞ্চল……(হেসে) দাদা আমার, 'সত্যের অপলাপের যুধিষ্ঠির' !

নবীন……এখনও !

চঞ্চল……এই চঞ্চল চল্‌ল। বৌদি, কি করব, দাদার আদেশ। যাক্ বৌদি, কাল এসে তোমার প্রসাদ আগে জিভে পেতে নেব। কেমন ত' বৌদি ?

সাধনা……(সহাস্যে) ঠিক ?

চঞ্চল……সত্যি, বৌ-রাণী।

দুজনের মধুর হাস্য,—হঠাৎ হাস্য সংবরণ ক'রে বিজু ও ভোম্বলকে—

শালারা ভাল চাস্ ত' এখনও ওঠ! তোদের যদি একটা সেন্স (sense) থাকে! দাদার গর্জ্জনকে ভয় না-করিস্, বৌদির অভিশাপকে—

সাধনা……(তিরস্কারের মাধুর্য্য)—দুষ্টু ভাই!

চঞ্চল……(ভোম্বল ও বিজুর হাত ধ'রে) সেই জন্যই ত' বৌদি, এই 'ষাঁড়ের-নাদা-দুটোকে' বল্‌চি—ওরে, এখনও চল্, শেষকালে যখন মধুমাখা 'দুষ্টু' মিছরিমাখা 'ছুরিতে,' আর আপন-করা 'ভাই' পর-করা 'মুখভারী'তে পরিণত হবে, তখন হয়ত গর্দ্দভগুলোর জ্ঞান হবে!

অভিমানের স্বরে বিজু ব'লে উঠল -

বিজু..... চল্ ভাই, সত্যিই বৌদি 'হরিণা' হ'লেও, 'একচক্ষু-বিশিষ্টা'! আমাদের সঙ্গে একটা কথা বলবারও ফুরসৎ—

দু'জনে একসঙ্গে বিজুকে দমিয়ে দিল -

চঞ্চল......(সুরে) "ও তোর মান করা কি সাজে" !
নবীন..... একটা প্রাণ, ক'জনকে বাটোয়ারা ক'রে দেবে মানিক!

সাধনা তার গোটা মুখ-চোখে ভৎর্সনা উদ্ভাসিত ক'রে তীব্র কণ্ঠে নবীনের কথার প্রতিবাদ ক'রল--

সাধনা..... আঃ!

লাফাতে-লাফাতে চঞ্চল ও বিজু সমস্বরে চীৎকার ক'রতে লাগল

চঞ্চল.....সিভিল্-ওয়ার, সিভিল্-ওয়ার (civil war) !

বিজু..... দুর্বল ভীরু, কর পলায়ন !

ভোম্বলকে টানতে-টানতে চঞ্চল ও বিজু বেগে প্রস্থান করল। তাদের পশ্চাৎ পানে এগিয়ে মধুর কণ্ঠে সাধনা ডাকল.—

সাধনা......ঠাকুর-পো !

বিজু ও চঞ্চল......(দূর হতে) কাল, বৌ দেবা !

সাধনা......(সস্নেহে) ঠিক এস ভাই !

উত্তরের প্রতীক্ষায় স্থির নেত্রে সাধনা দাঁড়িয়ে র'ইল।

তার অবস্থা দেখে নবীন মুচ্‌কে হেসে ব্যঙ্গ ক'রে গাইল—

নবীন......(সুরে)—"তুমি এস হে
আমার তৃষিত তাপিত—"

নিমেষে ঘরে এগিয়ে এসে সাধনা প্রতিবাদ করল —

সাধনা .....'তৃষিত' না-হ'লেও 'তাপিত-চিত্ত' বটে! বাংলার বৌ হবার মত দুঃখ কোথাও দেখেছ?—আহা, বাংলার বর,—'তোমরই তুলনা তুমি'—

নবীন......(হেসে) তাইত' আমি চাই—ডাইভোর্স' (divorce), নিকে, বিজাতি-বিবাহ,—যা'তে তোমরা দেখে-শুনে, হয় একটা খাজা-গোবা, না-হয় একটা অজা-মেড়ো বেছে নিয়ে দিন-রাত অহরহ চেল্লাও—'নাথ হে, নাথ হে'—

সাধনা......([illegible]) ওঃ, যদি তোমার শুভ-ইচ্ছা অচিরে পূর্ণ হয়, তা হ'লে তোমাদের কি দুর্দ্দশাই-না হবে বলত?—শেয়াল-কুকুরও যে তোমাদের পানে ফিরে তাকাবে না! এই বিনা-পয়সার বিয়ের ব্যবসা-কারবার ত' ওঠাতেই হবে, তা-ছাড়া হয়ত-বা বনে গিয়ে ছাগী-পাঁঠার শরণাপন্ন হ'য়ে গর্জ্জন করতে হবে— "প্রিয়ে চারুশীলে, প্রিয়ে চারুশীলে"!

নবীন...... এ সব বাংলার 'জ্যান্ত-মোমের-পুতুলের' চেয়ে জানোয়ার -ফানোয়ার বরং ভাল,—কারণ হয়ত' তাদের কাছে তবু একটু প্রাণের সাড়া পাওয়া গেলেও যেতে পারে!

সাধনা......সবই রুচির ওপর নির্ভর করে,—হরিণের রুচি শ্যামল হরিৎ ক্ষেত্রে,—শৃগালের রুচি পূতিগন্ধে,—বীরের রুচি সৌন্দর্য্যে ;—কিন্তু এ-সব ভীরুর রুচি ?—কুৎসিতে !

নবীন......(হাসির শ্লেষে) তা ঠিক্ আমার রুচি ত' একমাত্র তুমিই ! কিন্তু হে বিষময়ী সাহসিকে, তুমি তোমার রুচির সীমা অতিক্রম করেছ :

সাধনা......(হাসির শ্লেষে) তা ঠিক্, যে দিন থেকে অজ্ঞানে 'ভেতো-ভীরু'কে পতিত্ব-পদে বরণ করেছি !

নবীন......(রাগের অভিনয়ে) 'আবার, আবার সেই কামান গর্জ্জন' ! —জগৎ যাক্, শেষে এক দুর্ব্বলা অবলা আমায় বলতে সাহস করে কিনা 'ভীরু' !

সাধনা......(শ্লেষের হাসিতে) দুঃখ কি, বিশেষ্যের শোভা ত' বিশেষণেই !

নবীন......কিন্তু, হে প্রগলভা-পরাকাষ্ঠা, তুমি ত' জান যে আমি নবীন বাংলার চির-নবীন।

সাধনা...... (উচ্চ আবৃত্তিতে) "ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা" !—

এক হাতে সাধনার চুলের মুঠো ধরে আর এক হাতে তার পিঠে সোহাগী-কিল মারতে-মারতে—

নবীন......"আধ-মরাদের 'এই' মেরে তুই বাঁচা" !

সাধনা......উঃ, ছাড় ছাড় ! সত্যি বলচি আধ-মরা আমরা কখনই না ; তবে পুরো-মরা কিনা কে জানে !

নবীন......হে অম্লে অসহে, (হাত ছেড়ে ; আজ আমি তোমায় অম্লে ছাড়ব না !

সাধনা......(হাত জোড় ক'রে) দোহাই দেবাদিদেব, সারারাতের অযাচিত পরিশ্রমে আমার স্বামীর ভিটেটা ধোপা-পাড়া ক'রে তুল'না !

সাধনা প্রণয়ের হাসি ছড়িয়ে দিল। নবীনকে অলক্ষে সঙ্কুচিত হ'ল। একহাতে সে সাধনাকে বুকের কাছে টেনে নেনে, অন্য হাতে তার চিবুক স্পর্শ ক'রে আদর ক'রল—

নবীন......স্বামী-সোহাগিনী, (চুম্বনের আকাঙ্ক্ষা দমন ক'রতে-ক'রতে) নাঃ, এখন ও-সব নয় ! স্ত্রী বলে কিনা ভীরু ! শোন নারী, আমার পূর্ব্ব-পুরুষ-বন্ধুদের শ্রেষ্ঠ জয় কোথায় জান ?—যেদিন তোমাদের ঘোমটা পরিয়ে হারেময়ে ঢুকিয়ে—

সাধনা.... .—হারামী করে ! ওগো, সে ত' শ্রেষ্ঠ পরাজয়, জয় নয়ত ! তবে শোন পুরুষ, আমার পূর্ব্ব-নারী-মণিদের শ্রেষ্ঠ জয় কোথায় জান ?—যে দিন তোমাদের শক্ত বাহু থেকে সকল শক্তি হরণ ক'রে শুধু সেইটুকু মাত্র বাকী রেখেছিল যতটুকু নারীর পদসেবার জন্য দরকার !

নবীন······হাঁগো, সে ত' শ্রেষ্ঠ পরাজয়, জয় নয়ত ! আচ্ছা এই সব প্রবীর-পুরুষ-প্রবরদের শ্রেষ্ঠ সুবিধা কি জান ?—সব দেব-দেবী ছেড়ে মা-ষষ্ঠীর কৃপা তোমাদের ওপর অফুরন্ত !

সাধনা······আর এই সব বিজেতা-নারী-মাণিক্যদের শ্রেষ্ঠ সুবিধা কি জান ?—সব আইন-ফাইন ছেড়ে 'বে-আইনী-আইনের' কৃপা তোমাদের ওপর অপার !

নবীন······তাই নাকি। কিন্তু আমাদের মত পুরুষ-সিংহদের শ্রেষ্ঠ কৌশল কি বলত ?—তোমাদের ঐ 'নারী' নাম দেওয়াতে,—তোমরা অবলা, তোমাদের অরি নেই,—শুধু এ কথাগুলো ব'লে এই সিংহরা 'ত্রস্ত শশক' বেঁধে সংসারে শান্তি স্থাপন ক'রেছে !

সাধনা······বল কি। কিন্তু আমাদের মত নারী-নাগিনীদের শ্রেষ্ঠ কৌশল কি বলত ?—আমাদের ঐ 'রমণী' নাম নেওয়াতে—আমরা সুন্দরী, আমাদের তুলনা নেই,—শুধু এই কথাগুলো ব'লে এই 'নাগিনীরা' 'সল্যাড-শেয়াল' বেঁধে সংসারে শান্তি স্থাপন ক'রেছে !

নবীন……'সল্যাজ-শেয়াল' !—কি এত বড় স্পর্দ্ধা! বুদ্ধিহীনা নারী, আজ আমি বলব তোমাদের বোকামোর চরমতা কোথায়!—পুরুষ তোমাদের দাসী ক'রে নিয়েছে,—একেবারে নিছক বাঁদী-দাসী,—মুখে কিন্তু তারা তোমাদের বলে দেবী, লক্ষ্মী, শক্তি, সরলা, এমনি ধারা কত কি 'রাবিশ!'—বুদ্ধিহীনা নারী-রত্ন তোমরা, সেই মধুমাখা বিষকে অমৃত জ্ঞান ক'রে পূর্ণ-প্রাণে পুরুষের পদসেবা করতে নিজেকে হারিয়ে ফেল !

সাধনা……কি, এত বড় অপ্রিয়-সত্য কথা! বুদ্ধির বৃহস্পতি পুরুষ—আজ আমি বলব তোমাদের বোকামোর চরমতা কোথায়!—নারী তোমাদের বন্ধনময় ক'রে নিয়েছে,—একেবারে নিছক বন্ধন,—আসামীর চেয়েও নির্ম্মম বন্ধন;—মুখে কিন্তু তারা তোমাদের বলে দেবতা, স্বামী, প্রভু, প্রাণনাথ, 'তোমা বিনা আর জানিনা', এমনি ধারা কত কি ছাই-ভস্ম, বুদ্ধির-ঢেঁকি পুরুষ-প্রবর তোমরা, সেই সত্য-মাখা মিথ্যাকে প্রাণের-টান মনে ক'রে, সব কিছু এক সঙ্গে উচ্ছন্ন দিয়ে নারীর পদস্পর্শ ক'রে বার-বার বল—'দেহি পদ-পল্লবমুদারম্' ।

নবীন……(আশ্চর্য্যের অভিনয়ে) বাপ্‌রে, তোমরা ভেতরে-ভেতরে এত বড় 'মাকাল-ফলটী' !

সাধনা……(একই স্বরে) মাগো, তোমরা ভেতরে-ভেতরে এত বড় অত্যাচারী !

নবীন……(মাতব্বরী গর্ব্বে) অত্যাচার নয় সাধনা, ওটা শুধু শক্তির খেয়াল ! শক্তি দিয়ে আমরা তোমাদের জয় ক'রে রেখেছি, তাই আমাদের শক্তির খেয়াল একটু-আধটু তোমাদের সহ্য ক'রতেই হবে !

সাধনা……ইংরাজ যখন তোমাদের ঐ-একই কথা বলে ?

নবীন……তখন সেগুলো 'কানের ভেতর দিয়ে একেবারে মরমে পশে' ! আরে, তাই ত' আমরা স্বরাজ চাই।

সাধনা…… আমাদের তাহ'লে 'ডবল-স্বরাজ' চাই !

নবীন….(হেসে) কিছুই লাভ হবে না সুন্দরী ; স্বরাজেই বল, আর বিরাজেই বল, তোমরা 'যে তিমিরে সেই তিমিরে' !

সাধনা......(কাতরে) স্বরাজ ! স্ব-রাজ !

নবীন .....কেঁদে আর লাভ কি বল, যখন ওটাকে পাওয়া যাবে, তখন যাহোক্ একটা ভাগ-বাঁটুরা ক'রে নেওয়া যাবে।

সাধনা......(আরও কাতরে) স্ব-রাজ !

নবীন...... দুপুর রাতে শোবার সময় প্রাণে 'মহরম' জাগাচ্ছ কেন মানময়ী ?

সাধনা......(করুণ কাতরে উচ্চে) স্বরাজ !

নবীন......(বিরক্তিতে) নাঃ, নারীকে বিশেষত স্ত্রীকে পলিটিক্সে (politics) প্রবেশ করানোর কি মুস্কিল দেখত !—রাত-বেরাতে এমনি ক'রে ক্ষেপে উঠল। সাধনা !

সাধনা......স্বরাজ !

নবীন......(উচ্চে) সাধনা,—সাধনা !

সাধনা......(একই স্বরে) স্বরাজ—স্বরাজ !

নবীন......তাই ত', কি করি ?

সাধনা......(টপ্ ক'রে) স্বরাজ !

নবীন......স্বরাজ-করা কি সোজা সাধনা, ও ত' ছোঁড়াদের কাজ। কাল সকালে আমি ওদের ব'লে স্বরাজ পাবার যাহোক একটা বন্দোবস্ত ক'রব।

সাধনা......(দাবতে) স্বরাজ!

নবীন......এক্ষুণি কোথায় পাব?

সাধনা......(অবোধের মত) স্বরাজ!

নবীন......আঃ, বড় একগুয়ে তুমি!

সাধনা......(চাই-ই ভাবে) স্বরাজ!

নবীন......দেখ, ঠাট্টার সময় যদি এমনি-ধারা ইয়ারকি কর, তবে কেষ্টোচন্দোরকে ফোন্ (phone) ক'রে একশ'-বছর রাধাকে বিরহে কাঁদাবার কৌশলটা শিখে নেব কিন্তু!

সাধনা...... (বাক্স-বন্ধ কাঠ ভাবে) স্বরাজ!

নবীন......নাঃ, ভাল জ্বালাতনে পড়লাম! দেখি ফোন্‌টাই (phone) করি, ভায়রা-ভাই আমার ত' সাক্ষাৎ যুবতী-কনট্রোলার (controller) হয় আমার একটা হিল্লে করুক, না-হয় স্বরাজ পাবার পথটা বাত্‌লে দিক্।

সাধনা......(পাগলের মত ক্রন্দনে) স্বরাজ! স্বরাজ!! স্বরাজ!!!

সাধনা ভাবে বিভোর হ'য়ে খাটে প'ড়ল।

নবীন ব্যস্ত হ'য়ে ফোন্ ক'র্‌তে লাগ্‌ল—

নবীন..... "৪৯" বিষ্ণু-লোক : রাইট্' ও (right'o) ।

—হ্যালো (Hullo), এটা কি কৃষ্ণচন্দ্র দেবতার কুঠী ? দেবতা ঘরে আছেন ?

—আমি নবীন ।

দেখা হবে-না কি ? আপনি খবর দিন, বোধ-হয় তিনি (আপনির হায়) নবীনের আহ্বান উপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন না !

কি ব'ল্‌লেন, নবীনা না-হ'লে তিনি দেখা ক'র্‌বেন না ? (ফোন হাতে ফোনের মুখ চেপে ধ'রে) এই ম'রেছে ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভানে !—

([illegible]) আচ্ছা, তাঁর এই 'কৈবিক' সাক্ষাৎ-প্রথার কারণটা ব'ল্‌তে পারেন ?—

—কি ! (আশ্চর্য) তিনি বলেন,—নারী জাগরণ ভিন্ন, ভারতের মুক্তির সম্ভাবনা নেই !

ফোন নামিয়ে গম্ভীর-চিন্তায় নবীন আর একবার শেষের কথা-কটা উচ্চারণ ক'রল। আবার ফোন্ তুলে নিয়ে জোর ব'লল -

—কারণটা ত' বেশ ! আর নবীনার জন্যই ত' আমি তাকে ডাক্‌ছি ।

—কি ? ([illegible]) মিথ্যে কথা মানে কি ?

—আরে বাংলায় নবীন-নবীনা ‘একই’ ! আজকাল এখানে আর (অল্প হেসে) ‘স্ত্রীলিঙ্গের আকার’ পর্য্যন্ত নেই !

কার—নবীনার বয়স ?—ওঃ একেবারে (মুচকি হেসে) ভর-যুবতী !—হাঁ তা’ হবে, বোধ-হয় আপনাদের রাধার চেয়েও সুন্দরী,—অন্তত ‘বঙ্কিমী মতে’ আমার কাছে ত’ বটে !

[illegible]

হাঁ, একটু শীঘ্র ডেকে দেবেন—

—থ্যাঙ্ক্ ইউ (Thank you)।

([illegible]) নাঃ, বড় মুস্কিলের কথা ত’, কেষ্ট-চাঁদের-আমার এ-বয়সে এখনও ‘মেয়ে-রোগ’ যায়নি দেখছি !

([illegible]) ইয়েস্ (Yes), তিনি কাজে ব্যস্ত ?—রাধা কুঞ্জে ?—

([illegible] মুখ চেপে ধ’রে)—এই ম’রেছে !

([illegible])—কতক্ষণ পরে দেখা হবে ?—পাঁচ মিনিট ?

—আচ্ছা বেশ, আমি অপেক্ষা ক’রছি।

গল্প করব ?—আপনার সঙ্গে ?—বেশ ত', পরম আনন্দে। কিন্তু আপনাকে ত' চিন্‌তে পারলাম না ? ওঃ, আপনি ললিতা !—সেই জন্যই আপনার স্বর (মধুর হেসে) মধু মাখা !

—নবীনা ? তা ভয়ঙ্কর অস্থির, জ্ঞান-হারা।

—প্রাণে কি চায়, কি ক'রে ব'লব ব'লুন ? মুখে ত' ব'লছে 'স্বরাজ'।

—আমায় ভালবাসে কি-না,—কি ক'রে ব'লব ব'লুন ! মেয়েমানুষের ওপরটা রসভরা কিন্তু ভেতরটা মরীচিকা,—আমাদের চোদ্দপুরুষের সাধনায় তার সন্ধান মেলেনি !

—হাস্‌চেন যে ?—

([illegible]) আমি রসিক ?—([illegible]) আপনার মেধাকে প্রশংসা করি,—নবীনা কিন্তু স্বীকার করে না।

—হ্যাঁ, বড্ড ঝগড়া করে আমার সঙ্গে !

—কোথায় যাব ? নন্দন কাননে ? সেখানে নাচের মজ্‌লিস্ ? কিন্তু কেমন ক'রে—কার সঙ্গে নাচ্‌ব ?

—আপনার সঙ্গে ? অশেষ ধন্যবাদ, কিন্তু—

—([illegible]) 'কিন্তু' শুনবেন না ? যাওয়া চাই ?

—কি ব'ল্‌লেন? একঘেয়ে 'বন্দুকী-বল্‌নাচ' ও 'তলোয়ারী-তান' আপনাদের ভাল লাগে না?

উচ্চ হাস্যের আতিশয্যে নবীন ফোনটা নামিয়ে নিল। হঠাৎ সে চকিত হ'য়ে উচ্চারণ ক'রল

'বন্দুকী-বল্‌নাচ'! 'তলোয়ারী-তান'!—কে জানে!

আবার সে ফোন কানে তুলে নিল

(হেসে) হাস্‌ব না! আপনি এমন ঠাট্টা সুরু ক'রলেন, দেবতা ছেড়ে কখন কেউ মানুষ চায়?

কি ব'ল্‌লেন, নৃত্যই জীবন?—সে আপনাদের পক্ষে, আমাদের কাছে ত' রাজার ও স্ত্রীর গোলামী করাই জীবন!

পাঁচ মিনিট ত' হ'ল। ঠাকুর যখন রাধা কুঞ্জে, তার সঙ্গে দেখা করা দেখ্‌ছি বিশ্‌-বাঁও জলে! —আপনার সঙ্গে আরও খানিকটা গল্প ক'র্‌ব? কিন্তু দেবতাকে যে বড় দরকার!

—রাত্রে? রাত্রে যাওয়া ত' মুস্কিল! নবীনা?— আচ্ছা চেষ্টা ক'র্‌ব।

আবার দেখা হবে বৈকি! নিশ্চয়ই হবে, তবে আপনার মনে রাখ্‌লে হয়। এখন ত'বে রাধা-কুঞ্জে কনেক্‌সানটা (connection) ক'রে দিন, নমস্কার!—

ফোনে ললিতার চুম্বনের শব্দে চ'ম্কে, ফোন হাতে ধ'রে—

—কি ক'র্‌লে ? কি ক'র্‌লে ? কিস্, কিস্ (Kiss), ললিতা আমার কাণে কিস্ ক'র্‌লে !—আমার 'সতীত্ব' আমার 'পত্নী ভক্তি', হায় হায়, সব একসঙ্গে এক সেকেণ্ডে উবে গেল।

(ফোন ছেড়ে) ললিতা, কি ক'র্‌লে ? ললিতা,—ললিতা ?

(চমকে উঠে) ওঃ, আপনি ললিতা নন্। কৃষ্ণ !—নমস্কার দেবতা।

খবর ?—খবর সাঙ্ঘাতিক। নবীন-নবীনা একসঙ্গে এই মুহূর্ত্তে আপনাকে চায় !

পাঁচ মিনিট পরে ? (আশ্চর্য্য) অস্ত্র-পরীক্ষা !

আপনি ক'রবেন ?—আচ্ছা, এখন ওখানে কি 'ম্যানকা ফানকা'র নতুন নাম 'অস্ত্রোর-টস্ত্রোর' ?

—না, তবে ?

—হ্যালো ! হ্যালো ! (Hullo) আচ্ছা আপনি শীঘ্র আসুন তখন বোঝা যাবে।

—টা-টা (Ta-ta)।

নবীন.....(কান্ খাবড়ে খাবড়ে) উঃ, স্বর্গটাও শেষে বিলেতেরই ইমিটেটর্ (Imitator) হ'য়ে প'ড়্ল! শালাদের দেশে একজনে গানে ধান, ত' বলে, হাজারে হাজারে তুলেছে তান!—কি চালিয়াৎ! ছ্যাব্‌তা-আমার বংশী-কুঞ্জে ছুরী নিয়ে হরবা চালিয়েছেন, আমায় বলা হ'ল কি-না অস্ত্র-পরীক্ষা!—নাঃ কানটায়,—অধর্ম্মা, জন্ম-জন্মান্তরের পাপ না থাক্‌লে কেউ কি কখন স্বর্গের মত লোচ্চা জায়গায় [illegible] করে?

[illegible]

[illegible] ক'রে দাঁত বার ক'রছ যে বড়? তোমার [illegible]!

[illegible] · [illegible] না-হ'লে কি ক'রবে,—দেখি কানটায় [illegible] দিয়ে দিই—

[illegible]

নবীন..... [illegible] বাপ্‌ রে বাপ্‌!

হঠাৎ কৃষ্ণের প্রবেশ।

তার চেহারায় ভারতীয় পৌরুষের আদর্শের সুলক্ষণ বর্তমান,—নলিন নয়ন, নাসিকা উন্নত, প্রশস্ত কপালে রক্ত-চন্দনের উজ্জ্বল তিলক।

পরণে ধুতি ও শার্ট, পায়ে বার্ণিশের জুতো—সবই সস্তা দামের বটে; কিন্তু [illegible] বিশুদ্ধতা-স্নাত [illegible]!

[illegible]

কৃষ্ণ... (হাসিমুখে) নমস্কার দম্পতি। মাপ ক'রবেন, কান টানাটানির টাগ-অব-ওয়ার (Tug-of-war)! বেশ-বেশ, আপাততঃ প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বাধিত ক'রুন!

নবীন... কোন্ গগনের চাঁদ, মাণিক?—একবার মুখখানা দেখি!

কৃষ্ণ...—আমি কৃষ্ণ।

[illegible]

নবীন... (লাফিয়ে লাফিয়ে) সাধনা, রিভলবার!

সাধনা ডেস্ক্ থেকে রিভলভার্ টেনে নিয়ে কৃষ্ণের পানে তাগ ক'র্‌ল।

নবীন··· সোনার চাঁদ আমার, ফল্‌স্-পার্‌সনিফিকেসান্ (False personification), হাউস্-ট্রেস্‌পাস্-বায়-নাইট্ (House trespass by night), দম্পতির-প্রেমে-বাধা-দেওয়া, পরস্ত্রী-লুকিয়ে-দেখা,—বাপধন জেলের ভয় নেই ?

কৃষ্ণ······(সহাস্যে) আরে জেলের ভয় থাক্‌লে কি আর 'ইন্দ্রের' 'একচ্ছত্র রাজত্ব' চুর্‌মার্ ক'রে 'সাধারণ-চালিত রাজত্বের' ভিত্তি গাড়া যায় !

নবীন····· (স্নেহে) ওরে আমার লেনীন্-রে ! আয় বাপ, বুকে আয় !

কৃষ্ণ······(আশ্চর্য্যে) লেনীন্ ! তোমরা তাকে চেন নাকি ?—সে আমার 'র‍্যাঙ্কে'র (Rank) লোক। আমি কৃষ্ণ।

নবীন··· ··প্রভু, আপাততঃ এখানে না-বলে-আবির্ভাব কি মতলবে ?—চুরি, চামারী, বাটপাড়ি ?

কৃষ্ণ······নবীন-নবীনার সম্মিলিত আহ্বানে ও নিমন্ত্রণে !

সাধনা……কিন্তু তুমি যে কৃষ্ণ নও !

কৃষ্ণ……হাঁ আমিই কৃষ্ণ, নবীনা।

সাধনা……তোমার মুরলী ?

কৃষ্ণ……(বেল্টের খাপে হাত দিয়ে) এই ত' নব-দেবী,—একবার বাজাব কি ?

নবীন……রাধে-মাধব, ওটা এমন সময় এখানে বাজালে গোপিনী ত' গোপিনী, আমার মত নবীনই পাগল হ'যে উঠ্‌বে, আর 'শাউড়ী-ননদিনীরা' সারা জীবন রী-রী ক'র্‌তেই থাক্‌বে !

কৃষ্ণের হাস্য।

নবীন……আচ্ছা কৃষ্ণ-নাম-ধারী পণ্টন্-মহারাজ, তোমার অর্জ্জুন-খানা কোথায় ফেলে এলে চাঁদ ?

কৃষ্ণ……অর্জ্জুন ? অর্জ্জুন ত' এখানেই।

নবীন……(আশ্চর্য্য) এখানে ?

কৃষ্ণ……(হেসে) হাঁ হে !—

(নবীনের চিবুক স্পর্শ ক'রে) এই ত' অর্জ্জুন,—আর তোমার মত বাংলার হাজার যৌবনময় যুবকের প্রত্যেকেই অর্জ্জুন।

নবীন·· ···মধু-মধু, সত্যি কথা-বার্ত্তায় মনে হ'চ্ছে তুমি ভদ্রলোকের-জামাই, তবে এমন অভ্যেস কেন বলত' ? রাত-বেরাতে—

কৃষ্ণ······—আমি কৃষ্ণ। বিশ্বাস হ'চ্চে না ?

(পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে) বড় মুস্কিল ত'! নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে পরিচয়-পত্র দেখিয়ে প্রবেশের অনুমতি! সত্যি কথা ব'লতে কি বন্ধু-বান্ধবী, যদি সেকাল হ'ত আমি শুধু অভিশাপ দিয়ে চ'লে যেতাম!—যাক্, একালের দেবতাদের নজর অত ছোট নয়! এই নেও পরিচয় পত্র—

পত্র প্রদান।

নবীন সাধনার হাত হ'তে বোতলটার নিয়ে কৃষ্ণের পানে চেয়ে তাগ ক'রে এক দম ব'লল -

নবীন······(উত্তেজিত) সাধনা, একবার চট্ ক'রে দেখে নেওত' এ কোন্ ধানের নতুন চাল্ ?

চিঠি প'ড়ে সাধনার মুখের সন্দেহের ছায়া বিশ্বাসে পরিণত হ'ল, নবীনের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি বোতলটার কাড়তে কাড়তে, সে অনুনয় ক'রল—

সাধনা····· (কান্না-ভরা স্বরে বাধা দিয়ে) ক'রেছ কি, এই রাধার পত্র, দেখ প'ড়ে—ইনি কে !

বিহ্বলভাবে ঠিক তেমনি বেগে সাধনাকে সরাতে সরাতে—

নবীন……ক্ষেপে যেওনা সাধনা !

(চিঠিটা নিতে নিতে) নারীর কথায় মাত্র-একবার বিশ্বাস ক'রে পুরুষে 'আপেল-পাপের' প্রসার হ'য়েছিল,—সে 'আপেলের আপীল' আজও হ'ল না !—আবার আমি এত সহজেই নারীকে বিশ্বাস ক'র্‌ব ?

কৃষ্ণ…… (হেসে) বিশেষত, চাণক্য পণ্ডিত লিখে রেখেছে—"বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যম্ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" !

সাধনা……(ভেজা-কণ্ঠে) আচ্ছা দেবতা, তোমারও দেশে এমন কি একটা 'মূর্খ দেবী' নেই যে লিখে রেখেছে—"বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যম্ পুংসু প্রভৃতি—"

নবীন……(চিঠি পড়তে প'ড়তে অবাক হ'য়ে)—কি কাণ্ড, এযে বাবা কেবলই গুলিয়ে উঠ্‌ছে ! সেকেলে গয়লানী-রাধা একেবারে 'রৈবিক' হ'য়ে কেষ্টকে সম্বোধন ক'র্‌ছে—ওগো বব,'—তার পরে গণ্ডা-দশেক প্রাণ তর্-তর্-করা কথা লিখে দারুণ অভিমানে ব'ল্‌ছে—"ওগো আমার পাথরের ঠাকুর, এমনি ক'রে এতদিন ধ'রে শুধু সৈন্য-সামন্ত ও জন-হিতে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে রাখ্‌তে হয় ? তোমার চির-আরাধিকাকে ভুলে যাও, ক্ষতি কি ! কিন্তু তার কুঞ্জের অস্ত্রাগারের উন্নতি দেখা কি তোমার কর্ত্তব্য নয় ?"—বাপ্‌রে বিধু, কালে-কালে আরও কত-কি দেখ্‌তে হবে !

সাধনার চোখ দুটো এতক্ষণ ধ'রে বোঝাতে চাইছিল কৃষ্ণে পূর্ণ বিশ্বাস। কৃষ্ণ তা' বুঝ্‌ল'। মধুর হাস্য বিনিময়ের পর সঙ্কোচ এড়িয়ে সাধনা আপন-করা স্বরে ডাকল—

সাধনা......(মধুরে) সখা !

কৃষ্ণ......(মধুরে) সখি !

সাধনা......(আবৃত্তিতে) –

"কত যুগ ছিনু তব ভরসায়।
এলে কিগো তুমি আজি বরষায় ?"

কতক-অন্যমনস্ক নবীনের হাত হ'তে বিজলবাবুটা কেড়ে নিয়ে নবীনের পানে তাগ ক'রে ধ'রে, সহাস্যে একবার সংস্কৃত কায়দায় ও একবার বাংলা কায়দায় কৃষ্ণ আবৃত্তি ক'রল—

কৃষ্ণ......"পরিত্রাণায় 'পরাধীনানাং' বিনাশায় চ 'দস্যুনাম্'
'মুক্তি'-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥"

নবীন......দেখ, তোমার হাতে যখন তাগ্‌-করা রিভল্‌বার্‌ তখন তুমি যে কৃষ্ণ—এ বিষয়ে আমার কোন সংশয়ই থাক্‌লেও চ'ল্‌বে না! কিন্তু তবুও স্বামী-রূপী আমি—

কৃষ্ণের ডান হাত তার নরম দুটো হাতে ধ'রে সাধনা তৃপ্তিতে আবেগে ব'লে উঠ্‌ল—

সাধনা......বন্ধু!

কৃষ্ণ......(মধুর হাসি মিশিয়ে) বান্ধবা!

নবীন......(আশ্চর্য্যের অভিনয়ে) এ্যাঁ, এ যে একেবারে 'ডিয়ার্‌-ডিয়ারী' ভাব!

সাধনা কৃষ্ণের আরও কাছে এগিয়ে এল। নবীনের পানে তাকিয়ে দু'জনেই মধুরে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

নবীন......উঃ, সৌভাগ্য ভারতে এখনও ডাইভোর্স্‌-কোর্ট্‌ (Divorce Court) খোলা হয় নি!

সাধনা......শুধু তোমার কেন? সেটা বাংলার পোনের আনা 'সনাতন স্বামীর' সৌভাগ্য!

নবীন····· ওগো বন্ধুর-বান্ধবী, সময় মত সেটা নিয়ে তোমার সঙ্গে বগ্ড়া-রগ্ড়া করা যাবে, আপাততঃ—

হাস্যময়ী সাধনাকে কৃষ্ণের কাছ থেকে টেনে এনে নিজের বাহুতে বেষ্টন ক'রে হাসি—

দেখ ঠাকুর, আমি 'উন্নত-যুগের' নবীন হ'লেও সনাতন স্বামী বটে ত' !—তাই তোমাদের দুজনের সৌহার্দ্দ্যটা গাঢ়তর হ'য়ে আমার মরম-খানা মোলায়েম কর্‌বার আগে, আমি তোমার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া ক'র্‌তে চাই !

কৃষ্ণ······সেটা চ'ল্‌বে না বন্ধু ! তা হ'লে শুধু গোপিনী-গুচ্ছ নয়, গোপের গোয়াল পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এমন বোঝা-পড়া ক'র্‌তে চাইবে যে এই ক্ষুদ্র প্রাণটুকুকে বাঁচিয়ে রাখা দায় হবে !

নবীন······যায় প্রাণ ভিক্ষে মেঙ্গে খেয়ো ! কিন্তু দেখ, আমার এই সৌন্দর্য্যের মণি-টুকুর সঙ্গে সদালাপ কর্‌বার প্রবল বাসনা যদি তোমার মনে জেগে ওঠে, তবে তাকে 'বৌদি-টৌদি' ব'লে সম্বোধন করাই সমীচীন—

সাধনা······(সরলতা-মাখা উচ্চ হাস্যে)—সাহিত্যের মলয় আছে, সাইকোলজীর নজীর আছে, ভাবনা কিসে সখা !

কৃষ্ণ……তা'-ছাড়া আত্মনেপদী ছেড়ে পরস্মৈপদীর শরণাগত হওয়া কৃষ্ণের কুষ্ঠীতে লেখা নেই। 'বৌদি' সম্বন্ধটা দাদার আবছায়ার মধ্য দিয়ে আর 'বান্ধবী' একেবারে আপন-করা নিজের।—

(মধুরে)—বান্ধবী !

কৃষ্ণের ডান হাতখানা তার দুহাতে চেপে ধ'রে বড় আপন-করা স্বরে সাধনা কণ্ঠের মাধুর্য্যের পূর্ণ সম্মান বজায় রাখ্‌ল

সাধনা……বন্ধু, চির সখা !

কৃষ্ণ নবীনকে কোন কথা বল্‌বার অবসর না-দিয়েই, একেবারে তাকে বক্ষের সন্নিকটে টেনে এনে বাহুতে বেষ্টন ক'রে হাস্‌তে লাগল।

নবীন……(জিভ্‌ কেটে)—আরে ছো-ছো, কর কি ? তুমি কেষ্ট না-হ'য়ে যদি রাধা হ'তে, তাহ'লে সাধনার মান ভাঙাতে আমার সাত-দিন সময় যেত !

সাধনা……(নভেলী বাঙ্গে)—ওঃ, তুমি যেখেনে গিয়ে সুখী হও যাওনা ! আমার তা'তে কি ?

নবীন……সুখী সাধনা ? (নৈরাশ্যের ম্লান হাসিতে) বাঙ্গালীর সুখ বোধ-হয় শুধু নরকে !

সাধনা……(অভিনয়ে) তবে যাও নর, স্বচ্ছন্দে নরকের নারকী হও !

(সুরে) "ফিরে এলে হে বিজয়ী

বাখিব তোমারে বক্ষে" !

নবীন……বটে, তবে, (আবৃত্তিতে)—

"নরক আমার হউক মঞ্জুর

বিদায়-বন্ধু, লও আদাব" ।

সাধনা……(অভিমানে) দেখ্‌ছ সখা, এমনি ক'রে দিন-রাত গায়ে প'ড়ে আমার সঙ্গে ঝগড়া করে !

নবীন…… আমার সকল প্রেরণার উৎস ত' তুমিই !

কৃষ্ণ……এ তোমার দারুণ অমার্জ্জনীয় অন্যায় বন্ধু !

দম্পতী এক সঙ্গে মত দিল—

নবীন…… দেবতা, তোমার 'স্বর্গীয়' বিচারশক্তির প্রশংসা ক'র্‌তে পারছি না, মার্জ্জনা ক'র' !

সাধনা……(উৎসাহে)—ডেনীয়াল্‌-ডেনীয়াল্‌,—একেবারে 'আশু-মুখুজ্জে' !

কৃষ্ণ……বিনয় বাহুল্য বন্ধু ! নারীর বিপক্ষে পুরুষ দাঁড়ালে কি বিলাতের, কি স্বর্গের, সব দেশেরই 'পেনাল-কোড' একটু সত্রস্ত হ'য়ে কাঁপ্‌তে থাকে !

দু'জনে একসঙ্গে সুখ্যাতি ক'র্‌ল—

নবীন……বিচারপতি, তুমি সত্যবাদী !

সাধনা……অবলাপতি, তুমি প্রিয়ভাষী !

কৃষ্ণ……(হাসিয়ে) এস 'বন্ধু-বান্ধবী', তাহ'লে আমাদের একটা 'নিজস্ব-সুখ্যাতি-সভা' খোলা যাক্ !

নবীন… দেখ মিষ্টি-বন্ধু, তোমায় আমি প্রাণের-বন্ধু ক'রে নিতে রাজী আছি, যদি তুমি রাধাকে একশ' বছর বিরহে কাঁদানোর 'আর্ট্‌টা' আমায় চট্‌ ক'রে শিখিয়ে দাও, (স্বর নরম ক'রে)—আর বিনা কষ্টে কেমন ক'রে ঐ দারুণ সময়টা তুমি কাটিয়েছ তার সঙ্কেতটা আমায় সোজা ক'রে বল !

সাধনা……(হাসিয়ে,—'উদাত্ত' অনুকরণে) অহো, ভক্ত-রে আমার, সিদ্ধি খেয়ে জন্ম-জন্মান্তর হিমালয়ের পাদদেশে সাধনার পর সাধনার শরণাপন্ন হও, তবে ত' সিদ্ধিলাভ ক'র্‌বে !

কৃষ্ণ……এই ত' আমার বান্ধবীর উপযুক্ত কথা।

নবীন……(হেসে দিয়ে) নমস্কার 'ব্রুটাস-সাহেব,'—নমস্কার, সাক্ষাৎ 'সুরেন-বাঁড়ুজ্জের' ভায়রা-ভাই !

কৃষ্ণ……(হেসে) অভ্যেস দোষ ভাই।

ক্ষণেক হাস্য-বিনিময়ের পরে, হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে সে ব'ল্‌ল—

তোমাদের নিমন্ত্রণ শ্রেষ্ঠ দেবতারও লোভনীয়, কিন্তু আর যে সময় নেই—বিদায় বন্ধু, আসি বান্ধবী !

কৃষ্ণের পাওয়ায়ো দু'জনের প্রাণ সমস্বরে দাবী ক'রল—

সাধনা ও নবীন .. ..সেকি আমাদের স্বরাজ ?

কৃষ্ণ......স্বরাজ আবার কি ?

নবীন......বিশেষ এমন কিছু নয় !—

(পরিষ্কার উচ্চারণে,—দু'বার)

নবীনের তাপিত ক্ষুব্ধ 'প্রেয়সীর'
একমাত্র সান্ত্বনার চিজ্ !—বুঝেছ দেবতা !

কৃষ্ণ......দেবতা ত' আর প্রেয়সী নয় সখা, যে সব জিনিষই মুখের কাছে জুগিয়ে ধ'র্‌বে।

নবীন......(সত্যতার জোরে) হাজার বছরের ধর্ম্ম-ভীরু ভারত, আজ সেটা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে ঃ

(দাবীতে) কিন্তু তবু আমাদের স্বরাজ চাই।

কৃষ্ণ......(হেসে) সর্ব্বনাশ, স্বরাজ আদায় করা কি সোজা ? 'কালিন্দীকূলের সেরা সতী' হওয়ার চেয়েও শক্ত !

সাধনা......(হেসে, নিতান্ত বিশ্বাসের আভাসে) তাই ত', এমন রথীর সাহায্য চাই। আমাদের স্বরাজ চাই,—চাই যে ভাই !

কৃষ্ণ......সই, দেবতার কি সাধ্য—

নবীন......(অভিমানে)—তবে 'হাওয়া' হ'য়ে পড়' নৈবেদ্য-লোভী !

কৃষ্ণ……(অনুনয়ে) সখা !—

নবীন……(অভিমানের তীব্রতায়)—শোন কৃষ্ণ, নবীন চায় শুধু স্বরাজ, অন্য কোন আশীর্ব্বাদ নয়, যদি সাহায্য ক'র্‌তে অক্ষম হও,—এই শেষ নমস্কার !

কৃষ্ণ……(অনুনয়ে) বান্ধবী !—

সাধনা……(অভিমানে)—শোন বন্ধু, নবীনা চায় শুধু স্ববাজ, অন্য কোন আশীর্ব্বাদ নয়, যদি সাহায্য ক'র্‌তে অক্ষম হও, —প্রার্থনা করি তোমরা সুখে থাক !

কৃষ্ণ……(কিঞ্চিৎ বিরক্তিতে) কি মুস্কিল, শক্তি সঞ্চয় ক'রে উপযুক্ত হও তবে ত' শক্ত আশা পূর্ণ হবে !

নবীন……বাঃ, দিব্যি গাইছ দেবতা ! শক্তি ?—'বিশ্বরূপ' দেখিয়ে তুমি না জগৎ-বরেণ্য ঃ এস, আজ আমি তোমায় 'বাংলাব রূপ' দেখাব।

কৃষ্ণ……সখি, স্বরাজ ভিন্ন অন্য কোন 'বর'—

সাধনা……(ম্লান হেসে)—ছি সখা, তোমার সখিকে 'অসতীত্বের' প্রলোভন দেখাতে তোমার বুকে একটুও বাজ্‌ল না— নিষ্ঠুর ঠাকুর ?

নবীন……(হাসির সঙ্গে) মাইরি দেবতা, সাধনা-বিবির যদি নিতান্ত অসুবিধা না-হয়, তুমি বরং 'বরের' চাইতে আমায় একটা 'ক'নে' দিও !

কৃষ্ণ……(হেসে) মামলা যদি তা'তেও মিটত, না-হয় সখিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাধার বোনকে তোমার এখানে অভিসারে পাঠান যেত ! কিন্তু স্বরাজ পেতে হ'লে যে ভায়া 'মতির মালা' চাই,—শক্তি—সাধনা—

নবীন……পুরানো ছেঁদো সুরে বেড়ে গাইছ দেবতা !

সাধনা……সত্যি কথা সখা, হিমালয়ের দক্ষিণে যত সাধক আছে, জগত ত' দূরের কথা, তোমার বৃন্দাবনের পুষ্পবালাদের সম্মিলিত পুষ্পের ডালিও বোধ-হয় তাদের কাছে ম্লান হবে।

কৃষ্ণ……সত্যি সখি, সবই সত্যি ! কিন্তু দুঃখ বাঁশ ও বাঁশী এক নয় ! তারা ধর্ম্মের সাধক, কর্ম্ম জানে না, মানে না,—তারা স্বরাজ চায় না। তারা তাই কর্ম্মী স্বরাজীর 'নীরব-শত্রু'—গলগ্রহ !

নবীন……ওগো কৃষ্ণ-বিহারী, পঁচিশ বছর আগেকার বাংলার বুকের রক্ত-ধারার প্রথম 'উৎস-উৎস্রী' আজ 'প্রশান্ত মহাসাগরে' পরিণত হ'য়ে, সারা ভারতে যে তুফান তুলেছে,—তোমার রাধা ও সুধার মাঝে মাথা তুলে, কুঞ্জ-কুঠিরের একটু ফাঁক দিয়ে, একবারও ক্ষণেকের জন্য,—সেদিকে একটু তাকিয়ে দেখ্‌বার সাহস কি তোমার হ'য়েছিল ?

কৃষ্ণ……(আনন্দে ও ভাবে) আরে বল কি ! তা'রা,—তা'রা যে আমার সেরা দরদী ! তাই তা'রা রাধার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে আমায় চির-বাঁধা ক'রে রেখেছে;—তা'রাই ত' আমার 'বৈষ্ণবত্ব' ঘুচিয়ে একেবারে 'গীতার'-ঘূর্ণীতে ঘোরাচ্ছে,—নারী-মোহন বেশ ছাড়িয়ে, এমনি বীর-বরেণ্য বেশ পরিয়েছে,—(করুণতা ও গর্ব্বের মিশ্রনে) ফাঁসী-কাঠে নিজেদের মাথা লটকে, আমায় প্রেমে বেঁধে পুড়িয়ে মার্‌ছে—

সাধনা……(হেসে) কিন্তু আশ্চর্য্য সখা, তোমার এত দুঃখে একটাও শেয়াল-কুকুর কেঁদে উঠ্‌ছে না !

কৃষ্ণ... ..বরাৎ, বেচারাদের বরাৎ নেহাতই মন্দ! (হেসে) তোমাদের জন্য জন্তু-জানোয়ার-ফানোয়ার আমায় ভাল-বাস্‌বার সুযোগ কোত্থেকে পাবে বল!

একবার সাধনার, একবার নবীনের পানে চেয়ে কৃষ্ণ দুষ্টামীর হাসি হাস্‌ল।

নবীন......(হেসে ফেলে) বাঃ, বেড়ে চালিয়েছ রাজা! আর হের্-ফের্ কেন মাণিক?—সোজা বাংলায় ব'লে ফেল না—"সাধনা-সুন্দরী, তুমি আমায় ভালবাস?"

সাধনা......(উচ্চ হাস্যে) আর সাধনা-সুন্দরী সরল বাংলায় উত্তর দিক্—"যে পুরুষ স্বরাজ-সাধনা না-ক'রে অন্য সাধনায় মাতে, বঙ্গ-নারীর তাকে ভালবাসা যে পাপ!"

কৃষ্ণ......কিন্তু সই, স্বরাজ উপভোগ কর্‌বার জন্যই ত' আমিও সাধনার শরণাপন্ন!

নবীন......আরে, (সুরে) 'কত কত ঐছন কহব মদন পরতাপে'! 'কাম-শাস্ত্রে বশীকরণ অধ্যায়ে' তুমি পুরো-পুরী মার্ক পাবে কেষ্ট-চন্দোর!

সাধনা……(অনুমোদন পাবেই জেনে) স্বরাজ, আমরা কিন্তু ভিক্ষে ক'রে পেতে চাই না—

নবীন……চমৎকার, এই ত' নবীন-সাধনার কথা!

কৃষ্ণ……(হেসে) নবীন, দেখছি—নিতান্তই তুমি তোমার 'বৌ-মুখোস্তের' দৌড় দেখাবার জন্যে আজ আমায় নিমন্ত্রণ ক'রেছ!

নবীন……না-গো বৃন্দাবন-বল্লভ, 'বিশ্ব-রূপ' দেখিয়ে বিশ্ব-সভার গর্ব্ব হ'য়ে আছ গর্ব্বিত তুমি,—তাই আজ নবীন-সাধনা নব 'বাংলার রূপ' তোমাকেই দেখাবে।

সাধনা……তাই ভাল, তাই ভাল সখা! সে রূপ অপরূপ! (হেসে) সে রূপে যেন তুমি গ'লে যেও না, তাহ'লে ষোড়শ-গোপিনী গাধা-কান্না কাঁদ্‌বে কিন্তু!

কৃষ্ণ……যদি অমন ধারা দুর্ভাগ্যও হয়, বোধ-হয় সে কান্নারও তীব্রতাকে ম্লান ক'রে বাজ্‌বে কেবল সাধনা! —কেমন ত'?

নবীন……(ঠেস্ দিয়ে) বাজ্‌বে বৈকি সখা, বাজ্‌বে কিন্তু শুধু কৃষ্ণের মন-মাঝে!

সাধনা……(সরল হাস্যে)— কৃষ্ণ যদি নবীন হয়,—কারণ সাধনা বাজে কেবল নবীন-মাঝে!

কৃষ্ণ-সাধনার সাম্মিলিত হাস্য।

নবীন...... (কৃত্রিম গাম্ভীর্যে) –ব্যস্, এখন রুদ্ধ কর জীভের জলদ, টেনে ধর ভালবাসার ভাষার উচ্ছ্বাসের বন্যাটা, চকিতে চুপি-চুপি চলে চল এই চরণ অনুসরণ ক'রে, আমি 'বাংলার নব রূপ' দেখিয়ে দিই।

কৃষ্ণ......(দৃঢ় বিশ্বাসের ভঙ্গিতে) 'রূপসী' বাংলা!—তা'র রূপ— নিশ্চয়ই অপরূপ!

কৃষ্ণের এই একান্ত বিশ্বাস,—নবীন কয়েক মুহূর্তের জন্য নিষ্ফলতায় উপলব্ধি ক'রল। ক্রমেই তা'র অন্তরের উদ্‌ভ্রান্ততা বাইরে প্রকাশ পেতে লাগ্‌ল। আপন-হারা হ'য়ে সে উচ্চারণ ক'রল—

নবীন......(বিকৃত স্বরে) আমার বাংলা—রূপসী। রূপসী! :— (উন্মাদনায়) হা—হা—হা—হা!!!

উন্মাদনার হাস্যে অশ্রুর প্লাবণ ব'য়ে যেতে লাগ্‌ল যখন তার বিদ্রোহী জিহ্বা করুণভাবে কেঁদে উঠ্‌ল—

হা—হা—হা—অপরূপ!—অপরূপ!!—অপরূপ!!!

সমবেদনার সাধনা অশ্রুর সান্ত্বনা অশ্রুতে জানাল। কৃষ্ণ স্তম্ভিত হ'ল। নবীন কতক ধাতস্থ হ'য়ে গুরুর সঙ্গে প্রস্থান ক'রল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাংলার রূপ—সাধারণ

রঙ্গমঞ্চের সামনের একপাশে (near 'Side-Wings') নবীন কুমারের বৈঠকখানার বাতায়ন রকের খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে; দরজার ডানদিকের দেওয়ালে টাবলেটে লেখা—"কর্ম্মী-কুঞ্জ", বাঁদিকের দেওয়ালের টাবলেটে—"নবীন-সাধনা"।

সামনের ফাঁকা জায়গাটার ('Deep' and other 'Wings') ওধারে অনেক বাড়ী-ঘরদোর,—বেশীর ভাগই ভাঙ্গা ও পরিত্যক্ত। কোথাও শ্মশান-ভাগাড়, কোথাও বা আবার বদ্ধ জলাশয়। কোথাও শেয়াল শকুনীর আধিপত্য, কোথাও বা আবার যম্-পেঁচার চীৎকার।

রঙ্গমঞ্চ আঁধারে আবৃত।

রকের ওপারে নবীনের পেছনে কৃষ্ণ ও সাধনার প্রবেশ

কৃষ্ণ......(করুণ ভাবে) নবীন, সাধনা,—একি এত আঁধার!

সাধনা......(ম্লান হেসে) হয়ত', অন্ধকারে তোমায় ভাল দেখাবে ব'লে সখা!

নবীন......(ম্লান হেসে) পাঁচ 'মহাপুরুষের' হাতে প'ড়ে পার্থিব বাংলা 'দেবীত্ব' লাভ ক'রে 'স্বর্গীয়া' হ'য়ে প'ড়েছেন; কাজেকাজেই একটু আয়েসী হ'তেই হবে:—তাই ঘুম তার সোহাগ, অন্ধকার তার আরাম!

কৃষ্ণ……(করুণ ভাবের আতিশয্যে) উঃ, বাংলা এত কাল !

সাধনা……তবু ত' সখা আমরা ওকে চব্বিশ ঘণ্টা ঘোসে-মেজে ফিটু-ফাটু ক'রে রাখ্‌বার কত চেষ্টাই-না ক'রেছি।

কৃষ্ণ……কল্পনার-মানসী বাস্তব-বাংলা, তোমার আজও এই দশা ! —কি ক'রে এমন হ'ল ?

নিজেদের সমন্বয়ে পর্য্যায়-ক্রমে উত্তর ক'রল —

সাধনা……দাসাপনা !
নবীন……অধীনতা !

কৃষ্ণ……অসহ্য, এ মূর্ত্তি কেন দেখালে ?

সাধনা……(সমবেদনায়) আহা, কেঁদ' না, কেঁদ' না সাধনার-সখা !

নবীন……তবে আশা এইটুকু যে মাঝে-মাঝে এই 'কাল ববণে' এমনি ধারা—

ফ্লাস্‌-লাইটু (Flash-Light) চ'মকে উঠল।

—'বিজলীর রেখা' ফুটে উঠে বাংলার রূপে একটু আভার জৌলস দেয়।

রঙ্গমঞ্চের বাহির হ'তে একটা ফ্লাসে (Flash) দেখা গেল এক কোণের মধ্যে "রূপ" দর্শনে উন্মুখ কৃষ্ণ,—বাধার-ব্রতী সাধনা তার দক্ষিণ হস্ত ধ'রে মুখপানে চেয়ে আছে,—বাম পার্শ্বে নবীন, নবীনের স্কন্ধে কৃষ্ণের বাম হস্ত।

আর একটা ফ্লাস্‌ (Flash) নবীনের হস্ত চালিত।

নবীন……দেখ সখা, সুরূপ হো'ক, কুরূপ হো'ক—এই বাংলার স্বরূপ !

বাংলার রূপ—প্রথম পর্য্যায়

নবীনের ক্লাসে দেখা গেল প্রথম পর্য্যায়।—এক যুবক পাঠে রত। সে আধুনিক ছাত্র—রোগা, ছিপছিপে, চোখে চসমা, বাহারে-চুলের বাবু। তরল উপন্যাস ও কবিতার পাতায় তার চোখ, হাতের পেন্সিল দাঁতের সঙ্গে সোহাগে ব্যস্ত,—মনে হয় বিশ্ব-জগত তার বাতায়নের বাইরে।

বাংলার রূপ—দ্বিতীয় পর্য্যায়

নবীনের ক্লাসে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে দেখা গেল এক যুবতী বেশবিন্যাসে ব্যস্ত। তার পরণে ফিরোজা, মাথায় এলো খোঁপা, গায়ে জবার পাঞ্জাবী, হাতে এসেন্সের স্প্রে। সে আধুনিক অভিসারের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে,—তাই, যতবার সে দেখে হাতের ঘড়ি, তত তাড়াতাড়ি সে স্প্রে পাম্প্ চালায়।

বাংলার রূপ—তৃতীয় পর্য্যায়

নবীনের গ্লাসে তৃতীয় পর্যায়ে দেখা গেল এক সজ্জিত ঘর। তার এ ধারের টেবিল-হারমোনিয়ামের পাশে এক 'আলোক-প্রাপ্তা' যুবতী।

তার কণ্ঠে বাংলার কোন এক 'কোমল' কবির কাব্য-কথায়-ঢাকা কামের-সঙ্কেতময় একটী 'মেয়েলী' গান।

তার দু'পাশে দুই যুবক. ঘরে আরও কয়েকটী যুবক-যুবতীর সমাগম.—বলা দুষ্কর কোন্‌টী তার গানে মুগ্ধ, আর কোন্‌টী তার যৌবনে মুগ্ধ।

নবীন......(ম্লান হাসে) ওরা বলে—এই-ই সভ্যতা !

সাধনা......(রাগে) মানুষ বলে—এই-ই মূর্খতা।

বাংলার রূপ—আবার দ্বিতীয় ও প্রথম পর্য্যায়

অভিসারিণী নব ঢংয়ে প্রথম পর্য্যায়ে এসে, যুবকের চোখে সন্তর্পণে হাত দিয়ে হাসতে লাগল। যুবক তাকে সযত্নে পাশে বসাল। তাদের চঞ্চল চোখ দু'জোড়া মাঝে মাঝে সভয়ে বইগুলোর সাহায্য নিতে লাগল, শেষে তারা প্রেমে পা দিল।

বাংলার রূপ—চতুর্থ পর্য্যায়

নবীনের ফ্লাসে চতুর্থ পর্য্যায়ে দেখা গেল খাটে এক বিবাহিতা শয়ন ক'রে আছে। বালিশের ওপর তার কনুইয়ের ভর, সেই হাত নীচে-পা-ছড়িয়ে-বসা স্বামীর গলায় বেষ্টিত। আর এক হাতের অঙ্গুলি সংযোগে সে তার স্বামীর মাথার চুল চিকিয়ে দিচ্ছে। দু'জনের মুখে কামের ছাপ,—দুজনেই প্রেমে সমুজ্জ্বল।

এই পর্য্যায় দেখে নবীন সাধনার পানে সরস ইঙ্গিত ক'রল। চাপা হাসির আভা মুখময় ছড়িয়ে সাধনা কৃষ্ণের পানে তাকাল। কৃষ্ণ দু জনকে দু'হাতে একটু জোরে চেপে ধ'রে—

কৃষ্ণ......(হাসি চেপে) এই অপ্ বাঙ্গালী, জেবা সরম্ কোরো!

তিন জনেই হাস্‌ল।

বাংলার রূপ—আবার তৃতায় পর্য্যায়

সকলেই কাষে মেতে উঠেছে!

নবীন......দিব্যি, চালিয়েছ ভায়ারা !

সাধনা......আঃ !

নবীন......(হেসে) বাংলার 'রূপ' আস্বাদন ক'রছ সখা !

কৃষ্ণ......খুব,—পরম তৃপ্তিতে।

সাধনা......তৃপ্তিতে !—ছলনা তোমার মজ্জাগত হ'য়ে প'ড়েছে সখা।

কৃষ্ণ......সত্যি না সখি, নবীনের বাংলার 'অন্ধ-রূপে' আমারও আত্মা অন্ধ হ'য়ে উঠেছিল।

নবীন......(হেসে) আর এমন স্বরূপে তোমার আত্মা একটু আলো পেলে গোপিনী-নাথ ?

কৃষ্ণ......কুরূপ হ'লেও, প্রাণ আছে।

সাধনা......সখা, এর চেয়ে অন্ধকার ভাল !

কৃষ্ণ......না সখি, অতীতের চির-অচলায়তনে-বদ্ধ বাংলাকে ভবিষ্যতের আশার-নেশায় উন্মাদ হ'তে হ'লে, কিছু পদস্খলনের সম্ভাবনা;—তাই ব'লে সেটাকে জোর ক'রে বন্ধ ক'রলে অগ্রসর হবার পথে যে অন্তরায় হবে।

সাধনা......মানি সব, কিন্তু দেখ্‌ছ কি চলেছে ?—এ যে নেশা,—নেশার চেয়ে ভয়ঙ্কর !

কৃষ্ণ......অবাক্ ক'র্‌লে সাধনা,—গান ত' তোমার ভালবাসা !

নবীন......(হেসে) ছেড়ে দাও সখা, ওর ভালবাসার অন্ত নেই। যে ওকে একটু মন দিয়ে চায় সেই ত' ওর ভালবাসা।

সাধনা......(আন্তরিকতায়) সে সত্যি সখা, গান আমার প্রাণ। কিন্তু দীপকের সময় মল্লার ! ধ্রুপদ-খেয়ালের সময় ঠুংরি-টপ্পা ?—সেত' গান নয়, গানের অপমান ! ছিঃ, এই কি 'অধীন' বাংলার গান !

নবীন......(ঠাট্টায়) রামচন্দ্র, এটা খেমটা নাচ '

সাধনা......ওগো তার চেয়েও অধম। গান লোককে যতটা উঁচু করে ঠিক ততটা নীচু করে। বাংলার এখন দরকার প্রাণময় যৌবন। কিন্তু এ গানে যৌবন নষ্ট হয়,—ভীরু ক'রে—

নবীন..... (খেমটাবা চলে যে, বিহ্বলতার এ গানে দিলে)—এই নাও, তবে যাও সাধনা, এ গানের রচয়িতার শির লে'আও !

কৃষ্ণ……হাসি নয় ভাই ; যে গানে যৌবন নষ্ট করে, কাপুরুষ করে, 'স্বাধীনতা-পিয়াসা' বাংলায় তার স্থান হওয়া উচিত মদের গেলাসের পাশে। আর সেই গান রচয়িতার—

নবীন……—মস্তক চূর্ণ করা উচিত, কেমন ত' ?

(হর্ষ ভনয়ে) তবে যাও, যাও বীরা-সাধনা, হত্যার করালমূর্ত্তি দেখাও সেই ভারুণ্য-ইন্‌জেক্ট্-কারীদের !—

কৃষ্ণের উচ্চহাস্য, নবীন সরল অনুযোগের আন্তরিকতায় ব'লতে লাগ্‌ল—

হাসছ সখা, তুমি ত' জান', এই-সব হাওয়ায়-ওড়া কামে-ভরা 'কোমল'-কবির-দল একদিন নাকি মাত্র 'সতের জন সেপাইদের' এক রকমে বাংলার 'স্বাধীনতা ও সতীত্ব হরণ' করবার সহায়তা ক'রেছিল, আর আজও আর এক রকমে হাজার বাঙ্গালীকে 'বাবড়ী পরিয়ে' 'বালিকা' ক'রে তুল্‌ছে—

কৃষ্ণ …… শান্ত কে তুমি যুবক, বিশ্ব যাদের গুণগ্রাহী তুমি সেই বিশ্ব-কবিদের সেই মহাজনদের ধ্বংস চাও ?

নবীন……সখা, আমি নবীন, আর এই আমার নবীনা সাধনা,— আমারই প্রেয়সী,

(সরলভাবে) 'স্বাধীন' বিশ্বের পক্ষে যা' অমৃত, হয়ত' 'অধীন' বাংলার পক্ষে তা' গরল !

সাধনা……(অভিনয়ে) অহো, যাও স্বামী, যাও প্রিয়, যাও বীর, ধর অস্ত্র, কণ্টক উচ্ছেদ কর, গরল মুছে ফেল, গরলের ফোয়ারা ধ্বংস কর!

নবীন ……(হাঁটায়) আরে ছো, শত্রু ছোট হ'লে তার উপযুক্ত সৈন্য পাঠানই বীরত্ব! 'নারী-হৃদয়' কবিদের বিপক্ষে নারীর সংগ্রামই শোভা পায়!

কৃষ্ণ……কি আর ক'র্‌বে, তবে যাও সমরাঙ্গণে সখি! জানত', নারা আমার অবসর সময়ের আনন্দ। সুতরাং আমি 'নারী-হৃদয়' কবিদের উচ্ছেদের পক্ষপাতী হব কোন প্রাণে ?—বরং, নিতান্তই যদি দরকার বিবেচনা কর, অল্প বিস্তর ভয়-টয় দেখিয়ে কাপুরুষ কবিদের সুপুরুষ ক'রে ভুলে কাজের-কাজী ক'রে নিও।

বাংলার রূপ—আবার প্রথম পর্য্যায়

যুবক-যুবতী চোখো-চোখী, প্রায় মুখো-মুখী।

সাধনা......ছি, ছি, বাংলার তরুণ-তরুণী,—বাংলার ভবিষ্যৎ।

নবীন......(ঠাট্টায়) কিন্তু ওদের কবিতাভিনয়টা খুব বেশী দূষণীয় কি প্রিয়া?—দেখত,' সখার সখি, প্রেমে ওদের কি অনাবিল সাধনা!

কৃষ্ণ......চল ত' সাধনা, আমরা ওদের সাধনার একটু পরখ ক'রে আসি।

কৃষ্ণ দু'জনকেই টেনে নিয়ে চ'ল্‌ল। পায়ের শব্দে যুবক ত্রস্তে যুবতী ছেড়ে বইটায় মনোনিবেশের ভাণ ক'র্‌ল। আশা-হত যুবতী কৃষ্ণের পানে বার্‌-বার্‌ বিরক্তির কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'র্‌তে লাগ্‌ল আর কৃষ্ণের হাসির বেগ উচ্চ হ'তে উচ্চতর হ'তে লাগ্‌ল।

যুবক......(দারুণ বিরক্তিতে) কে আপনি?

কৃষ্ণ......(সহাস্যে) শ্রীকৃষ্ণ।

যুবতী......(রাগে) শ্রী—হীন কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ অসম্ভিতর মধুর হাস্যে সে আরও জ্বলে উঠ্‌ল।

যুবক......বিনা অনুমতিতে ভদ্রলোকের ঘরে প্রবেশ করা—

কৃষ্ণ... ..—বিদেশী কায়দায় অশোভনীয়, কেমন ত'? কিন্তু সে কায়দা মান্‌বার দরকার বিবেচনা করি-না যুবক। তুমি-আমি সহকর্ম্মী ঃ আমাদের মধ্যে আস্‌বে কায়দা?

যুবতী......আপনারা কি চান?

কৃষ্ণ .....কি চাই?—সবই ত' চাই। তোমার কাছে চাই নারী, তোমরা নিজেরা শক্তির আধার হও,—ওদের শক্তিময় হ'তে সহায়তা কর। আর ওদের কাছে চাই, ওরা যেন এমনভাবে নিজেদের মানুষ ক'রে তোলে যে বাংলার হাতছানিতে ছুটে যায়, বাংলার সঙ্কেতে সাড়া দেয়।—

(বইগুলো দেখে)—একি 'কোমল কবিতা'! চমৎকার যুবক, বাস্তবে নারী, চিন্তায় নারীত্ব।—

বইগুলো দূরে ফেলে

—এমন ক'রে তোমার পৌরুষের হানি কর্‌বার এখন আর সময় নেই। দ্বারে যে নবীনের আহ্বান, প্রস্তুত হও! দরকার হয়, স্বাধীন ভারতে অবসর মত 'কোমল-কবি'দের সম্মান ক'র'। এখন কর্ম্মের দিনে প্রস্তুত হও কর্ম্মী, প্রস্তুত হও!

বাংলার রূপ—আবার চতুর্থ পর্য্যায়

কৃষ্ণ, নবীন, সাধনা,—সবাই সন্তর্পণে চতুর্থ পর্য্যায়ের সাম্নে এগিয়ে এল।

সাধনা একবার প্রেম-রত দম্পতীর পানে চাইল, তার পর মুচ্‌কী হেসে কৃষ্ণকে আর বেশী অগ্রসর হ'তে মধুরে মানা ক'র্‌ল। কৃষ্ণও মধুরে সাধনাকে উপেক্ষা ক'রে, কোমল তিরস্কারে, বৌটীকে ডাক্‌ল।

কৃষ্ণ......বৌদি,—

বৌটী লজ্জায় ঘোমটা টান্‌ল

—দ্বারে নবীনের আহ্বান, দাদা-খানার সময়ে মাথা তোল্‌বার অবস্থা রেখ।

স্বামী......(উঠ্‌তে উঠ্‌তে দারুণ বিরক্তিতে) কে—রে, এগিয়ে আয় ত'?

বৌটী তাকে ধ'রে পেছনে টান্‌তে লাগ্‌ল।

ওরা তিনজনে তৃতীয় পর্য্যায়ের সামনে ঘুরে বাঁকের ধারে এল।

সব সময়েই কৃষ্ণ বার-বার ব'ল্‌তে লাগ্‌ল—

কৃষ্ণ......—দ্বারে নবীনের আহ্বান, প্রস্তুত হও কর্ম্মী!

সব পর্য্যায়ের সমস্ত সবাই গোল ক'রে উঠ্‌ল—

সবাই......কে? কে—?

রঙ্গমঞ্চে পূর্ণ আলো।

সবাই......(সমস্বরে)—কে—রে ?

কৃষ্ণ......আমি শ্রীকৃষ্ণ।

সবাই......(সমস্বরে)—শ্রী—হীন কৃষ্ণ !

কৃষ্ণ .....(উচ্চে)—কী ?

সবাই......(জোরে)—শ্রী—

কৃষ্ণ .. ..(দুই হাতে দুই রিভলবার নিয়ে আরও জোরে)—কী ঃ ?

সবাই......(সভয়ে, আস্তে) – শ্রীকৃষ্ণ।

রিভলবার্ দেখ্‌তেই সাধনা কেমন এক রকম হ'য়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি কৃষ্ণের হাত হ'তে সে-দুটো ছিনিয়ে অন্দরে রেখে এল।

কৃষ্ণ .....(সহজ কণ্ঠে) দ্বারে নবীনের আহ্বান, প্রস্তুত হও কর্ম্মী।

রঙ্গমঞ্চ আবার আলোক-হীন, কেবল গ্লাসে পূর্ব্ববৎ তিন মূর্ত্তি।

কৃষ্ণ......কি দেখালে সখা, এ-যে ভীরুর দল,—
নিরাশা-দুরাশাময় !

সাধনা......ছি ধীমান, অধৈর্য্য তোমার শোভা পায় না।

নবীনের কাছ থেকে গ্লাস নিয়ে

এই দেখ সখা, সাধনার নবীন 'বাংলা-রূপ' !

বাংলার রূপ—পঞ্চম পর্য্যায়

পঞ্চম পর্য্যায়ে ক্লাস্। সুদৃঢ় স্বাস্থ্যবান যুবক। আশ-পাশে একসারসাইজের (Exercise—Physical) সরঞ্জাম। শরীর চর্চ্চার পর অবসাদ সময়ে সে "স্কীপিং"এ মন দিয়েছে। তার কাছে এক কুমারী— তখনও 'স্কীপিংয়ে' মত্ত।

কৃষ্ণের আশান্বিত দৃষ্টি, আনন্দে অগ্রসর।

নবীনের হাসি, সাধনার তৃপ্তি।

সাধনা... ..ওরে—ওরে, দেখ্—দেখ্, তোদের শ্রীকৃষ্ণ এসেছে।

আশ্চর্য্য হ'যে, 'যুবক' ভাল-ক'রে কৃষ্ণকে দেখে আনন্দে 'কুমারীকে' ব'ল্ল—

যুবক......(আনন্দে) 'এ—ই', সর্দ্দার !—

কুমারী......নমস্কার, সর্দ্দার !

মুখে আনন্দ ও তৃপ্তির ছাপ।

যুবক......(কাজের কথা বলার ভাবে) সর্দ্দার, বক্সিংয়ের সঙ্গে যু-যুৎ-সু ও টার্গেট্-প্রাক্টিস্টা (Target-Practice) না-হ'লে আর—(নবীনকে দেখে, আনন্দে) নবীন দা' !— (তৃপ্তির হাসিতে) ওঁ ত্রয়ী, নবীন-সাধনা-কৃষ্ণ ! (কুমারীকে বাম পাশে নিয়ে)-'এ—ই', সত্যিই আমাদের 'শুভদিন' আগত !—সকলের 'নিমন্ত্রণ' !

কুমারী......(মুচ্কি হেসে) সকলের যোগ দেওয়া চাই।

সকলের হাস্য।

সাধনা ষষ্ঠ পর্য্যায়ে ক্লাস্ নির্দ্দেশ ক'র্ল—

বাংলার রূপ—ষষ্ঠ পর্য্যায়

বন্দী,—"অন্ধকারার বন্ধ ঘরে"। কৃষ্ণকে দেখে আশায়-উদ্বিগ্নে সে 'সালিউট্' ('Salute') ক'র্‌ল, সম্মানের সঙ্গে কৃষ্ণ 'রিটার্ণ' ('Return') দিল।

বন্দী দু'হাতে হাতছানি দিয়ে আনন্দে 'কাহাদের' ডাক্‌ল। তারা এল,— তাদের পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কাল কাপড়ে মোড়া। কৃষ্ণকে দেখে তারা আনন্দে লাফাতে লাগ্‌ল, কৃষ্ণ সর্ব্বদাই সালিউট্ (Salute) ক'রে রইল। তাদের প্রত্যেকেরই শরীরে অনেক রকম অত্যাচারের চিহ্ন। সেই চিহ্ন দেখিয়ে প্রত্যেকেই 'কি-যেন-কি ব'ল্‌তে চায়।

সমবেদনার আতিশয্যে কৃষ্ণ করুণতায় পূর্ণ-হ'য়ে সজল চোখে ব'লে উঠ্‌ল—

কৃষ্ণ……(কান্নার সুরে) সাধনা, সই !—

কৃষ্ণের চোখে জল।

নবীন নিমিষে সাধনার কাছ থেকে গ্লাস্ কেড়ে নিল।

কৃষ্ণ……(চোখ মুছে, কৃত্রিম হাসিতে)—কি নবীন, 'সাধনার প্রিয়দের' দেখে তোমারও যে চোখ ঝ'ল্‌সে গেল ?

সত্যের আনন্দে সাধনা জানিয়ে দিল—

সাধনা……(উৎসাহে) আরও অনেক আছে, দেখ্‌বে না সখা ?

নবীন......(চোখ মুছে) স্বামী জাতটাই বড় হিংসুকে সাধনা ! তোমার আর মেলা 'প্রিয়ের' মিলন হ'লে, গরম হ'য়ে শেষে সবাই কি-একটা কাণ্ড ক'রে ব'স্‌বে !—সে কাজ নেই। তার চেয়ে এস সখা, সাধনার 'প্রিয়' ছেড়ে' সবাইয়ের এক 'অপ্রিয়-প্রিয়'কে দেখাই।

নবীন সাধনার পানে চা'ইল,—ইচ্ছা স্থানান্তরে পাঠায়। তাই তাকে ব'লল

সাধনা, সখার জলযোগ ?

সাধনা......(অভিমানে) না, আমি যাব না ; সখা দেখছ—

নবীন......(অভিলাষ) অতিথি সৎকার—

সাধনার মুখ-ভার। কৃষ্ণের মধুর হাস্যে প্রথমে সে ভ্রূকুটী ক'র্‌ল,—শেষে, সহাস্যে কিন্তু অনিচ্ছায়, সে প্রস্থান ক'র্‌ল।

নবীন.... (হেসে) দেখ, দেখ, অপূর্ব্ব রূপ ব্রজমনোহর,—

নবীন সপ্তম পর্য্যায়ে ক্লাস্ নিয়োগ ক'রল—

বাংলার রূপ—সপ্তম পর্য্যায়

বিছান-ফরাসের তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সুরায়-চিন্তাশ চঞ্চল,—পাশে আদরের মদের সরঞ্জাম ও অনাদরের তবলা।

চঞ্চল......(সুরায়,—বিরক্তিতে) ছি-ছি-ছি এই আমার 'প্রাণ'! 'বাঙ্গালী প্রাণের' এই দশা! অত্যাচারে-অনাচারে, আজ, এত অকর্ম্মণ্য—এত জড়তাময়, যে আধমরা প্রাণের পুরোমারা প্রলেপের চিহ্ন—আবার অত্যাচার —এই—এই—

উন্মাদের মত তবলা, মদ প্রভৃতির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রতে লাগ্‌ল।

(করুণভাবে) আর-না, আর সয় না—

ডিকান্‌টার্ তুলে মদ্য পান--

এমন সময় দু'চারজন 'বিদেশী'-নাচ্‌ওয়ালী স্ত্রীপ্রুষ সাজে ট্যাম্বোরীণ্ বাজাতে-বাজাতে বেগে প্রবেশ ক'রল। আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে চঞ্চলের আশে-পাশে ঘুরে-ফিরে তারা ক্ষিপ্রগতিতে 'বিদেশী আনন্দ নাচ' নাচ্‌তে লাগ্‌ল।

চঞ্চল......(ক্রন্দনের সুরে)—হা-আ—, এদের প্রাণ,—বিদেশী প্রাণ—এই, এই বুকে,—এত জোরে,—এমনি পদাঘাতে—, আনন্দের পর আনন্দ আস্ফালন! অ—ওঃ—

চঞ্চলের মদ্যপান।

আর একদল মিশরী বেশী 'বিদেশী'-নাচ্‌ওয়ালীর প্রবেশ ও দুই পাশের জীপ্‌সী নাচের মধ্যে তাদের "কাম-কলার নাচ"।

চঞ্চল......(উন্মাদের হাস্যে) হাঃ, হাঃ, শুধু অত্যাচার নয়, শুধু পদাঘাত নয়,—আবার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে কামের বীজ বপন! —চমৎকার! চমৎকার!—

আবার মদ্যপান। ক্ষণেক পরে শক্তিমানের মত উঠে দাঁড়িয়ে সে দাবী ক'র্‌ল- -

চঞ্চল......নাঃ, চ'ল্‌বে না,—হতে দেব না—'বিদেশী'র অত্যাচারে-অপমানে নিজেদের এত অধম এত জড় হ'তে দেব না!—

এক হাতে মদের বোতল আর এক হাতে তব্‌লার হাতুড়ী নিয়ে—

চঞ্চল......দূর্‌ হ'য়ে যা',—দূর্‌ হয়ে যা',—দূর্‌, দূর্‌—

সব নাচ্‌ওয়ালীরা দূরে সরে গেল।

আমায় উঠ্‌তে দে'--আমায় বাঁচ্‌তে দে,—আমি বাঁচ্‌ব—আমি বাঁচব!

প্রাণ দিয়ে তখন সে তার 'প্রাণের' খোঁজ ক'রতে লাগল। তার স্বর বড় করুণ, বড় আবেগময়—

'প্রাণ'-আমার ! ——'প্রাণ'-আমার ! ——আমার 'বাংলা-প্রাণ' !

দুঃখে-শোকে-ক্ষোভে, চঞ্চল বিছানার উপর লুটিয়ে প'ড়ল। 'বিদেশী'-নাচওয়ালীরা সভয়ে উঁকি মেরে মাঝে মাঝে দেখ্তে লাগল।

অপর দিক হ'তে একদল নর্ত্তকী-ঘেরা এক নর্ত্তকী-রাণী ('আশা') প্রবেশ ক'রল। তার স্বর্গীয় বেশ, সৌম্যমূর্ত্তি, শান্ত নাচ, সান্ত্বনার ভাব।

এ স্বর্গীয় নর্ত্তকী-রাণীর ('আশা') প্রথম দর্শনেই 'বিদেশী'-নাচওয়ালীরা পালাল।

অনেক পরে সজল চোখে চঞ্চল মুখ তুলল—

চঞ্চল……কে তুমি ?—'আশা' ?

রাণীর সম্মতির সঙ্কেত, চঞ্চলের সজল চোখে আনন্দের হাসি।

'আশা',—আস্বে,—সে আস্বে ? আমার 'বাংলা-প্রাণ' ফিরে আস্বে ?

তারা নাচে এই ভাব দেখাল—'আসবে, সে আসবে'।

চঞ্চল……(উৎসাহে) সত্যি আস্বে ?

নাচ সম্মতি জানাল।

চঞ্চল .. ..(ভাবে) কোথায় সে !—কই সে 'বাংলা-প্রাণ' !

'নাচ' দেখাল সে অন্তরে।

চঞ্চল......অন্তরে ! অন্তরে !—

অন্তর তবে এখনও সজাগ আছে ?

আনন্দে, উৎসাহে, ও ভাবের আতিশয্যে—

এস অন্তরের প্রাণ,—এস 'বাংলার প্রাণ',—দেখা দেও, দেখা দেও !!!

রঙ্গমঞ্চের ভেতর থেকে আস্তে আস্তে ফুঁড়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল এক মূর্ত্তি। তার সর্ব্বাঙ্গ 'কাল' কাপড় মোড়া, সে প্রায় নিশ্চল।

সে মূর্ত্তি দেখে চঞ্চল আত্মহারা হ'ল,—তার স্বর কেঁদে উঠ্‌ল।

চঞ্চল......এ্যাঁ ! এত কাল, এত কলঙ্ক ! এই প্রাণ,—আমার প্রাণ, আমার 'বাংলার-প্রাণ' !

কান্নার আতিশয্যে চঞ্চল মূর্চ্ছিতের মত হ'য়ে প'ড়্‌ল। 'আশার-দল' সেই নাচ আরম্ভ ক'র্‌ল, যে 'নাচে' জগন্মাতা নিদ্রিত নটরাজকে জাগিয়ে তুলেছিলেন। ক্রমে 'অন্তর'-হ'তে-উঠা মূর্ত্তির ওপরের আবরণ খ'সে প'ড়্‌ল। 'আশা' হাত ধ'রে আনন্দে সেই 'নর্ত্তকী'কে তু'লল।

'নর্ত্তকী'র রাঙা কাঁচুলী, কটির কাপড় রাঙা, হাতে রাঙা জবা, রাঙা অধরে রঙিন হাসি। সেই হাসিতে 'আশা'র সঙ্গিনীরা যোগ দিল।

আস্তে-আস্তে চঞ্চল উঠ্‌তে লাগ্‌ল,—আর 'আশা'র আনন্দ হ'তে লাগ্‌ল।

চঞ্চল .. ..(অবাক হ'য়ে)—তুমি ?—তুমিই 'বাংলার প্রাণ'—

হাসির-রাশি ছড়িয়ে প্রস্থানের পথে সঙ্গিনী-সহ 'আশা' জানিয়ে গেল—

আশা......—হাঁ, 'কালি-মাখা' 'বাংলার প্রাণ।'

'আশা'র দলের প্রস্থান।

চঞ্চল... ...তবু এত সুন্দরা! অপূর্ব্ব সুন্দরা! 'নর্ত্তকী',—'প্রাণ' আমার—আমার 'বাংলা-প্রাণ'।

চঞ্চল 'নর্ত্তকী'কে ধ'রতে গেল, 'নর্ত্তকী' স'রে গিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল।

তাদের অলক্ষ্যে 'বিদেশী'-নাচওয়ালীদের পাগুলো আস্তে-আস্তে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, সঙ্গে-সঙ্গে 'নর্ত্তকী'র লাস্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে কামের ছায়ার বিকাশ প'ড়্‌তে লাগ্‌ল। 'বিদেশী'-নাচওয়ালীদের পায়ের তাল প'ড়্‌তে লাগ্‌ল। তাদের পিচ্‌কিরী হ'তে এসেন্সের গন্ধে 'নর্ত্তকী' ভ'রে উঠ্‌ল, আর তার লাস্যে 'কাম-কলা' ফুটে বেরুতে লাগ্‌ল।

চঞ্চল......ও-নয়, ও-নয় 'নর্ত্তকী'!—দাগা প্রাণে তাজা তাল তুল্‌তে হবে 'প্রাণ'!—আজ প্রাণ চায় পূর্ণ-প্রাণ!

'বিদেশী'র তালে 'নর্ত্তকী'র লাস্য-কাম-কলা আরও ফুটল।

চঞ্চল......(নৈরাশ্যে) পারলে না।—প্রাণ জাগাতে পারলে না !— দিতে পারলে না, 'প্রাণ' !

'লাস্যে' কামের ঝলক্। চঞ্চল ডিকান্টার মুখে ধ'রল। আকণ্ঠ পান ক'রে দম নেবার মুখে চঞ্চল ঝঙ্কার দিল —

চঞ্চল......(ঘৃণায় ও বিরক্তিতে) নোংরা, নিজে নোংরা, আমারও ডুবিয়ে রাখতে চাস্ নোংরায় !

'নর্ত্তকী'র মুখে ব্যথা—তবুও 'লাস্যে কাম'। চঞ্চলের আবার মদ্যপান। মিশরী-বেণীরা লাস্যের কামে সাড়া দিল।

চঞ্চল......(চঞ্চল হ'য়ে)—দূর-দূর্, সব দূর্ হ।

বিদেশী... ..(একসঙ্গে)—লাঞ্ছিতাই প্রাণ।

চঞ্চল......(জোর গলায়)—নাঃ—আমার 'প্রাণ'কে আর লাঞ্ছিতা থাকতে দেব না !

'লাস্য' আরও চ'লল, মিশরী-বেণীদের যোগদান।

বিদেশী... ..(একসঙ্গে)—লাঞ্ছিতাই প্রাণ।

চঞ্চল ......(নরম গলায়)—না,—আমার 'প্রাণ' লাঞ্ছিতা থাকলে আর-যে চলে না !

আর ও 'লাস্য', আরও মিশরী কাম-কলা—

বিদেশী......(একসঙ্গে)—লাঞ্ছিতাই প্রাণ।

এবার চঞ্চল চুপ —পাথরের মত নিশ্চল।

'লাসো'র চরমভাব কাম-কলার তীব্রছটা। চঞ্চল মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় 'নর্ত্তকী'র অনুসরণ ক'রতে লাগ্‌ল।

সব নাচ্‌ওয়ালীদের জংবব আনন্দ নাচ। চঞ্চল একেবারে মুগ্ধ। তার এক হাতে গ্লাস, আর এক হাতে 'নর্ত্তকী'। জ্ঞান-হারা চঞ্চল দুটোকেই যেন একসঙ্গে অধর স্পর্শ করাতে চায়:- কাছে—কাছে—আরও- আরও—

কৃষ্ণ......(সর্দ্দারী আদেশের স্বরে) চল্-চল্ (চঞ্চল) !

চঞ্চল থাম্‌ল, তার চক্ষু বিস্ফারিত।

কৃষ্ণ... ..(আরও জোরে) বঙ্গ-সেনা !

চঞ্চলের হাতের গ্লাস্ প'ড়্‌ল। আবেশ-মাখা 'নর্ত্তকী' চ'ম্‌কে উঠে চঞ্চলের ডানহাত চেপে ধ'র্‌ল। সে হাত ছাড়াতে দেরী হবে বুঝে, চঞ্চল 'নর্ত্তকী'কে টানতে টান্‌তে ডাকের সন্ধানে চ'ল্‌ল। তখন আর সব নাচ্‌ওয়ালী পর-পর তাকে বাধা দিতে এল,—কেউ আঁচলে কেউ কাঁচুলীতে তাকে বাঁধ্‌তে চায়। সব বাধা তুচ্ছ ক'রে,—কোনটা সরিয়ে, কোনটা বুকের ওপর নিয়ে,—শক্তিমান চঞ্চল চ'ল্‌ল ডাকের উদ্দেশে। সে কৃষ্ণের সাম্‌নে এসে 'এ্যাটেন্‌সন' ('Attention') হয়ে দাঁড়াতে চাইল, কিন্তু পেচ্‌-টানে তার দেহ অল্প কাম্পিত।

কৃষ্ণের সর্দ্দার ভাব,—মুখ গম্ভীর, দৃষ্টি দীপ্ত।

এদিকে নবাব অসংখ্য খাবারের থালা হাতে স্তম্ভিত সাধনার প্রবেশ।

কৃষ্ণ .....(চীৎকারে সর্দ্দারী আদেশ) বঙ্গ-সেনা, 'সালিউট্' ('Salute')!

সাধনার হাতের থালা প'ড়্‌ল, কিন্তু কেউই সে দিকে লক্ষ্য ক'র্‌ল না। চঞ্চলের কষ্টে তোলা ডান হাতটার সঙ্গে সঙ্গে বাধা-দেওয়া 'নর্ত্তকী'ও উঠ্‌ল।
কৃষ্ণ সম্ভ্রমে এই চমৎকার সালিউটের 'রিটার্ণ' ('Return') দিল। তারপর মধুর হাসিতে দু'হাত বাড়িয়ে আদরে ডাক্‌ল—

কৃষ্ণ......(মধুরে) প্রিয়, বন্ধু।

চঞ্চল .....(মধুরে) সর্দ্দার, সখা।

'নর্ত্তকী'-নাচ্‌ওয়ালীরা সবে স'রে গিয়ে ভয়ে-অবাকে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

সাধনা......(আশ্চর্য্যে) –চঞ্চল ঠাকুরপো!—

চঞ্চল তাড়াতাড়ি 'নর্ত্তকী'কে পেছনে লুকাতে চেষ্টা ক'রে ভয়ে-সম্ভ্রমে-কষ্টে হেসে—কোন রকমে তার মর্য্যাদা রক্ষা ক'র্‌তে ব্যস্ত হ'ল।

চঞ্চল ....বৌ-রাণী!

অবাক-হওয়া 'নর্ত্তকী'র বেশ দেখে, সাধনা ত্রস্তে তাকে আবৃত ক'রে, একেবারে নিজের বুকের কাছে টেনে নিল। 'নর্ত্তকী' সভয়ে চম্‌কে চাইতে লাগ্‌ল!

সাধনা......(আপন-করা তিরস্কারে) আর অমন-ধারা ক'র্‌লে আমি ভারী রাগ ক'রব কিন্তু !

সাধনার এত আপন-করা ব্যবহারে 'নর্ত্তকী' সঙ্কুচিত হ'ল,—কষ্টে তার মুখ হ'তে বা'র হ'ল—

নর্ত্তকী......আমি যে অসতী !

নবীন......অসতী !—তা' বটে, অনেক দিনের অনেক কারণে শুধু চঞ্চলের 'প্রাণ' কেন, সারা বাংলার 'প্রাণ'ই ত' অসতীত্বের ঘুণে 'জবু-থবু' হ'য়ে আছে।

সাধনা......কিন্তু চিরকেলে অসতী একটা সাড়ায় এক নিমেষে যে হ'য়ে ওঠে সতী !

কৃষ্ণ......ঠিক ! সতী-অসতী, সৎ-অসৎ, সবাইয়ের সম্মিলিত শক্তির অর্ঘ্যেই স্বরাজ-সাধনার সাফল্য ।

সাধনা......(নর্ত্তকীকে) তাইত', তোমাকেও আজ হ'তে হবে কলঙ্ক মোছা তাজা 'প্রাণ,'—আমারই বোন। হবে না বোন ?—

নর্ত্তকী'র চোখে জল, সেই জল মুছাতে মুছাতে—

ছি বোন, নিজেকে দুর্ব্বল মনে করাই সবার চেয়ে বড় দুর্ব্বলতা !

কৃষ্ণ......সই, সত্যই তুমি আজ অসতীরও সাধনা ?

সাধনা......সখা, আজ সাধনার বড় দরকার সবাইকে,—সতী, অসতী—প্রত্যেককেই।

নবীন...... (চঞ্চলকে) দেখেছিস্, আমার সাধনার উদারতা।

চঞ্চল......থাক্, মেলা ঘেঁটিও না ভায়া! আমার ওসব জানা আছে। কাজের সময় সবাই একেবারে কাজী উপাধি পায়! তাছাড়া সতী-মহলে সাধনা আজকাল পায় শুধু 'আঁতুড়ে গন্ধ' আর 'স্ত্রীরোগ'।—সুতরাং অরুচি হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ এই মাত্র সেদিন, 'ঝড়ের রাতে ও প্লাবনে', 'সতীর বন্ধ দুয়ারের পাশে', 'অসতী', 'শোষণে-জর্জ্জরিতের ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের' নিশ্বাসে অশ্রু মিশিয়ে টেক্কা তুরুপ ক'রেছিল, —আরে তাইত' তোমার সাধনার এত উদারতা!

নবীন······ওরে নোনা-নিমিন্নে-নেমকহারাম!

এতক্ষণ সাধনা ও কৃষ্ণ দুজনে 'নর্ত্তকী'র দু'হাত ধ'রে তাকে অনেক কিছু বোঝাতেচাইছিল। চঞ্চল চুপ ক'রে সেই দিকে মন দিল, আর নবীন নিঃশব্দে হাস্তে লাগ্ল। শেষে 'নর্ত্তকী' মধুর হেসে সায় দিল, অপর দুজনেও তৃপ্তির হাসি হাস্ল। তখন তিন জনেই মাধুর্য্যে মগ্ন হ'ল।

চঞ্চল ছুটে গিয়ে গম্ভীর হয়ে 'নেপালী-স্যালিউটে' হাত কাঁপাতে-কাঁপাতে কৃষ্ণের কাছে দাবী ক'র্‌ল—

চঞ্চল......(অভিনয়ে) এই-সা নাহি চলেগা সর্দ্দার !

কৃষ্ণ......(সহাস্যে) নাহি চলেগা ?

চঞ্চল......(তেমনি ভাবে) জরুর নেহি, ইয়ে মেরা 'নর্ত্তকী' ।

কৃষ্ণ......তোম্‌হারা 'নর্ত্তকী' ?

নর্ত্তকী......(সুমধুর হাস্যে)—সখা !

কৃষ্ণ .....বলত' সই, তুমি কার ?

নর্ত্তকী......(আনন্দে) সখা, তোমার আশীর্ব্বাদে ও সাধনার সোহাগে আমি হ'ব সারা বাংলার !

সাধনা উল্লাসে 'নর্ত্তকী'র হাতখানি চেপে ধ'র্‌ল—

কৃষ্ণ......(উচ্চ হাস্যে) চঞ্চল, শুধু একা সর্দ্দারের নয়, তোমার 'নর্ত্তকী' আজ সারা বাংলার ।

সাধনা......ওর পণ, নতুন তালে বাংলা মাতাবে, যৌবনে আশার আলো জ্বাল্‌বে, কর্ম্মীর নেশায় উন্মাদনা আন্‌বে ।

নবীন......(ঠাট্টার হাসিতে) কেমন হুঁকো হলি ?

চঞ্চল......(সুরে) "আমি যারে ভালবাসি তারে ওগো পাইনা কেন "

সকলের হাস্য, কৃত্রিম দুঃখে চঞ্চল ব'সে প'ড়্‌ল ।

দূর হ'তে মার্চ্চিংয়ের (marching) তালে সুর ভেসে আস্‌তে লাগ্‌ল—"বন্দে মাতরম্‌"।

কৃষ্ণ......(আনন্দে ও অধৈর্য্যে) ওরে ডাক্ এসেছে, ডাক্ এসেছে !

নবীন......(উন্মাদনায়) আয়, আয়, সবাই আয়—ছুটে আয়।

সব পর্য্যায়ের ভাল-মন্দ সবাই ছুটে এল, আরও অনেকে এল। কৃষ্ণের উপদেশে চঞ্চল তাদের সবাইকে 'র‍্যাঙ্কে' (rank) দাঁড় করাল। কেবল 'বিদেশী' নাচ্‌ওয়ালীরা সভয়ে এককোণে জড়-সড় হ'য়ে উঁকি মারতে লাগ্‌ল !

" বন্দে মাতরম্ " দল এল। সর্দ্দারকে সম্মান দেখিয়ে সেই বাহিনী দাঁড়াল।

কৃষ্ণ......(বাহিনীকে) বাংলা-সেনা, নবীন সাধনার সম্মান !

কৃষ্ণের আদেশে একসঙ্গে বাহিনীর সবাই সম্মান দেখাল,

এক (দু'হাত জোড), দুই (কপালে), (ক্ষণেক পরে) তিন (পাশে)।

সাধনা......(বাহিনীকে) পরাধীন দেশে সবাইয়ের এক সঙ্গে এক প্রাণে স্বরাজ সাধনা, সেই ত' সত্যিকারের একমাত্র সাধনা।

নবীন......বঙ্গসেনা, প্রাণ দিয়ে দেশকে ভালবাসা, সেই ত' চির নবীনতা।

কৃষ্ণ ... বঙ্গসেনা, অতীতের দুর্ব্বলতা দূর ক'রে, চির নবীন হ'য়ে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করাই মানবতা। ছোট-বড়, ভাল-মন্দ,—তোমরা প্রত্যেকেই দেশের কাজ করবার উপযুক্ত। আর এই দেশের কাজে পরিপূর্ণতা আনাই প্রত্যেকেরই নিজস্ব ও সমবেত ভাবে একমাত্র উচ্চ আদর্শ। এখন এস বীর, এই আদর্শ সামনে নিয়ে মানবতাময় হ'য়ে আমরা সবাই এগিয়ে যাই।

(নর্ত্তকীর গান) নব-জাগ্রত নর্ত্তকী ”

কৃষ্ণের ইঙ্গিতে 'নর্ত্তকী' 'তাণ্ডব' নাচ আরম্ভ ক'রল। 'তাণ্ডবে'র চঞ্চলতা। আপনা-হ'তেই সবাইয়ের পায়ের তাল পড়তে লাগল।

'নর্ত্তকীর নাচের তালে 'বন্দে মাতরম্', সকলের কণ্ঠের গানে 'বন্দে মাতরম্'।

কৃষ্ণ .....(আদেশে) - বাংলা-সেনা, ফরওয়ার্ড-মার্চ্চ (Forward-March)

সম্মিলিত বাহিনী এগুতে লাগল, 'বিদেশী' নাচওয়ালীরা পেছুতে লাগল।

আর আকাশে ঊষার অরুণ উঁকি মেরে উঠল।

যবনিকা পতন

সুশীল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড,
৪৮নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট হইতে—
ক্ষিতিশচন্দ্র সান্যাল দ্বারা মুদ্রিত।

